বিজয় চণ্ডী

গীতাভিনয়।

৺মতিলাল রায় প্রণীত।

"সংসার সুখের ধাম আনন্দ-কানন,
তাহাতে প্রসূন সম তনয়-রতন।
থাকিতে যে জন পুনঃ করে পরিণয়,
তার দুর্দ্দশার কিবা দিব পরিচয়।"

সপ্তম সংস্করণ।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

কলিকাতা,

২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"

শ্রীনুটবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বিজয় চণ্ডী।

(গীতাভিনয়)।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।—রাজপথ।

শরভুমুনির প্রবেশ।

শরভু। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হে হরি! চিত্তের মূঢ়তা হরণ কর। এ আকৃতী অভাজন জনের পাপতাপ হরণ কর। কৃপাময়! আমি তোমার ভজন পূজন কিছুই জানিনে, গুরু উপদেশ মত সাধন ক'রতে গেলেও তা পারিনে, কারণ ইন্দ্রিয়গণ আমার বাধ্য নয়, সাধ্য কি যে তব পদ চিন্তা করি। মনকে বলি, মন! অসৎপথে ভ্রমণ করিস্‌নে, সেই গোপী-মনোহারী রাধারমণকে চিন্তা ক'রে শমনকে দমন কর। মন আমার সে কথাতেই মন দেয় না। পদকে বলি, পদ কুজন-গম্য পথে পদার্পণ না ক'রে যে পথে গমন ক'র্‌লে সেই ত্রিপথগামিনী গঙ্গার উৎপত্তি-স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পথাবলম্বন কর, আমি শপথ ক'রে বলছি, যদিও প্রথমে কুটিল ব'লে, বোধ হ'চ্ছে, কিন্তু যত যাবি ততই পরিষ্কার ব'লে বোধ হবে।

পদ রে! সে পথের অন্তে মোক্ষপদ আছে। পদের যেন সে পথে গমন ঘোর বিপদ ব'লে বোধ হ'য়েছে। করকে বলি, কর! অন্য কার্য্য পরিত্যাগ কর, সামান্য ধন গ্রহণে তৎপর হ'চ্ছিস কেন? হরি মন্দির পরিষ্কার কর, অন্তের স্থান রত্নাকর রূপ হ'য়ে তোকে অমূল্য ধন হরিপদরত্ন দান ক'র্‌বে, আর দিবাকর-সুত সামান্য কর জন্য তোর কখনই করবন্ধন ক'র্‌তে পারবে না। কর আমার সে কার্য্য দুষ্কর জ্ঞান করে। অঙ্গকে বলি, অঙ্গ! সামান্য বসন ভূষণ ধারণে কাজ কি? সাধনের অঙ্গ যে ভূষণ, তাই কেন পর না, তুলসীমালা ধারণ কর, হরিনামাবলি গাত্রে দে। ধাতু নির্ম্মিত ভূষণ ধারণ ক'র্‌লে কি ফল হবে? দেহ পতনের পূর্ব্বেই, যাকে আপন ব'লে জ্ঞান ক'রছিস্, তা সব খুলে নেবে, কিন্তু এ সময়ে তুলসীমালা আর হরিনামাবলি ধারণ ক'র্‌লে, সে সময়ে যদি অঙ্গে নাও থাকে, অন্তে সেই আভরণ তোর গমনের পথকে ত উজ্জ্বল ক'র্‌বেই ক'র্‌বে, অধিকন্তু তুই যে কুলে উদ্ভব হ'য়েছিস্, সে কুলকে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত উজ্জ্বল রাখ্‌বে। অঙ্গ আমার সে কথায় অঙ্গ দেয় না। এইরূপে শ্রবণকে অন্য কথা শ্রবণ কর্‌তে নিষেধ ক'রে হরিকথা শ্রবণ ক'র্‌তে বলি, রসনাকে অন্য রসাস্বাদন না ক'র্‌তে ব'লে হরিনামামৃত রস পান ক'র্‌তে বলি, নয়নকে নিয়ত রাধাকৃষ্ণের রূপ দর্শন ক'র্‌তে বলি; এরা কেউ আমার কথা লক্ষ্য করে না। কৃপাময়! আমার বোধ হ'চ্ছে, ইন্দ্রিয়গণ কেউ আশুফল প্রাপ্ত হবে না ব'লে কথা গ্রাহ্য করে না। হে দীননাথ! তবে দীনের গতি কি হবে? মুখে ব'ল্‌ছি হরি হে কৃপা কর, মন যে তা ব'ল্‌ছে না, তবে কি এ ভক্তিহীন জীব মুক্তি পাবে না? পতিতপাবন নামের গুণ কি থাক্‌বে না? হে কমলাকান্ত! আমি কৃতান্ত-ভয়ে একান্ত কাতর হ'য়ে তোমাকে ডাক্‌ছি, কৃপা ক'রে কালভয় দূর কর।

গীত।

দীনের দিন কি দীননাথ যাবে এইরূপে।
পড়ে কি রব মায়া কূপে।

আমি হে অতি অকৃতী, কিরূপে পাব নিষ্কৃতি,
দিও না দীন বন্ধু সে দুর্দ্দিনে কালে সঁপে॥

আমি যে দীননাথ দীননাথ ব'লে এত ডাক্‌ছি, তিনি কি শুন্‌বেন? মুনিঋষিগণ ভজনা ক'র্‌তে ক'রতে বল্মীক দ্বারায় আবৃত হ'য়ে দেহ পাত ক'রেছেন, তথাপি সে পদ পেয়েছেন কি না সন্দেহ, আমি কেমন ক'রে সে দেবারাধ্য ধনে বাধ্য ক'র্‌বো? না হ'লো না, রিপুগণ দেহে থাক্‌তে হরি আরাধনা হ'ল না। ওরে ষড়্‌রিপু! তোরা করিস্ কি! নিয়ত অপকর্ম্ম ক'রে রিপু নাম ধারণ ক'র্‌লি কেন, সৎকার্য্য ক'রে মিত্র নাম ধারণ কর না, লোকে কেন তোদের ষড়্‌মিত্র বলুক্ না! তোরা যে দেহে বাস করিস, সেই দেহেরই অনিষ্ট চেষ্টা ক'রে থাকিস, এতে তোরা নষ্ট হবিনে? মূষিক যেমন যে গৃহে থাকে, সেই গৃহেতেই শত শত ছিদ্র ক'রে সে গৃহকেও জীর্ণ করে, পরে সেই বিবরে সর্প আগমন ক'রে মূষিককেও গ্রাস করে, তোরাও তেমনি যে গৃহে আছিস্, সে ঘরকে জীর্ণ ক'র্‌লি; কোন্ দিন কালরূপ সর্প এসে তোদের গ্রাস ক'র্‌বে ও গৃহবাসীকেও দংশন ক'র্‌বে, সে বিষয় ভাব্‌ছিস্‌নে। তাই বল্‌ছি, কাম! কেন নিকৃষ্ট সম্ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণপদ সম্পদ সম্ভোগকামনা কর না;—ক্রোধ কেন চণ্ডাল-সেবিত ক্রোধকে ত্যাগ ক'রে শমনের প্রতি ক্রোধ কর না যে, শমনকে দমন ক'র্‌বো, নয় এমন ক্রোধ কেন কর না, কি হরিপদেস্থান প্রাপ্ত হব না, অবশ্যই সে পদ পাব;—লোভ! কেন না অকিঞ্চিৎকর সামান্য ধন রত্নাদি লোভ ত্যাগ ক'রে হরিচরণামৃত পানে ও হরিপদরত্ন লাভে লোভ কর না;—মোহ! কেন সামান্য পুত্র-কলত্রাদির শোকে মুগ্ধ হও, হরির পদ পেলেম না ব'লে কেন মোহ হ'কনা;—মদ! আমি মাহাত্মা, ধনবান্, বলবান্, আমার তুল্য ভূতলে আর কে আছে, এ সব কথা ব'লে মত্ত না হ'য়ে হরিনাম মধুপান ক'রে কেন মত্ত হও না; যদি হরি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে, পাগলের ন্যায় দুই বাহু তুলে নৃত্য কর, হরিপ্রেম ভরে যদি পথের মাঝে ঢলে পড়, কেউ

তোমাকে মাতাল ব'লবে না, হরিনাম করবার কালে যদি কারও সঙ্গে বাক্যালাপ না কর, কেউ তোমাকে অহঙ্কারী ব'লবে না; নিজ ধনের কি রূপের অহঙ্কার ত্যাগ কর, 'অহং' কার এইটি স্থির কর;—মাৎসর্য্য! কেন পরশ্রীতে দ্বেষ কর, যে কথায় হরিনাম নাই, কেন সেই কথা শ্রবণে দ্বেষ কর না! অনেকেই উপদেশ দেন যে, ষড়্‌রিপুকে পরিত্যাগ কর, আমি ত তোমাদের ত্যাগ ক'র্‌তে চাইনে, যা বলি তাই কর, তোমরা ছয় জন আমি একক; এস এই সাত জনায় মিলে হরিবোল হরিবোল বলি।

[হরি বোল বলিতে বলিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা—রাজা জয়সেন আসীন।

শরভূমুনির প্রবেশ।

জয়সেন। (শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তে করযোড়ে) আসুন আসুন আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক, আজ আমার কি সৌভাগ্য, কি সুপ্রভাত যে শরভূমুনির শ্রীচরণ দর্শন ক'র্‌লেম!

শরভূ। (স্বগত) এ কোথায় এলাম, (ধ্যানস্থ) উঃ! জয়সেনের রাজসভায়, সম্মুখেই রাজাকে দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) কল্যাণমস্তু, সমস্ত মঙ্গল?

জয়সেন। আপনার পদরজ যে স্থানে পতিত হয়, সে স্থানের অমঙ্গল হ'লে যে, ও দেবারাধ্য পদের মাহাত্ম্য নষ্ট হবে! সব মঙ্গল।

শরভূ। তুমি এত দূর বিনয়ী না হ'লে জগদ্বিখ্যাতই বা হবে কেন? দেব দ্বিজের প্রতি তোমার এতদূর ভক্তি শ্রদ্ধাই যদি না হবে, তবে ইন্দ্র তুল্য ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরই হবে কেন? ধন্য! তোমার শ্রদ্ধাবাক্যে আমি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হ'লেম।

জয়সেন। মুনিপুঙ্গব! আপনার শ্রীচরণ প্রান্তে আমার একটী নিবেদন আছে, কিন্তু আতঙ্ক প্রযুক্ত সে বাসনাটী পূর্ণ হ'চ্ছে না।

শরভূ। ভয় কি, যা ব'ল্‌তে ইচ্ছা হয় বল, ভগবান্ যখন তোমার কাছে আমাকে এনেছেন, তখন তোমার সঙ্গে কিয়ৎকাল সদালাপ করি এইত ইচ্ছা।

জয়সেন। মহাভাগ! অকস্মাৎ দাসের আবাসে আগমন কেন, জান্তে আমার মন নিতান্ত ব্যগ্র হ'য়েছে।

শরভূ। মহারাজ! এ কথা জিজ্ঞসা ক'র্‌তে আর আতঙ্ক কি? আপনাকে একটী কথা বলি, যাঁরা অংশীদার লয়ে ব্যবসা করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁদের হিসাব নিকাশ করা কি উচিত নয়?

জয়সেন। তাতো ক'র্‌তেই হয়, নতুবা পরিণামে অমঙ্গল কি বিচ্ছেদ ঘটবার সম্ভাবনা।

শরভূ। মহারাজ! আমি সেই হিসাব নিকাশ ক'র্‌তে এসেছি।

গীত

এভব বাজারে আমরা তপ ব্যবসাদার।
তুমি তার অংশীদার ॥
হিসাব মতে আপনার ভাগ, পাচ্ছ কিনা হে মহাভাগ,
জান্তে তাই হলো অনুরাগ,
না জানিলে শুভাশুভ কোনটী তার বেশীভাগ,
লাভ লোক্‌সান বোঝা ভার ॥

জয়সেন। হে ধরামর শরভূ মুনে! আপনাদের তপ প্রভাবে আমার রাজ্যমধ্যে কোন অমঙ্গল নাই, বরং প্রজাবর্গে আশার অতিরিক্ত সুখভোগ করে, তবে আমি মধ্যে মধ্যে আপনাদের তত্ত্বাবধারণ ক'র্‌তে পাচ্ছিনে, সে অপরাধ আমার মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

শরভূ। অন্য কোন বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ, করবার প্রয়োজন নাই, সুশৃঙ্খলে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ক'র্ছেন এতেই আমাদের তপশ্চরণ নির্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হচ্ছে; কোন উপদ্রব নাই। এক্ষণে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ ক'রেছেন, তিনি আবার কামরূপের রাজকন্যা, তাঁর সহ সুখ সৌভাগ্যে কাল যাপন হচ্ছে ত? আপনার প্রথম পক্ষের পুত্র দুটী বিজয় বসন্ত, তারা ত তাঁর কোপ নয়নে পড়েনি? সেইটীই নাকি বিশেষ আতঙ্কের কারণ; সপত্নীর দ্বেষে না ক'র্তে পারে কি? হাঙ্গর কুম্ভীর পূর্ণ নদীতে স্নান ক'র্তে গেলে যেমন নিয়ত জীবনের আশঙ্কা হয়, তদ্রূপ বিমাতার হৃদয়ও হিংসা অশ্রদ্ধাতে পরিপূর্ণ, তাঁর কাছে নিয়ত বিপদের সম্ভাবনা, নিরাপদে দিন গত হইলেই মঙ্গল।

জয়সেন। মুনে! তাঁর সচ্চরিত্রের কথা আপনাকে ব'ল্বো কি! —মহিষী বলেন, আমার তুল্য সৌভাগ্যশালিনী জগতে কেহই নাই, আমাকে গর্ভধারণ ও প্রসব যন্ত্রণা ভোগ ক'র্তে হ'ল না অথচ আমি দুটী পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হলেম। কামরূপ-রাজকুমারী তাদের বড় ভাল বাসেন, বিজয় বসন্তও তাঁকে গর্ভধারিণীর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

শরভূ। মহারাজ! কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ী রাম লক্ষ্মণের প্রতি নিজ পুত্র ভরত অপেক্ষাও স্নেহ ক'র্ত কিন্তু কালে সে কি সর্ব্বনাশ না ক'রেছে! সেই গুণসিন্ধু রামের কি বিন্দুমাত্র দোষ ছিল? মহারাজ! সমুদ্র গর্ভে তরণীর উপরে বাস, আর বিমাতার স্নেহের পাত্র হয়ে থাকা সমান কথা; কখন ঝটিকা উঠে সমুদ্রস্থিতা তরণীকে জলমগ্ন করে যেমন কিছুই জানা যায় না, তেমনি বিমাতার হৃদয়ে দ্বেষরূপ সর্প কখন গর্জ্জন ক'রে উঠে দংশন করে কেহই বল্তে পারে না; তাই আপনাকে ব'লছি—সাবধান! সাবধান! বিশেষ কামরূপের কন্যাগণের চরিত্র বিষয়ে প্রায়ই গ্লানি জন্মে; আপনি রাজা, অবশ্যই সকল দিকে দৃষ্টি থাক্বে, তবে আমরা সাধারণের উপদেষ্টা পদে অভিষিক্ত, এই জন্যই ব'ল্তে হয়।

জয়সেন। না না, সে জন্য কোন সন্দেহ ক'র্বেন না, বায়ু নিয়ত সরলভাবে গমন করে বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঘুর্ণিত হ'য়ে বিষম কুটিল

হয়; কিন্তু মহিষীর চরিত্র কখনই কুটিল ভাব ধারণ করে না, অতি সরল—অতি সরল। আমি বিবাহের পূর্ব্বে যতদূর আশঙ্কা ক'রেছিলাম, আজ কাল ততদুর নিশ্চিন্ত হয়েছি।

শরভূ। মহারাজ! তা হ'লেই মঙ্গল, আপনার পুত্র আপনার ভার্য্যা এরা নিরাপদে নিষ্কলঙ্কে থাক্‌লে কেবল আপনার ব'লে নয়, রাজ্যস্থিত প্রজাপুঞ্জ পর্য্যন্তও সুখী; এক্ষণে আমার বাসনা হ'চ্ছে যে বিজয় বসন্তকে একবার দেখি। এ বাসনাটী কি পূর্ণ হবে না?

জয়সেন। যে আজ্ঞা, তারা আপনার দাস, অবশ্য তাদের মস্তকে পদরজ প্রদান ক'র্‌বেন। (প্রতিহারীর প্রতি) প্রতিহারি—

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। (যোড়করে) মহারাজ, দাস নিকটেই উপস্থিত, এক্ষণে কি আজ্ঞা ক'র্‌বেন?

জয়সেন। তুমি শীঘ্র বিজয় বসন্তকে আমার নিকটে আনয়ন কর।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

শরভূ। বিজয় একটু জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু বসন্ত নিতান্ত শিশু; সে যখন মা মা রবে কাঁদে, তখন তাকে কে সান্ত্বনা করে?

জয়সেন। শান্তা তাদের নিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ ক'র্‌ছে, সে জন্য আমাকে কোন কষ্টপেতে হয় না।

শরভূ। উত্তম উত্তম।

বাদ্যোদ্যম।

বিজয় বসন্তের প্রবেশ।

জয়সেন। বাপ বিজয়! বৎস বসন্ত! ঐ দেখ মুনিবর শরভূ তোমাদের দেখ্‌বার জন্য ইচ্ছা ক'রেছেন, প্রণাম কর।

বিজয়। মুনিবর, প্রণাম করি। (বসন্তের প্রতি) ভাই বসন্ত! প্রণাম কর।

বসন্ত। মুনিবর, প্রণাম করি।

শরভু। দীর্ঘায়ুরস্তু।

বিজয়। (পদ ধারণ করিয়া) ঠাকুর! আমরা বালক, আপনার মাহাত্ম্য কিছুই জানিনে, এক্ষণে এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার ভাই বসন্ত সর্ব্বদা নিরাপদে থাকে।

গীত।

নাই অন্য কিছু সাধ ও পদে।
হ'ক সংপ্রতি বসন্তের প্রতি,
এই আশীর্ব্বাদ যেন রয় নিরাপদে ॥
আমাদের প্রতি বিধি দয়াহীন,
নইলে কেন আর হব মাতৃহীন,
আমরা যেন এখন জল ছাড়া মীন,
প্রাণ থাকে স্থান দেও কৃপাহ্রদে ॥

শরভু। বৎস বিজয়! বিলাপ ক'রো না, আশীর্ব্বাদ করছি তোমাদের জীবনের পক্ষে কোন সন্দেহ নাই, সময়ের কার্য্য সমুদয় সুসম্পন্ন করে উপযুক্ত কালে সদ্গতি লাভ ক'র্‌বে, চিন্তা কি? মহারাজ দশরথ শৈশবাবস্থায় মাতৃপিতৃ-হীন, দশ জনে তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণে করেছিল, তিনিও ত জীবিত থেকে অলৌকিক ব্যাপার সকল ক'রে গিয়েছেন। তোমাদের পিতা আছেন, চিন্তা কি? এক্ষণে তোমরা বিশ্রাম করগে, আমি তোমাদের দেখে আর তোমাদের মধুমাখা কথাগুলি শুনে যার পর নাই সুখী হলেম। আমিও আপন আশ্রমে চল্লেম, হরিনাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে জ্ঞানশূন্য হয়ে এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছি, তা বেশ হ'য়েছে, রাজদর্শন হ'লো। (রাজার প্রতি) মহারাজ! এক্ষণে বিদায় হলেম।

জয়সেন। যে আজ্ঞা, আজ আমার গৃহ দেহ সব পবিত্র হলো, এ দিকে সভাভঙ্গ সময় উপস্থিত, ঐ শঙ্খধ্বনি হ'চ্ছে, আমরাও কালোচিত কার্য্য সমাধা করিগে, প্রণাম করি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর।—দুর্লতার প্রবেশ।

দুর্লতা। তাই ভাব্‌ছি আজন্ম মেয়ে মানুষগুলো কেমন ক'রে পিঁজরের পাখীর মত ঘরের ভেতর থাকে। এ বড় কপালের ভোগ। মেয়েগুলো যেখানে থাকে তার নাম আবার অন্দর, পুরুষে বেশ চিড়িয়াখানা সাজিয়ে রাখে, পিঞ্জর না ব'লে অন্দর, রাত্‌দিন তারি ভেতরে থেকে, কচর মচর যা বলাচ্ছে তাই বল্‌ছে, যা করাচ্ছে তাই কর্‌ছে, যা খাওয়াচ্ছে তাই খাচ্ছে, একটি কাজ আপনা আপনি ক'র্‌বার যো দেখ্‌তে দেয় না। পাখীকে যা খেতে দেয় তার নাম আধা, মেয়েমানুষদের যা খেতে দেয় তাও আধা, প্রায় আধা বই পূরো খোরাক কখনই মেলে না। পাখীকে যে পিঞ্জরে রাখে তা আবার কাপড়ের ঘেরাটোপে ঢাকা, মাগীদের তার চেয়েও বেশী, তারা যে অন্দরে থাকে তার সব দিক্ আঁটা, চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখ্‌তে পাবার যো নেই, দশ হাত কাপড়ে গা ঢাকা, আবার ঘোমটা; এত কষ্টেও মাগীরে আবার আমোদ আহ্লাদ করেন, পোড়া কপাল মাগীদের! আমি উড়ে ফড়িং পুড়ে মলেম, আগে যদি জানতাম্ যে সাধের নথ নাকে দিলে নাক কেটে যাবে, তা হ'লে কি তেমন নাক্ বিঁদোনার জ্বালা পাই, না নথ্ পোরে নাক কেটে ফেলি। আমার এ মন্দোদরীর বিষ খাওয়া হ'লো, শুনেছি রাবণ রাজা ব্রহ্মরক্ত কলসীতে পূরে ঘরের ভেতর রেখেছিল, মন্দোদরী দেখে বল্লে, ও কি রাখ্‌ছো;

রাবণ বল্লে বিষ; ঐ কথা শুনে আর না রাম না গঙ্গা,—তখন চুপ ক'রে থাক্‌লো, একদিন রাবণের উপর অভিমান ক'রে মন্দোদরী সেই বিষ খেয়ে মর্‌তে যান; কোথায় বিষ খেয়ে ম'র্‌বেন,না হ'য়ে ব'স্‌লো পেট, সে ব্রহ্মরক্ত অব্যর্থ, বিফল হবে কেন, তখন হামাল নিয়ে সামাল সামাল; শুনেছি সেই গর্ভে নাকি সীতা হন, সেই সীতাই রাবণনাশের কারণ।—আমারও যে তাই হ'লো, কোথায় রাণীর সঙ্গে এলাম, রাজা হব ব'লে, না কয়েদীর মত থাক্‌লেম, না পারি উগ্‌রুতে—না পারি ফুক্‌রুতে, বেরুতে পার্‌লেও যে বাঁচ্‌তেম, পেটে পেটে বুদ্ধি ক'রে পেটে পেটে থাক্‌লো, শেষে এই বুদ্ধি কি সীতার মত হ'য়ে সাত চোঙ্গার বুদ্ধি এক চোঙ্গায় হবে, প্রাণটাই যাবে দেখ্‌ছি, আর কদ্দিন সাম্‌লে থাকা যায়। পুরুষ মানুষ মেয়ে মানুষ হ'য়ে থাকা কি সহজ কথা! এত দিন মেয়ে মানুষ হ'য়ে আছি তবু কি মেয়ের মত সব হয়, ঐ যে কথায় বলে 'ময়লা যায় ধুলে, স্বভাব যায় মলে'—চলবার সময় আগে বাঁ পা বাড়াতে এত চেষ্টা করি, ডান্ পা যেন বেরিয়ে র'য়েছে;—নাকি সুরে সরু ক'রে কথা কইতে চাই, তাকি হয়, যে মোটা সেই মোটা;—কাঁচলির ভেতর কাঠের কোটো বেঁধে মেই ক'রেছি, ক'সে ক'সে বেঁধে বুকে ঘা হ'য়ে গেল;—ভাল ভোগায় ভুলে ভুগ্‌ছি। আমি কামরূপের কোটালের ছেলে কোটালী কত্তেম, তা না হ'য়ে দুর্জ্জয়ীর প্রেমে প'ড়ে সব দিক্ গেল। হায়! না বুঝে কুকাজে মজে বড় ঝক্‌মারি ক'রেছি; তখন পোড়ামুখী আমাকে ব'ল্লে,—আমার সঙ্গে মেয়ে মানুষ সেজে আমার দাসী হ'য়ে চল, কিছুদিন পরে বিজয় বসন্তকে মেরে ফেল্‌বো, রাজাকে মেরে ফেল্‌বো, তোমাকে রাজা ক'র্‌বো, আর আমি রাজরাণী হ'য়ে তোমার বামে ব'স্‌বো; এখন ত তার কিছুই দেখিনে,—ব'ল্লেই বলে হবে হবে, ব্যস্ত হও কেন, তোমার ত কোন কষ্ট নেই। কষ্ট নেই কেমন ক'রে, ভাব্‌তে ভাব্‌তে যে সকল রস কস শুকিয়ে যাচ্ছে। ডুবুরিতে জলে ডুব দিয়ে কি চিরকাল থাকতে পারে? যে জন্য ডুব্‌লো তা পেল ত পেল, নয় উঠে প'ল্লো, আমি দুর্জ্জয়ীর প্রেম নদীতে ডুব দিয়ে মাল পাওয়া দূরে থাক, থই পেলাম না।

গীত।

আমি দুর্জ্জয়ময়ীর প্রেমনদীতে ডুব দিলাম এসে।
টান্‌ছে তলে মরণ সোতে, এখন বুঝি যাইগো ভেসে॥
পাইনে তলা পাইনে কূল,
ভেবে ভেবে হ'লেম আকুল,
হাঙ্গর কুমীরে সমাকুল, কখন দেখে ধর্‌বে ঠেসে॥

কাঙ্গালের ছেলের ঘোড়া রোগ যে বলে—আমার তাই। কেন মেয়ে মানুষের কথায় ভুলে এমন কাজ কল্লেম? যেমন মানুষ তেমনি থাকতেম, তেমনি খেতেম, এ গিল্টির গহনা হয়ে ভাবনায় ম'লেম, রঙ্গ চট্‌লেই ফাঁক; ঐ যে কথায় বলে 'যে ভাবে না আগে পিছে, সে ত্মাবাগের বাচা মিছে', সাত্য কথা; লাক কথার এক কথা! দুর্জ্জয়ময়ীর সঙ্গে এসেই ভাল করিনি, তা আর ভেবে কি ক'র্‌বো? বলে 'চোর পালালে বুদ্ধি চালে, দীপ নিভ্‌লে তেল ঢালে', আমারও তাই হ'চ্ছে, এখন প্রাণটা নিয়ে পালাবার চেষ্টা করি, আমার রাজা হওয়ায় কাজ নেই, এ সাজা গেলে বাঁচি, বলে 'আপনি বাঁচ্‌লে বাবার নাম, শ্যাম থাক্‌লে ব্রজধাম'। তা দুর্জ্জয়ময়ীকে বল্লে ত রাজি হবে না, ছল ক'রে পালাবার ত যো নেই, শেষে কি আপনার ফাঁদে আপনি প'ড়্‌বো। খিদের জ্বালায় পাখী যেমন ব্যাধের আটাকাটিতে প'ড়ে যত পালাবার চেষ্টা করে ততই বদ্ধ হয়, আমারও তাই হ'লো দেখ্‌ছি; কি করি, তা এত ভাব্‌ছিই বা কেন? কেন বিজয়বসন্ত ও রাজাকে মেরে ফেলবার যোগাড় করি না, তা হলেই ত সকল কাঁটা যাবে, গা মেলে বেড়াতে পাব। উঃ! কি ব'ল্‌বো—যদি রাজা হই, তবে শান্তা বুড়ির ত আগে হাতে মাথা কাটবো, বুড়ি যখন কট মট ক'রে আমার পানে তাকায়, তখন যেন গায়ের এক পোয়া রক্ত শুকিয়ে যায়; যাক্‌ সে ত আর বেশী কথা নয়, এখন মনে কল্লেও পারি। আমি রাজা হ'লে আমাকে মানাবে কি? (অঙ্গের প্রতি দৃ

করিয়া) একটু কালো, তা হলোই বা, কালো জগতের আলো—রাজা-দুর্য্যোধন ত কালো ছিল; অন্যের কথা কি, দ্বারকার যে রাজা কৃষ্ণ সে কালো ব'লে কালো; তা রঙ্গের জন্য কাজ হানি হবে না, তখন আমিই শ্যামসুন্দর হ'য়ে প'ড়্‌বো, দুর্জ্জয়ী ত শ্রীমতীই বটে। রাজভোগ সবে ত? তা সবে বই কি, প্রথম প্রথম সয়নি—পেটের ব্যারাম হ'য়েছিল, তখন পাইখানাই ঘর হ'য়েছিল, এখন সইয়ে নিয়েছি, কথাতেই ত বলে 'আহার নিদ্রে ভয় যত বাড়াও তত হয়'। মৃগয়া ত কথায় কথায় ক'র্‌বো, ও ত আমার হাতের বিদ্যে। ও সব ভূয়ো ভাবনায় কাজ নেই, বিচার ক'র্‌তে পার্‌বো ত? তা পার্‌বো বই কি, অন্যান্য বিচার যা হয় তাই হবে, আমাদের কোটাল জাতকে ত কোন কষ্ট দেওয়া হবে না, শত শত দোষ ক'ল্লেও মাপ, যদি কাউকে খুন করে, বদ্দিতে ব'ল্‌বে যকৃৎ ফেটে মরে গিয়েছে, ব্যস, "বেকসুর খালাস"। কোটালে কোন নালিশ ক'ল্লে আমি তার জয় ব'লে দেব। অন্যের পক্ষে যতদূর প্রমাণ ততদূর বিচার কর, তা যত পারি শুসে নেব, প্রজাকে হাড়ে নাড়ে জ্বলিয়ে তবে ছাড়্‌বো, চাকর সব আপনার জাত্ রাখ্‌বো, যখন দেখ্‌বো আর আপনার জাত পাওয়া যায় না, তখন অন্য জাত্, খায় টাকা আপনার জাতেই খাবে। বেশ—আমি খেপ্‌লাম না কি? 'গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল' এ যেঠিক্ তাই, একেই বামুনরা বলে 'বায়ব্ নাং বিচিত্তির গতি' ছাই—এ—সংক্রিতা কথা কি মুখ্ দে বেরয়—তবে যেই খুব বামুনের সঙ্গে দিন রাত্তির থাকা, তাই অনেক আমার সুর্‌দু হয়, নইলে প্রায় আমাদের জাতে ত ভাল ক'রে ব'ল্‌তে গিয়ে নির্ব্বাংসাকে নিব্বাংসা বলে, বাক্রিতাকে বক্তিমা বলে; ন্যাকা পড়াকে ন্যাকা পড়া বলতে পারে না, এমন ন্যাকাই বা কে আছে? আমার জীবে আর কাঁটা খোঁচা নাই। দেখ,—একেবারে কি কথার ভেতর কি কথা এনেছি, রাজা হব কি না ঠিক ক'রেছি না কি এনে ফেলছি, 'ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত।' তা হবেই বা না কেন? ফিকির কল্লে না হয় কি? রাণীকে ব'লি, তুমি হয় বিজয়-বসন্তকে আর রাজাকে মারো, নয় আমার আশা ছাড়, আমি এমন ক'রে

আর কুয়োর ব্যাঙ্ হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌ব না', বলে 'হাঁড়ির আলো চিররুগীর প্রাণ, থাকা না থাকা দুই সমান'। তা এম্‌নি ব'ল্লে ত হবে না, চুপ ক'রে মুখ ছোট ক'রে ব'সে থাকি, এখনি কাছে আসবেই আস্‌বে, ডাক্‌লে কথা ক'ব না, যদিও কথা কই—ভালবাসা জানাব না, আগে দিব্বি ক'রে দিব্বি করিয়ে নিয়ে পরে যা কর্‌বার তা ক'র্‌ব, তাই বসি।

(মানভরে উপবেশন।)

দুর্জ্জয়ময়ীর প্রবেশ।

দুর্জ্জয়ময়ী। (স্বগত) ওমা! আমি আপন বেশ ভূষা কর্ত্তেই ভুলে আছি, আমার সাজ গোজ যে দেখ্‌বে সে কই, তাকে ভুলে আমার বেশ বিন্যাস বড় হ'লো! কোথায় গেলেন দেখি, এক দণ্ড তাঁর মুখখানি না দেখ্‌লে আমার সব অন্ধকার বোধ হয়। রাজা হব হব ব'লে পাগল হ'য়েছেন, তা তাঁর রাজা হ'তে বাকি কি আছে; যার প্রেয়সী হ'লো রাণী, সে রাজা নয় ত কি প্রজা? জয়সেন ত আমার পতি নয়, পতি আমার সেই কামরূপের কোটাল-পুত্র ভীমচরণ; আগে যার সঙ্গে দেখা শুনা হয় সেই পতি, যদি আগেকার কুন্তীদের মত আমাদের ক্ষমতা থাক্‌তো, তা হ'লে কর্ণও জন্মাত, (অন্য দিকে দৃষ্টি করিয়া কেমন, ওমা কাকে জিজ্ঞাসা করছি পোড়া কপাল আমার, আমার যেন বোধ হ'চ্ছে আমার প্রাণনাথ নারীর বেশ ধ'রে আমার সম্মুখেই আছেন। ভালবাসার কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি, কাছে থাক্‌লেও যেমন, না থাক্‌লেও তেম্‌নি, জগতের সবই যেন সেই পদার্থ। তবে প্রকাশ্য রূপে রাজা হ'তে পারেন নি; তা শিগ্‌গির ক'র্‌বো এখন ত যাই, তিনি কোথায় দেখিগে! (গমন) ওমা! এখানে এমন ক'রে ব'সে কেন? একি, মুখখানি ভারভার,—মাটির দিকে তাকিয়ে, এমন ভাব কেন? আহা! দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে, একটু ভয়ের জন্য রাত দিন বুকে রাখ্‌তে

পারিনে, নইলে ও ধন কি একদণ্ড নাবিয়ে রাখ্‌তে ইচ্ছে করে—না, প্রাণে সয়! ভাল জিজ্ঞাসা করি, (প্রকাশ্যে) প্রাণনাথ! রসময়! আজ অমন ক'রে ব'সে কেন, মেঘের জলে জগৎ ঠাণ্ডা হয় বটে, কিন্তু মাটিতে মেঘ থাক্‌লে কি শোভা হয়? না বিদ্যুৎ তার কোলে থাক্‌তে পারে? আর জলই বা হবে কেন? নাথ! আজ তোমার এভাব হ'লো কেন বল।

গীত।

নাগর একি দেখি রঙ্গ,
হয় অনুমান, কেন ম্রিয়মাণ, আজ প্রেমসাগরে মানতরঙ্গ।
হুতাশ পবন বহে খরতর,
কাণ্ডারী হ'য়ে কি কর কি কর,
তোমার সাধের তরি ডোবে ধর হা'লি ধর,
টল্‌মল্‌, উঠ্‌ছে জল, আমার দেখে বড় হয় আতঙ্গ।

একি! এত ডাক্‌লাম, নাথ কথা কচ্ছেন্ না কেন? এ দাসী কি তোমার কাছে কোন অপরাধ ক'রেছে? যদি তা হ'য়ে থাকে বল; আমি ভেবে দেখ্‌ছি, স্বপ্নেও ত কখন তোমার কোন অযত্ন করিনি, তবে আজ এভাব কেন? কি ক'র্‌লে তোমার এ মনোদুঃখ যায় তা বল, এ রাজ্য ছেড়ে বনে যেতে হয় চল, তোমাকে নিয়ে আমার বনবাসও রাজ্য সুখ, আমি তোমার পায়ে ধ'র্‌লে যদি তোমার রাগ যায় তাই ধ'রছি। (পদধারণে উদ্যত।)

দুর্ল। (হস্ত ধারণ করিয়া) না না—আর আমার পায়ে ধ'র্‌তে হবেনা, তোমার যত ভালবাসা তা সব টের পেয়েছি, 'ভেল্‌কির খেলা স্বপ্নেও মিলন, সত্যি বটে যখনকার তখন' আমারও ভাই;—আমার কপালে যা ছিল তা হ'লো। আর বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দেওয়া কি সম্ভব হয়? পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘন,

ভেলা ক'রে সাগর পার ও সব শুন্‌লে যেমন হাসি পায়, তোমার আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস ক'রে হা-পিত্তেশে ব'সে থাকাও তাই। যা হো'ক এখন আমাকে কোনরূপে পাঠিয়ে দেও, গরিবের ছেলে দেশে লাঙ্গল চ'সে খাইগে, যদি বেঁচে বত্তে থাকি আর কখন তোমার সঙ্গে দেখা শুনো হয়, তবে আমি যে একজন তোমার অনুগত ছিলান তা ব'লে যেন মনে থাকে, এখন আমি বিদায় চাচ্ছি, থাক্‌তে পার্‌বো না?—পার্‌বো নাই কেন, বলে 'মারবো মারবো বড় ভয়, মারলে পরে সব জয়' ছাড়াছড়ি হলেই সবে।

দুর্জ্জ। কেন কেন নাথ! আজ এ বাক্যবজ্রে দুঃখিনীর সুখপর্ব্বতকে চূর্ণ কর? আমি তোমাকে কি ব'লেছি যে এত অভিমান! তুমি গেলে আমি কি থাক্‌বো, 'যেখানে আগুন, সেই খানে বাতাস; যেখানে জ্বালা, সেই খানে হুতাশ; যেখানে মদন, সেই খানে রতি; যেখানে পতি, সেই খানে সতী' তুমি যদি যাও, আমিও সেই সঙ্গের সঙ্গিনী ধ'রে রাখ। আমাকে রক্ষা কর, দাসীর প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত কর, আমার বুকের ধন; কণ্ঠের হার, মাটিতে কেন,—এস বুকে এস।

দুর্ল। যাও যাও, আর সোহাগ বাড়িয়ে কাজ নেই, বলে 'এল্‌লো আদর চেঁপোর খই, এ আদর আমি কারে কই।' আরে আমার আদর রে।

দুর্জ্জ। রসরাজ! সোহাগ আর বাড়িয়ে কাজ নেই ব'ল্‌ছো; এ দিকে যে তপ্ত সোণায় সোহাগা দিয়ে ব'সে থাক্‌লে, গলে গেছে, গড়িয়ে যাবে, এখন তুমি না সাম্‌লালে কে সাম্‌লাবে? রাগ ছাড়, কি ক'রেছি বল, আর কাঁদিও না। (রোদন।)

দুর্ল। (স্বগত) না আর কাঁদান ভাল হয় না, সওয়াও যায় না, (প্রকাশ্যে) তুমি আর দোষ ক'র্‌বে কি? সকলি আমার কপালের দোষ। এত আশা এত ভরসা সব গেল, তা আমার কপালে না থাক্‌লে ত হবে না, রাজা হওয়া কি কথার কথা।

দুর্জ্জ। নাথ! এই জন্যে কাতর হ'য়েছ, তোমাকে রাজা ক'রে তবে আর

কাজ!—তবে এমন কোন সুযোগ দেখ্‌ছিনে যে, সে পোড়ামুখকে মারি, কেননা রাজাকে মার্‌লে পুত্রকে শত্তুর দুটো আছে, তারা সতর্ক হয়ে পড়্‌বে, শেষে তারাই রাজা হবে, আমাদের সকল চেষ্টাই নষ্ট হবে।

দুর্ল। কেন, আগে কেন বিজয় বসন্তকে মার না পরে রাজাকে মার্‌লেই হবে।

দুর্জ্জ। কি ক'রে মারি, তারা ত আমার কাছে থাকে না, শান্তা আমার কাছে আস্‌তেও দেয় না।

দুর্ল। কেন—তার জন্যে ভাবনা কি? কাঁটা ফুট্‌লে যেমন কাঁটা দিয়ে বার্ ক'র্‌তে হয়, কানে জল ঢুকলে যেমন জল দিয়ে জল বার্ কর্‌তে হয়, তেমনি শত্তুর দিয়ে শত্তুরকে মার্‌তে হয়, রাজাকে দিয়ে সে দুটোকে মার।

দুর্জ্জ। কেমন ক'রে! কেমন করে!

দুর্ল। তা ব'লে দিচ্ছি, মান ক'রে ব'সে থাক; রাজা যখন তোমার কাছে আস্‌বেন, তোমার ভাব দেখে খোসামোদ ক'র্‌বেন, কিছুতেই কথা না ক'য়ে খানিক কাঁদ্‌বে, পরে ব'ল্‌বে যে আমি এ প্রাণ আর রাখ্‌ব না—বিজয় আমাকে বলে যে আমার সঙ্গে থাক, রাজা বুড়ো ও'তে তোমার কি আনন্দ হবে? আমি দূর দূর করায় বসন্ত আমায় মার্‌লে, তা তুমি পুত্র নিয়ে থাক, আমি বিষ খেয়ে নয় গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্‌বো; এই কথা বল্লেই আগুনের কুণ্ডু বেধে যাবে, পরে যখন সে কাজ শেষ হবে, একদিন রাত্রে রাজার গলায় ছুরি বসিয়ে দেবে, তা হ'লেই আর আমাদের পায় কে?

দুর্জ্জ। বেশ ব'লেছ এদ্দিন ত এ কথা শিখিয়ে দেওনি, তা হ'লে ত আপদ চুকে যেত, সচ্ছন্দে থাক্‌তেম।

দুর্ল। তোমার বুদ্ধিতে কতদূর হয় তাই দেখ্‌লাম।

দুর্জ্জ। মেয়ে মানুষের আবার বুদ্ধি, যা করে পরের বুদ্ধিতে, নইলে দশ হাত কাপড়ে কাছা নেই, উঠ্‌তে ব'সতে অসামাল। তা বেশ

ব'লেছ আজই বিজয় বসন্তের দফা শেষ ক'র্‌ছি, রাত্রিও ত অনেক হ'য়েছে, তুমি শোওগে, আমি মান ক'রে বসিগে, তুমি অভিমান ছাড়, তোমার মুখ বিরস দেখ্‌লে আমি সব অন্ধকার দেখি।

গীত।

রসরাজ! হেঁসে কথা কও একবার বদন তুলে।
ভাসি দুঃখ সিন্ধু মাঝে তুলে দেও সুখের কূলে॥
অধিনীর সুখ সম্বল তোমা বিনে কেবা বল,
দেখে ও বদন কমল, সকল দুঃখ যাই ভুলে॥

দুর্ল। আদরিণি! (বদন ধরিয়া) আমি কি তোমার উপর রাগ ক'র্‌তে পারি, তোমাকে যে আমি কত ভালবাসি তা ব'লে জানাতে পারবার যো নেই, বুক্ চিরে দেখাবার হ'লে দেখাতাম। আমি যদি সাত দিন সাত রাত্তির না খাই না শুই, কেবল তোমার মুখখানি তাকিয়ে আমার সব দুঃখ দূর হয়। কিন্তু কপালের দোষ, আমাদের হ'য়েছে চকা চকীর দশা দিন হ'লেই দেখাদেখি, রাত হ'লেই ফাকা ফাকি। যাক আর ও কথায় কাজ নেই, যদি কালী কূল দেন, কথা কব, নয় যে চুপ সেই চুপই ভাল, এখন কাজ সারবার ফিকির দেখগে।

দুর্জ্জ। আচ্ছা চল্লেম।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দুর্জ্জময়ীর শয়নাগার।

রাজা জয়সেনের প্রবেশ।

দুর্জ্জ। (অলঙ্কারাদি উন্মোচন পূর্ব্বক) ঐ যে রাজা আস্‌ছে, আসুক স্রোতের মাচ যেমন আপনা আপনি বিত্তির মধ্যে ঢুকে আর বেরুতে পায় না, রাজাকেও তাই ক'র্‌বো, বসি—মান ক'রে বসি। (উপবেশন)।

রাজা। (স্বগত) একি! মহিষী যে ধরাসনে, অঙ্গের আভরণ সব স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত, এ আবার কি ভাব? (প্রকাশ্যে) বিধুমুখি! এরূপ অবস্থা কেন? বিমল কোমল শয্যা পরিত্যাগ ক'রে কঠিন মৃত্তিকায় প'ড়ে অঙ্গকে যাতনা দিচ্ছ কেন? উদ্যানভ্রমণকালে পুষ্পরেণু অঙ্গে প'ড়ে লাগ্‌বে ব'লে ভয় পাও, তোমার সোণার অঙ্গ যে আজ ধূলায় ঢেকেছে, সহ্য ক'র্‌ছো কেমন ক'রে? নীলাম্বরে বদনচন্দ্র আবৃত, আবার অবিরত জলধারা নির্গত হ'চ্ছে, আমার যে ভ্রম উপস্থিত; একি বর্ষাকাল! কোমলাঙ্গি! আর এরূপে থেক না, আমাকে মনের কথা বল, আমি যদি তোমার নিকট অপরাধী হয়ে থাকি দণ্ড কর, নতুবা বল কোন্ মূর্খ মত্তমাতঙ্গের পথ রোধ ক'র্‌তে সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে? আর অধোবদনে ধরাসনে থেক না, শীঘ্র বল ত বল, নতুবা আমার দ্বারায় আর কোন উপায় হবে না, কেননা তোমার ঈদৃশ অসদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে আমার ইন্দ্রিয়গণ ক্রমেই শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে, বোধ হয় শীঘ্রই জীবনান্ত হবে, তা হ'লে তোমার সকল দিক্ নষ্ট হবে। আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি, তুমি আমাকে যা ক'র্‌তে ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌বো, যদি অন্যথা হয়, তবে আমি যেন ক্ষত্রিয়গণের গতি প্রাপ্ত না হই; তোমার কথা যদি অবজ্ঞা করি আমার তা হ'লে ক্ষত্রিয় ঔরসে জন্ম নয়; তুমি যা ব'লবে তাতে যদি মনোযোগ না করি তবে যেন আমাকে কীটযোনি প্রাপ্ত হ'তে হয়, এই ত্রিসত্য ক'ল্লেম, আর কি ব'ল্‌বো' কথা কও, কি হ'য়েছে বল।

দুর্জ্জ। আর বল্‌বো কি, আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌ব না, কেবল তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যেই এতক্ষণ বেঁচে আছি, নইলে হয় গলায় দড়ি দিয়ে নয় বিষ খেয়ে ম'র্‌তেম! ছি ছি! (রোদন করিতে করিতে) আমার কপালেও এত ছিল, আমি বাপ মার কত আদরের মেয়ে! (ফোঁপানি)

জয়। কি—হ'য়েছে কি, কাঞ্চ যে, তোমার চক্ষের জল, একি জয়সেন দেখে স্থির হ'তে পারে? কে কি ক'রেছে বল, আমি এখনি তার বিহিত শাস্তি প্রদান ক'র্‌ছি। অন্যের কথা দূরে থাক্, যদি বিজয় বসন্তও কোন অপরাধ ক'রে থাকে তবে তাদের পর্য্যন্তও ক্ষমা নাই।

দুর্জ্জ। (স্বগত) হাঁ, এতক্ষণে হ'য়েছে। (নীরব)।

জয়। আর কেঁদ না—বল বল শীঘ্র বল, দেখ আমি পলকের মধ্যে কি করি।

দুর্জ্জ। সে কথা কি বল্‌বার কথা ছি ছি! বল্‌তে হ'লেও পাপ হয়, ছেলে হ'য়েও মাকে এমন কথা বলে! (রোদন)

জয়। কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, ক্রমেই সন্দেহ বৃদ্ধি হচ্ছে, ছেলে হ'য়ে কি বলে, বিজয় বসন্ত কি কোন কথা ব'লেছে?

দুর্জ্জ। হাঁ হাঁ -নইলে ছেলে ত আমার সাড়ে সাত গণ্ডা আছে কি না, ইচ্ছে হ'চ্ছে আগুনে ঝাঁপ দেই। (রোদন)

জয়। কি ব'লেছে বল, শীঘ্র বল, আর ধৈর্য্য ধ'র্‌তে পাচ্ছিনে।

দুর্জ্জ। সে কথা কি মুখ দিয়ে বের করা যায়! বল বল ত ব'ল্‌ছো, বিজয়ের কাছে আমি বাজারের বেশ্যা।

জয়। তোমাকে কি দ্বিচারিণী বলে না কি?

দুর্জ্জ। (সক্রোধে গম্ভীর স্বরে) তোমাকে কি দ্বিচারিণী বলে নাকি, যেমন বুদ্ধি তেমনি বিবেচনা, বুড়ো হ'লেই আর কিছুই ভাবিা থাকে না।

জয়। আরে ছাই—আমার কি আর বিবেচনা শক্তি আছে, ক্রোধেতেই আমার হিতাহিত বিবেচনা শক্তিকে আচ্ছন্ন ক'রেছে, চিত্ত কি স্থির আছে! ভেঙ্গে বল।

দুর্জ্জ। ভেঙ্গে আর মাথা মুণ্ডু কি বল্‌বো, বিজয় আমাকে যা বল্লে তা ব'ল্‌তে হ'লে প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হয়, বলে তুমি আমার সঙ্গে—

জয়। হাঁ বুঝেছি, দুর্বৃত্ত এতদূর ক'রেছে, ধর্ম্ম কি নেই, আজও ত চন্দ্র সূর্য্য আছে, আজও ত কালে ঋতু পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে, দুরাত্মার কি এ কথা ব'ল্‌তে কিছুমাত্র আতঙ্ক হলো না! আর কি তার মুখ দেখ্‌তে আছে। আচ্ছা, এখনি তার উচিত শাস্তি প্রদান, ক'রছি!

দুর্জ্জ। আমি তাতে স্বীকার কল্লেম না ব'লে আমাকে মার্‌ল্লে, এই দেখ, (অঙ্গ দর্শান) তোমার হাতে প'ড়ে আমার এই দুর্দ্দশা! (রোদন)।

জয়। হাঁ বুঝেছি, আর ব'লতে হবে না, বুঝেছি তাদের ভবের খেলা সমাধা হ'লো, তুমি দুঃখ পরিত্যাগ ক'রে বিশ্রাম করগে, আমি যা ক'রবার তা ক'রছি।

দুর্জ্জ। যা করবার তা ক'রছি নয়, তাদের কাটা মুণ্ড এনে যদি আমাকে দেখাও, তবেই ত আমার মনদুঃখ যাবে, নয় আমি এ প্রাণ আর রাখব না।

জয়। তা ত হবেই—আর কি সে কথা ব'লে জানাতে হবে! আমি চল্লেম, এখনি তার উপায় ক'রে আসছি—তুমি যাও; তোমার আজ্ঞা আমার ইষ্টদেবের অনুমতি অপেক্ষা বেশী। (কিঞ্চিৎ) অগ্রসর হইয়া ওরে নগরপাল!

নগরপাল। (নেপথ্যে) ও কে ডাক্‌লে, কার গলা মহারাজের গলা ব'লে বোধ হ'চ্চে না, নইলে এমন গলা আর কার? উঃ! মহারাজ কথা কচ্ছে, এত রাত্রিরে যখন ডাক্‌ছেন, তখন গতিক বড় ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না, যেতে হ'লো,এখন ডাকমাত্র, এর পর নাক্ কাণ নিয়ে টানাটানি।

জয়। ওরে নগরপাল!

নগর। (নেপথ্যে) ও বাবা আবার যে! (প্রকাশ্যে) মহারাজ গোলাম হাজির।

নগরপালের প্রবেশ ও করযোড়ে দণ্ডায়মান।

জয়। দেখ্ নগরপাল! শীঘ্র পাপাত্মা বিজয় বসন্তকে বন্ধন ক'রে কারাগার মধ্যে রক্ষা কর্, কল্য প্রভাতে সভাতে আনয়ন করিস্, সমুচিত দণ্ড দেব।

নগর। ধর্ম্মাবতার। ভাল বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, কুমার বাহাদুরদের বাঁধ্‌তে হবে?

জয়। দূর দূর দুর্ব্বৃত্ত, বাহাদুর কি, তারা পরম শত্রু, তোকে যা ব'ল্লেম শীঘ্র সে কার্য্য সমাধা কর্ নতুবা তোর পর্য্যন্ত মঙ্গল নাই, যা শীঘ্র যা এই দণ্ডেই বন্ধন কর্‌গে, কারও বারণ শুনিস্‌নে।

গীত।

যারে যা নগরপাল এই দণ্ডে।
বেঁধে বিজয় বসন্ত পাষণ্ডে,
রাখ কারাগারে দুই ভণ্ডে সমুচিত দণ্ডে ॥
তারা আমার পুত্র নয়—শত্রু নিতান্ত,
আমি তাদের পিতা নই—হইরে কৃতান্ত,
শুন ক'ইরে সে বৃত্তান্ত,
তাদের জীবনান্ত হ'লে তবে মন দুঃখ খণ্ডে ॥

নগর। আজ্ঞা বুঝ্‌লাম, বাহাদুর নয় এখন তারা বাদুর কেননা বাদুর ঝোলান ক'রে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে, তা চাকর হ'য়ে মুনিবের হাতে দড়ি দেব? আর তাদের এমন দোষই বা কি?

জয়। সে খোঁজে তোর কাজ কি, তোকে যা ব'ল্লেম তাই কর্।

নগর। যে আজ্ঞা। চল্লাম।

[প্রস্থান।

তীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিজয় বসন্তের প্রকোষ্ঠ।—শান্তার প্রবেশ।

শান্তা। উঃ কি সর্ব্বনাশ, যা ভাবলাম তাই হ'লো।—যখন বিজয় বসন্ত প্রণাম ক'রতে রাণী মুখ ফিরে থাক্‌লো তখন বুঝেছি কপালে আগুন লেগেছে। সর্ব্বনাশী রাজাকে কি ব'লে লাগাবে তাই শোনবার জন্যে আড়ালে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তা যা শোনবার তাতো শুনলেম, মহারাজ বিচার না ক'রে পাপিনী রাণীর কথায় বিশ্বাস ক'রে বিজয় বসন্তকে বাঁধ্‌তে অনুমতি দিলেন। হা ধর্ম্ম! তুমি কোথায়? রাণী হেমবতীর সঙ্গে সঙ্গেই কি জয়পুর হ'তে গিয়েছ! হা নিদারুণ বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? বিজয় বসন্তের ভাগ্যে কি এত কষ্ট লিখেছিলে? বাল্যকালে তাদের মাতৃহীন ক'ল্লে, তাতেও খেদ মেটেনি, আবার প্রাণ পর্য্যন্ত লয়ে টানাটানি! মাগমুখো হওয়া বড় দোষ। এমন গুণের সাগর মহারাজ অসার হয়ে গেলেন! দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে রামকে বনে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই পুত্রশোকে দশরথ প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন। জয়সেন রাগে অন্ধ হ'য়ে বিজয় বসন্তকে বাঁধ্‌তে অনুমতি দিলেন, কিন্তু সে কোমল করে কি সে যাতনা সহ্য হবে? হায়! আমার কি পোড়াকপাল! পরের ছেলে মানুষ ক'রে শেষে এই যাতনা ভোগ ক'র্‌তে হ'লো! বিজয় বসন্তকে বাঁধ্‌বে, তা দেখ্‌বো কেমন ক'রে? হায়! আর কত কাল বাঁচবো, মরণ হবে না? ওমা পুণ্যবতি

হেমবতি! এখন তুমি কোথায়? তোমা বিনে বিজয় বসন্তের যে কি দুর্গতি হ'চ্ছে, এসে দেখ। হায়! ডাক্‌লে কি হেমবতী ফিরে আস্‌বেন? তিনি মরণকালে আমারি করে করে বিজয় বসন্তকে স'পে দিয়ে গিয়েছেন। আমি কল্লেম কি? কেন সে পাপিনী দুর্জ্জময়ীর কাছে বাছাদের নিয়ে গিয়েছিলাম? না নিয়ে গেলে ত এত বিপদ্ ঘটত না! হায়! আমি সাধ ক'রে ব্যাধের করে বিহঙ্গমকে অর্পণ কল্লেম। সাধ ক'রে ভুজঙ্গের মুখে ভেককে দিলেম! কি করি, শুনেছি দস্যুভয়, মারীভয়, রাজভয়, এ সকল বিপদ্ উপস্থিত হ'লে সে দেশ পরিত্যাগ ক'ল্লে আতঙ্ক দুর হয়;—তা এ রাত্তিরে বাছাদের নিয়ে যাই বা কোথা, করিই বা কি? হায়! হায়! আমার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত। সমস্ত নদী পার হয়ে কূলের কাছে নৌকা ডুব্‌লো! যাই, বিজয় বসন্তকে নিয়ে রাত থাকৃতে থাকৃতে এক দেশে চ'লে যাই, আমি নয় ভিক্ষে ক'রে বিজয় বসন্তকে খাওয়াব, পরে ওদের ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে; এ দায় হ'তে প্রাণ বাঁচ্‌বে। দুরন্ত নগরপাল হয় ত এতক্ষণ বাছাদের কাছে উপস্থিত হ'য়েছে। হায়! আমার কি হ'লো, হায়! আমার কি হ'লো! হায় হায়! আমার বাছারা কৈ দেখি।

বিজয় বসন্তের প্রবেশ।

বিজয়। আয়ি! তুমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আস্‌ছো কেন আয়ি! তোমার কি হ'য়েছে বল। তোমার চক্ষের জল দেখে আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, তোমাকে কেউ কি মেরেছে? না শরীরে কোন অসুখ হ'য়েছে? আয়ি গো! বল্‌বে ত বল, নতুবা আমি এ গৃহ পরিত্যাগ ক'রে যথা ইচ্ছা গমন ক'র্‌বো।

শান্তা। ওরে ভাই বিজয়। সে কি বল্‌বার কথা তাই ব'ল্‌বো? মুখে যে কথা বেরুচ্ছে না, বল্‌তে গেলে বুক ফেটে যাচ্ছে;—হারে! কেমন ক'রে সে সর্ব্বনাশের কথা ব'ল্‌বো? কোথায় রাম রাজা হবে—না রাম বনে গেল। রাম যে রাজা না হয়ে বনে গিয়েছিল, তাতে তো রামের প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই,—আজ কি সর্ব্বনাশ হ'লো!

বিজয়। আয়ি গো! কি বিপদ্ হ'য়েছে বল, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে, গা কাঁপছে।

শান্তা। ওরে বিজয়! বল্‌বো কি—যার গৃহে মা নাই তার গৃহ বন স্বরূপ, তোদের এ গৃহ সেই বনের মত হ'য়েছে। বনে সর্প সিংহ ব্যাঘ্র আর কত হিংস্রক জন্তু থাকে, তোদের এই ভবন-বন সেই সব হিংস্রক জন্তুতে পরিপূর্ণ; তোদের পিতা সিংহ, দুর্লতা বাঘিনী, বিমাতা সাপিনী বাস ক'র্‌ছে। ভাই রে! তোদের সেই বিমাতা পাপিনী সাপিনীরূপে তোদের অজ্ঞাতসারে দংশন ক'রেছে, আর নিস্তার নাই, মহারাজ তোদের বাধ্‌তে অনুমতি দিয়েছেন। ভাই রে! এতদিনে অভাগিনীর কপাল ভেঙ্গেছে।

(গীত।)

কি কব রে বিজয় চন্দ্র অভাগীর কপাল ভেঙ্গেছে।
বিমাতা সাপিনী তোদের অজ্ঞাতসারে দংশেছে।
আজ্ঞা দিয়েছেন নরপাল
বাঁধ্‌বে তোদের নগরপাল
হায় কি আমার পোড়াকপাল, এখন জীবন রয়েছে॥
বুঝেছি মনে নিতান্ত, পিতা নয় তোদের কৃতান্ত,
বিজয় বসন্ত,
আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ, বুঝি আর নাই রে ত্রাণ,
নইলে পুত্রের প্রতি এমন পাষাণ, পিতা আর কোথা আছে॥

বসন্ত। হাঁ আয়ি! তাইতে তুই কাঁদ্‌চিস্, আমরা রাজার ছেলে আমাদের বাঁধ্‌বে কে? নগরপাল বাধ্‌তে এলে তাড়িয়ে দেব. তুই কাঁদিস্‌নে, এখন এসে শো, তোর বুকের উপর নইলে আমার ঘুম হয় না।

শান্তা। বসন্ত রে! আমার জন্মের মত তোকে বুকে করা ফুরাল, এ কাল রজনী প্রভাত হ'লে আর তোদের চাঁদবদন দেখ্‌তে পাব না, আয় বিজয়, আয়রে! হতভাগিনী শান্তার হৃদয়ের ধন বসন্ত!—তোদের দুই ভাইকে কোলে ক'রে নিশা থাকৃতে থাক্‌তে অন্য দেশে পলায়ন করি, নতুবা কালস্বরূপ কালকার প্রভাত কাল আগমন ক'র্‌ছে।

নগরপালের প্রবেশ।

নগরপাল। এই ত শান্তার ঘর, কৈ মহারাজার পুত্র, না না না পুত্র নয়, শত্রু দুটো কোথা?

শান্তা। ঐ সর্ব্বনাশ হ'লো, আর বাছাদের নিয়ে পালাতে পাল্লেম না, কাল নগরপাল এসে দ্বার রুদ্ধ ক'রেছে, এখনি বেঁধে কারাগারে নিয়ে যাবে, হায় আমার কি হ'লো!

ন, পাল। তুই মাগি কাঁদ্‌ছিস কেন, সে বিজয় বসন্ত কোথা বল্?

শান্তা। নগরপাল! এই ঘোর অন্ধকার রাত্রে সে শিশুদ্বয়কে সন্ধান ক'চ্ছো কেন?

ন, পাল। তুই শুনে কি ক'র্‌বি, দেখ্‌তে পেলে শুন্‌তে কে চায়? যা হবে এখনি দেখাচ্ছি।

শান্তা। ওরে তারা ঘুমুচ্ছে।

ন, পাল। কি! ঘুমুচ্ছে,—তা ভাল ক'রে ঘুম পাড়াবার জন্যেই এসেছি, তারা কোথা ঘুমুচ্ছে বল্।

শান্তা। ওরে! তোর আকার দেখে যে আমার হৃৎকম্প হ'চ্ছে, তোর হাতে দড়ি কেন?

ন, পাল। মর্ মাগি, ভাল তেক্ত ক'র্‌লে, আরে তাদের দুটোকে বাধ্‌তে হবে।

শান্তা। হারে নগরপাল! বলিস্ কি, কি অপরাধে তাদের বাধ্‌বি? তোর ভাব দেখে যে ভাল বোধ হ'চ্ছে না, কে তাদের বাধ্‌তে অনুমতি দিলে?

ন, পাল। আর দেয় কে, যে দিতে পারে, তুই এখন দোর ছাড়্।

শান্তা। হারে! সত্যই কি তাদের বন্ধন ক'র্‌বি?

ন, পাল। সত্যি কেন, তোমার কাছে মজা মার্‌তে এসেছি, ঠাট্টা ক'রছি, মাগীর আবার ধ্যান দেখ, (ক্রোধে) সর্, দোর ছাড়্, কতক-গুলো বকাস্‌নে।

শান্তা। নগরপাল! যদি নিতান্তই তাদের বন্ধন করিস্ তবে এ হতভাগিনীকে আগে মেরে ফেলে তবে গৃহ মধ্যে প্রবেশ কর, আমি প্রাণ থাক্‌তে দ্বার ছেড়ে দিতে পার্‌ব না; তারা আমার প্রাণের ধন, প্রাণের মধ্যে আছে, এ বুক চিরে না ফেল্লে তাদের পাবি কোথা? তুই তাদের বন্ধন করবি, আমি বেচে থেকে তাই দেখবো—কখনই না!

ন, পাল। (সক্রোধে) কি ছাড়্‌বিনে, দরওয়াজা ছাড়্‌বিনে, মরণ কুবুদ্ধি, দেখি ছাড়িস্ কি না, সোজা আঙ্গুলো ঘি বেরোয় না, কাল প'ড়েছে কেমন, যেমন বুনো ওল তেমনি বাগা তেঁতুল নইলে চ'ল্‌বে কেন? (সজোরে ধাক্কা) দূর হ হারামজাদি! নেকি মেয়ে মানুষ আর খেঁকি কুকুর ঠিক সমান, কিছুই যেন বোঝেন্ না!

শান্তা। ওমা! ম'লাম—ম'লাম—উহু হু! প্রাণ গেল।

ন, পাল। (বেগে গমন ও বিজয় বসন্তকে আকর্ষণ) উঠ, ভাল ঘুম চাও যদি তবে আমার সঙ্গে এস।

শান্তা। হা নগরপাল! করিস্ কি করিস্ কি? হারে! বিজয় যে রাজার ছেলে, বন্ধন-যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে পারবে কেন? হারে! বিজয় যে মা মরা ভিন্ন কখন অন্য যন্ত্রণা পায় নাই। (নগরপালের হস্ত ধারণ)।

ন, পাল। হা দেখ ভাল চাস তো ছেড়ে দে, আগুনে ফড়িঙ পোড়া হ'স্‌নে, মহারাজ হুকুম দিয়েছেন আমরা বাঁধ্‌বো, তোর নালিশ হয় রাজার কাছে যা; মট্‌কায় লেগেছে আগুন তুই ঝাপে জল ঢাল্‌ছিস্, নিব্বে কেন?

শান্তা। ওরে! আমি বুঝেছি, সেই দুর্জ্জনা দুর্লতা দাসীর উপদেশে রাণীর ক্রোধ, সেই জন্য মহারাজ অবিচার ক'রে এদের বন্ধন ক'র্‌তে অনু-মতি দিয়েছেন। নগরপাল! এ বিপদে যদি তুই দয়া না করিস্, তবে আর

কে রক্ষা ক'র্‌বে বল্‌! আহা। বাছাদের দেখে তোর কি একটু দয়া হ'চ্ছে না? আমি তোর করে ধ'রে বিনয় ক'রে ব'ল্‌ছি বিজয় বসন্তকে বাঁধিস্‌নে—আমার কথা রাখ্‌!

ন, পাল। আমি ও কথা শুন্‌তে চাইনে, তুই ছেড়ে দে, রাজার হুকুম বাতিল ক'রে তোর হুকুমে চ'লব! তোরাই বলিস্‌ না যে, ভাত খাব ভাতারের, গুণ গাব কিসের, তাই ক'র্‌তে বলিস না কি? এখন ভাল চাস্‌তো ছাড়, নইলে তুইও এই সঙ্গের সঙ্গী হবি, ছাড়্‌ ব'ল্‌ছি, ছাড়্‌—ছাড়্‌বিনে? (সক্রোধে ধাক্কা)

শান্তা। নগরপাল! নির্দ্দয় হ'য়ে শিশু দুটীকে বাঁধিস্‌নে, ওরে ওদের মা নেই, শত্রুলোকেও মাতৃহীন বালকের প্রতি অত্যাচার করে না: তুইতো শত্রু ন'স্‌, তবে কেন এরূপ ব্যবহার করিস্‌? ওরে! যদি এই হতভাগাদের মা থাক্‌তো তা হলে কি এদের এত দুর্গতি হ'তো? হায়! বিজয় বসন্ত যে রাজার ছেলে, কোথায় বিবাহের জন্য হাতে সূতা বাঁধ্‌বে, না প্রাণ নাশের জন্য করবন্ধন! হা হতবিধি! তোর মনে কি এই ছিল? হা দুঃশীলে দুর্জ্জয়ী! সতিন-পুত্র ব'লে কি এত বাদ সাধ্‌লি! সাপিনি! তুই কোন গহ্বরে ছিলি? বা'র হ'য়ে একবারে অজ্ঞাতে দংশন ক'র্‌লি! তোর কাছে আমার বিজয় বসন্ত কি অপরাধ ক'রেছিল? হা মহারাজ! অবিচারে সন্তান দুটীকে নাশ ক'ল্লেন, এদের বিমাতা কুপিতা ব'লে আপনিও কি কু-পিতা হ'লেন? এমন সুকুমার কুমার নষ্ট হ'লে আপনার প্রাণ কি শোকে দগ্ধ হ'বে না?

ন, পাল। পোড়াকপালি! তোর তিন কাল গেছে এককাল ঠেকেছে, পরের ছেলেকে মায়া কচ্ছিস্‌ কেন? পরকাল ভাব্‌, কবে বিজয় রাজা হবে, তার পর তোর সুখ সজ্জি হবে, যত দিন যোয়াচ্ছে, তত যে আঁটুনি বাড়ছে, বিজয় এই রাজা হ'তে চ'ল্লো। যার ছেলে সে ব'লছে বাধ্‌তে, তুই কেঁদে মরিস্‌ কেন, সে হ'তে তোর দরদ কি বেশি? (বিজয়কে বন্ধনোদ্যত)

শান্তা। নগরপালরে! ব'ল্‌বো কি, আমি যে বিজয় বসন্তকে ছেলে

বেলা থেকে লালন পালন ক'রেছি। যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রেছে, সে ত কোন কষ্ট পায় নাই। যখন সে পুণ্যবতি রাণী হেমবতী মরেন, তখন আমার হাত ধ'রে ব'লে গিয়েছেন, শান্তে! আমাকে জন্মের মত বিদায় দেও, আর আমি বাঁচ্‌ব না, আমার বিজয় বসন্তকে তোমায় দিয়ে গেলেম, দেখ যেন আমা অভাবে ওরা কষ্ট না পায়; আমি যে পরের ছেলেকে এত কষ্টে লালন পালন ক'র্‌লেম, সে কি দুর্জ্জয়ময়ীর বাসনা পূর্ণ ক'রতে! হায়! আমি এত যত্ন ক'রে শুক বিহঙ্গকে পালন ক'ল্লেম, বিড়ালে তাকে হত ক'ল্লে! এত পরিশ্রম ক'রে গৃহ নির্ম্মাণ ক'ল্লেম, হঠাৎ দগ্ধ হ'য়ে গেল! নগরপাল! নগরপাল! আমার বড়ই কঠিন প্রাণ তাই বিজয়ের মলিন বদন দেখে এখনও বা'র হ'চ্ছে না, এ রত্ন দুটী আমার যত্নের ধন, তুই বন্ধন করিস্‌নে, আমি বারংবার ব'লছি, যদি বন্ধন ক'রিস্ তবে এ হতভাগিনী শান্তাকে আগে নষ্ট কর্।

ন, পাল। আমাকে যে হুকুম দিয়েছেন তাই ক'র্‌বো, তোকে এখন বল্‌ছি, যদি ভাল চা'স, তবে ওদের ছেড়ে দে, আমি ওসব কথা শুনতে চাইনে। (বন্ধনে উদ্যত)

শান্তা। ওরে নগরপাল! করিস্ কি, করিস্ কি, (নগরপালের কর ধারণ) হারে! যাদের মুখ দে'খ্‌লে বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত কাঁদে, তুই কোন্ প্রাণে সেই বাছাদের বন্ধন ক'চ্ছিস্? মহারাজ রাগে অন্ধ হয়ে আজ্ঞা দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তোদের কি একটু বিবেচনা নেই! হারে নগরপাল! বল্ দেখি, এক দিনের জন্যেও কি সেই ভাগ্যবতী হেমবতী তোদের ঠাকুরাণী ছিলেন না? একটীও কি তাঁর অন্ন গ্রহণ করিস্‌নি? একদিনও কি তিনি তোদের প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করেন নি? তুই সে সব জলাঞ্জলি দিয়ে একবারে পাষাণে মন বাঁধ্‌লি? নগরপালরে! চিরকাল কেউ জীবিত থা'ক্‌বে না ম'র্‌তে হবে, শেষে কি ব'লে জবাব দিবি ভাবিস্। হারে! ধর্ম্ম কি নেই? যাই হউক, আমার প্রাণ থাকতে বাছাদের বাঁধতে দেবনা, তোর যেমন অসি চর্ম্ম, আমারও তেমনি অস্থি চর্ম্ম আছে, তুই যখন অসির আঘাত ক'র্‌বি, তখন আমি অঙ্গের চর্ম্ম দিয়ে রক্ষা ক'র্‌বো

যদি সে চর্ম্ম ভেদ হয়, অস্থি দিয়ে রক্ষা ক'র্‌বো, যদি অস্থি ভেদ হয়, তবে তখনি সেই মহারাণী হেমবতীর কাছে গিয়ে ব'ল্‌বো মাগো! আমি তোমার বিজয় বসন্তকে বাঁচাতে পাল্লেম না। এখন আমি এই বলপূর্ব্বক বন্ধন মোচন ক'ল্লেম, দেখি আমার প্রাণ থাকতে বাছদের কে বাঁধে!

ন, পাল। শোন শান্তা! এ পান্তা ভাত বাতাস দিয়ে খাওয়া নয়,—আমরা রাজার হুকুম পেলে যমকে ডরাইনে; ফের ধ'র্‌লি, এখনও বল্‌ছি, তোর অনেক খাতির কচ্ছি—ছাড়্, ছেড়েও ছাড়্‌বিনে? আগে তোরে বাঁধ্‌বো পরে অন্য কাজ। (শান্তাকে বন্ধনোদ্যত)

বিজয়। (নগরপালের কর ধারণ করিয়া) ওরে আমাকে বাঁধ্‌রে আমাকে বাঁধ্, আয়িকে বাঁধিস্‌নে—আয়িকে বাঁধিস্‌নে।

ন, পাল। আরে গেল—এ যে ভারি উৎপাত লাগালে, এক সামলাতে আর ধরে, বিকার গেলত আবার বুকে শ্লেষ্মা ব'সলো, (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে দুখে! ওরে দুখে!

দুখের প্রবেশ।

দুখে। বেটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে শোন, বেটার ডাক শুন্‌লে পেটের পিলে পর্য্যন্ত চম্‌কে যায়, এসেছি রে এসেছি; সব শুনেছি, সব শুনেছি, এরি মধ্যে সব রাষ্ট্র হ'য়ে গেছে।

ন, পাল। ওরে দুখে!

দুখে। কি বাবা!

ন, পাল। বিজয়কে ধর্‌তো, এই হারামজাদিকে বেঁধেছি, ওকেও বাঁধ্‌বো, ভারী উৎপাত লাগিয়েছে, থাক্ হারামজাদি!

দুখে। (নগরপালকে ধারণ) ধরেছি বাবা ধরেছি, খুব ধরেছি।

ন, পাল। হারাম্‌জাদা, তুই কাকে ধ'রেছিস্, বিজয়কে ধর্!

দুখে। আরে বাবা! তুমিও ত বিজয়, যা ক'র্‌তে হয় এই বেলা ক'রে নাওনা, আমি ধ'রেছি।

ন, পাল। ঠাট্টা লাগিয়ে দিয়েছিস্, হারামজাদা। আমার সঙ্গে ঠাট্টা! (মারিতে উদ্যত)

দুখে। (ছাড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) ও বাবা! আমাকে মারা আর গরুকে মারা সমান কথা, গোহত্যা ক'র না, আমি বিজয়কে ধ'র্‌তে পার্‌ব না, ও বড় মানুষের খেয়াল কিছু বোঝা যায় না। রামচন্দ্র সীতাকে অসতী ব'লে ত্যাগ ক'ল্লে, পরে আগুনে যেতে বল্লে, সীতা আগুনে গেলেই রাম অমনি রেগে উঠে সেই আগুনকে মার্‌তে উদ্যত। এখন তুই বিজয়কে বাঁধ্‌বি—মার্‌বি, রাত পোয়ালে ও রাজার কাছে ও কেঁদে উঠ্‌বে, পাঁচ জনে পাঁচ কথা ব'লে দেবে, এখন তোরও গর্দ্দান যাবে, আমারো যাবে, বুঝে সুঝে কাজ করিস্।

ন, পাল। (সক্রোধে) কি! এখন এক কথা ব'লে আবার রাজা যদি অন্য কথা বলে তবে এমন চাক্‌রির মুখে ছাই দিয়ে চ'লে যাব; যার কথার ঠিক নেই তার চাক্‌রি কি ক'র্‌তে আছে?

দুখে। আর যে মাগের কথায় ছেলেকে বেঁধে রাখ্‌তে বলে তারি চাক্‌রি বুঝি ক'র্‌তে আছে?

ন, পাল। যখন নুন খাই তখন নেমক-হারামি ক'র্‌তে পার্‌বো না। মাগের কথা শুনে দশরথ রামকে বনে দিয়েছিল, তার চাক্‌রি কি কেউ করেনি?

দুখে। রাজা বেঁচে থাক্‌লে বোধ হয় তেমন রাজার চাক্‌রি কেউ কর্‌তো না, ছেলের শোকে তার পরমায়ু থাক্‌তে প্রাণটা গেল। আহা! আজও দশরথের কথাগুলো লোকের মুখে শুন্‌লে প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠে। সেই রাজা আর এই রাজা, সে কেকয়ীকে না ব'লেছে কি না করেছে কি, আর কি সে পোড়ামুখীর মুখ দেখেছিল? তাই দশরথের সঙ্গে আর জয়-সেনের সঙ্গে সমান কচ্ছিস্, এ যেমন "ব্রহ্মার কমণ্ডলে আর মদের বোতলে।" উচিত কথা ব'ল্‌বো, এতে কেউ ফাটুন আর চটুন।

ন, পাল। হা দ্যাখ্! তুই বেটা যত কথা বল্লি, সব রাজাকে ব'লে দিয়ে আগে তোর গর্দ্দান নেব, পরে অন্য কথা।

দুখে। ওরে বাবা! বিজয়কে না বেঁধে যদি আমার গলা যায় আর ওদের প্রাণ থাকে, তার চেয়ে খুসির কাজ আর কি আছে? আমার গলা থাক্‌লে কতকগুলো খেয়ে সারকুড় পোরাব, আর ওদের গলা থাক্‌লে পৃথিবী আলো হবে। যে চাকর হ'য়ে চিরকাল থাক্‌লো, তার প্রাণ থাকার চেয়ে ত না থাকাই ভাল। চাকরের প্রাণের আবার দাম কি?

ন, পাল। আঃ! বেটার কথায় কথায় তরক্ক শুনে আর বাঁচিনে, এত যদি ঘেন্না তবে পায়ের পয়জার মাথায় কচ্ছিস্ কেন? মাথায় টাক পড়ে গেছে হাত দিয়ে দেখিস্। তোকে এখন যা ক'র্‌তে বল্লেম তা কর্‌, নইলে আমার হাতে তোর শুদ্ধ প্রাণ যাবে তা জানিস; প্রাণ যাবে কি, এই যায় দেখ। (অসি প্রহারে উদ্যত)

দুখে। (হাত তুলিয়া এক এক পদ পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে) না—না—না—ধরি ধরি ধরি, বাঁধি বাঁধি বাঁধি, (বিজয়ের প্রতি) আর চোরা মানে না ধর্ম্মের কাহিনী, ও যা শুন্‌বে না—আমি কি কর্‌বো। (বিজয়ের হস্ত ধারণ)

বিজয়। তবে কি যথার্থই বাঁধ্‌বে? দয়া কি হ'ল না? তোমাদের হৃদয়ে কি দয়ামায়ার লেশ নাই? নগরপাল! এক কর্ম্ম কেন কর না? সেই ত প্রাণদণ্ড ক'র্‌বে, তা না হ'য়ে এখনি কেন অসি দ্বারায় সে কার্য্যটী সমাধা ক'রে রাখ না? বন্ধন ক'রে যন্ত্রণা দেও কেন। আমি তোমাদের পায়ে পড়ি তাই কর। বিমাতার শত্রু যা'ক, পিতার বাসনা পূর্ণ হ'ক, তোমরাও নিশ্চিন্ত হও, বেঁধে আর কষ্ট দিও না। (রোদন)

দুখে। কে বাঁধ্‌বে,—আমি? তোমাদের? এই কান্না দেখে? প্রাণ থাক্‌তে? আমার কর্ম্ম নয়! (নগরপালের প্রতি) ও ভাই! পার্‌ব না—পার্‌ব না—পার্‌ব না, কান্না দেখেই আমার হয়ে এসেছে, এতে প্রাণ যা'ক্‌ই ভাল আর থা'ক্‌ই ভাল, আমি পার্‌ব না, ওর হাতে দড়ি দিতে গিয়ে ইচ্ছে হয় নিজের গলায় দিই।

গীত।

বিজয় বসন্তে, আমি জীবনান্তে,
বাঁধিতে পারব না এ কঠিন পাশে।
দেখে বুক ফাটে পড়েছি সঙ্কটে,
চক্ষের জল দেখে চক্ষে জল আসে॥
মরি মরি মন ব্যথায়,
এমন ত শুনিনি কোথায়,
কোন প্রাণে কোন্ খানে পিতায় পুত্রধনে নাশে।
মা-হারা বাঘিনীসুত, হায় কাঁপেরে শৃগালের পাশে॥

ন, পাল। হাঁ হাঁ বুঝেছি, তুই বেটা খোসামোদ ক'র্‌ছিস্, আমরা নেমক-হারামি করিনে, "নুন খাই যার গুণ গাই তার।" এই দেখ্ বাঁধতে পারি কি না। (বিজয়কে ধরিয়া বন্ধন)

বসন্ত। (নগরপালের প্রতি) হারে! দাদাকে বাধ্‌ছিস্ কেন? হারে! দাদাকে বাঁধ্‌ছিস কেন? দাদার হাতে যে লাগ্‌বে। উঃ উঃ বাঁধিস্‌নে, হাত কেটে যাবে। (বিজয়ের হাত ধরিয়া) হা দাদা! তোমাকে বাঁধ্‌ছে কেন, তুমি কি ক'রেছ, দাদা কাঁদ্ছ কেন? (রোদন করিতে করিতে) হা দাদা! কাঁদ্‌ছ কেন?

দুবে। তা জান না বেঁধেছে কেন? লোকে শক্তি-পূজার বলি দেয়, মহারাজ আজ স্বীয় শক্তি পূজা ক'র্‌বেন ব'লে বিজয় বসন্ত বলি ধার্য্য হ'য়েছে, তাই বন্ধন হচ্ছে, এর পর নিধন, তার পর রন্ধন, পরে ভোগ স'র্‌বে, সকলে প্রসাদ পাবে।

বসন্ত। হারে নগররক্ষক! আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না, তোরা চাকর হ'য়ে এমন কাজ ক'র্‌ছিস্, এত আস্পর্দ্ধা! দেখাই, তোদের মজা দেখাই;—দাদা! (বিজয়ের প্রতি) তলয়ার খানা দেও তো, (বিজয়ের অসি আকর্ষণ) এখনি বেটাকে কেটে ফেল্‌বো।

ন, পাল। (বসন্তের হস্ত ধরিয়া) আমাকে কাটবে, সে মদ্দানি গিয়েছে, এখন আমার কাছে কত মদ্দানি খেতে হবে, আর এই রাতটুকু ফুরুলেই আমার হাতে তোদের কি দশা হয় দেখ্‌বি ;—তোর ও চোক রাঙ্গানি ঘুরিয়ে দিচ্ছি। (দড়ি হস্তে) তোকেও বাঁধ্‌বো, ঘোড়া বেঁধে ভেড়ার চাট্‌ সওয়া যায় না।

বসন্ত। (সভয়ে নগরপালের হস্ত ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) ওরে বেটা! তুই দাদাকে বেঁধেছিস্, আবার যদি আমাকে বাঁধিস্ তবে বাবাকে ব'লে দিয়ে তোর যা কর্‌বার তাই ক'র্‌বো।

ন, পাল। হাঁ, তা যত ক'র্‌বি তা জানি। (বসন্তকে আকর্ষণ)

বসন্ত। (সভয়ে) ও দাদা! এ বেটা আমাকে বাঁধ্‌বে ব'ল্‌ছে। দাদা! আমার বড় ভয় হ'চ্ছে দাদা! আমাকে ধর, দাদা! আমাকে কোলে কর। (বিজয়কে বেষ্টন ও ক্রোড় মধ্যে গমন)

বিজয়। (একভাবে বসন্তকে বক্ষে আবৃত করিয়া নগরপালের প্রতি) ওরে নগরপাল! বসন্তকে ছেড়ে দেও, তোমার দুটী পায়ে ধরি, বসন্ত বালক, একে কিছু ব'লো না, এই দেখ, তোমার ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে আমাকে জড়িয়ে ধ'রেছে, থর থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে, দেখে কি দয়া হয় না!

ন, পাল। আমার দয়া মায়া সব পাঁকে পু'তেছি, এখন তোমার হুকুমে ত বসন্তকে ছাড়্‌তে পারিনে, মহারাজ যেমন ব'লেছেন তাই ক'র্‌বো, এখনও বাঁধ্‌তে ব'লেছেন, এর পর যদি বলেন ওদুটোকে কেটে ফেল, তাও কর্‌বো।

দুখে। ওরে! ঐ বিজয়ের হুকুমই শুন্‌তে হবে, অধার্ম্মিকের জয় কখনই নেই, তা জানিস্! রাজার দুগাছে শেয়াল কুকুর কাঁদ্‌বে, আর ঐ বিজয় এর পর ঠাকুর দেবতাকে বাঁধ্‌বে, ও কম ছেলে নয়, বাবা কম ছেলে নয়, যদি রাজ্যে বসত ক'র্‌তে হয়, তবে এখন হ'তে ভবিষ্যৎ ভাব। অসৎ কখন কোথায় সুখ পায় না, রাজা বুড়ো, আজ বাদে কাল ম'রে যাবে, ঐ বিজয় রাজা হবে, তখন বিজয় যা করুক না করুক, এই যে বসন্তকে দেখ্‌ছিস্, "কেউটের বাচ্ছা" বাবা কামড়াতে ছাড়্‌বে না,—

আগে তোর প্রাণ, পরে দুর্জ্জময়ী দুর্লতার প্রাণ নেবে। মন্থরার মন্ত্রণায় কেকয়ী রামকে বনে দিলে শত্রুঘ্ন যেমন এসে মন্থরাকে কিলিয়ে কাঁটাল পাকিয়েছিল, বসন্ত হ'তে দুর্লতার ভাগ্যে তাই হবে;—ওরে! ধর্ম্মের কাছে কেউ নেই।

ন, পাল। ওরে! তুই তার ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিস্‌নে, এখন তোর কথায় ছেড়ে দেব, আর রাজা শুনে যখন আমার গদ্দান নিতে হুকুম দেবে, তখন কি আমি ধর্ম্ম নিয়ে ধুয়ে খাব। (বসন্তকে আকর্ষণ)

বসন্ত। ও দাদা! আবার আমাকে টান্‌ছে, তুমি বারণ কর, দাদা! আমার বড় পিপাসা হ'য়েছে।

। নগরপাল! বসন্তকে আর আকর্ষণ ক'রো না, তোমার কঠিন বন্ধনে আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হ'য়ে যাচ্ছে, বসন্তের দেহ নবনীত অপেক্ষাও কোমল, বন্ধন-যাতনা কখনই সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না। সুধাকরের সুধাসিক্ত চকোর-দেহ কি কখন দিবাকরের প্রখর কর সহ্য ক'র্‌তে পারে? যে বসন্তের কর রত্ন-নির্ম্মিত বলয়ের ভার সহ্য ক'র্‌তে পারে না, তার কর কি বন্ধন-যাতনা সইতে পার্‌বে? তুই বাঁধ্‌লেই হাত দুখানি ভেঙ্গে যাবে। হারে! মাতৃহীন বালককে দেখে কি দয়া হ'চ্ছে না? মাতৃহীনকে দেখে পশু পক্ষীতে দয়া করে; শকুন্তলাকে মাতৃহীন দেখে পক্ষীতে পালন ক'রেছিল, তুমি মানব হ'য়ে দয়া হ'লো না! আর একান্তই যদি বসন্তকে বাঁধ্‌বে, তবে তোমার সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারায় আগে আমাকে ছিন্ন কর, পরে তোমার মনে যা থাকে তাই কর, আমি প্রাণ থাক্‌তে বসন্তের দুরবস্থা দেখ্‌তে পার্‌ব না।

গীত।

যদি একান্ত বসন্তধনে বাঁধিবে, প্রাণে বধিবে।
কর আমার শিরশ্ছেদন, দূরে যাক্ সকল বেদন,
(আর ছার প্রাণে কাজ নাই রে—করি বিমাতার ধার পরিশোধ)
এ পাপাত্মার মুণ্ড লয়ে পিতারে দিবে॥

যে পথে মা গিয়েছেন সেই পথে যাই,
মার কাছে গিয়ে মাকে মা ব'লে জীবন জুড়াই,
মা বিনে পুত্রের কে আছে, আগে যাই মার কাছে,
(আমার মার কাছে, পাঠায়ে দে রে)
(মা নাকি যমালয়ে গেছে)
একা ভাই বসন্ত গেলে মা কাঁদিবে ॥

ন, পাল। আমার কাছে কাঁদ্‌লে কি হবে? এখন বাঁধ্‌তে হুকুম হ'য়েছে বাঁধ্‌বো, যখন কাটবার হুকুম দেবে তখন সে কথা;—আমার কাছে রেয়াত নাই। (বসন্তকে আকর্ষণ করিয়া বন্ধন)

বসন্ত। উঃ হুঃ হুঃ (রোদন করিতে করিতে) বড় লাগছে, ছেড়ে দেরে ছেড়ে দে, হাত ভেঙ্গে গেল! ও দাদা! তুমি বারণ কর, দাদা! ম'লাম, ও আয়ি! আয়িগো, শীগ্‌গির আয়, আমাকে মেরে ফেল্লে, আয়ি! শুন্‌লিনে!

বিজয়। মা! তুমি এখন কোথায়, মাগো! তোমা বিনে পিতা পর হ'য়ে আমাদের বিনাশে উদ্যত; একবার এসে দেখ, মা! হয় এস, নয় আমাদের ডেকে নেও, আর যে সয় না. আমি বন্ধনাবস্থায় যে যাতনা না পেয়েছি, বসন্তের রোদনে যে ততোধিক যাতনা পাচ্ছি। এ প্রাণ কি যাবে না? হা বিমাতঃ! আমরা ত আপনার চরণে কোন অপরাধ করিনি, তবে কেন আমাদের এত দুর্গতি কল্লেন? বিমাতার ধর্ম্মই কি এই? হা নাগিনি! তোর ত এখনও পুত্র হয়নি, তবে কি ভেবে এত বাদ সাধ্‌লি! কৈকেয়ী যেন ভরতের জন্য রাজ্য প্রার্থনা ক'রে রামকে বনে দিয়েছিল, তুই কার জন্যে আমাদের প্রতি এ আচরণ কর্‌লি? হা ধর্ম্ম! তুমি ত এই সব দেখ্‌ছো, ধর্ম্মের কি এই মর্ম্ম? প্রাণ! যাবিনে, যাবিনে, যা! যা! যা! শীঘ্র যা, মা যেখানে আছে সেই খানে যা, মাকে বল্‌গে, তোমার সুকুমার বসন্তকুমারের দুর্গতি দেখগে। গেল না, প্রাণ গেল

না, সহজে যাবে না, তা বুঝেছি, অন্য উপায় অবলম্বন ক'র্‌বার তো উপায় নাই, বন্ধন দশায় আছি! উঃ—কি হ'লো, কি হ'লো! (মূর্চ্ছা)

বসন্ত। দাদা! দা—দা শুনে নাকি, দাদা! আমি যে ম'লেম, দাদা উত্তর দেও, দাদা ওঠ, ওগো, আমার দাদা যে কথা ক'চ্ছে না, বেঁচে আছে ত? দাদা গেলে আমি কোথায় থাক্‌বো? ওগো! তোমরা আমার দাদাকে তোল।

দুখে। (নগরপালের প্রতি) আরে মলো, বেটা দেখ্‌ছিস কি! বিজয় ম'র্‌লে যে সর্ব্বনাশ হবে, রাজা ভাব্‌বে তুই খুন ক'রেছিস, ঐ বসন্তই ব'লে দেবে এরাই খুন ক'রেছে, শীগ্‌গির জল দে, জল দে, মূর্চ্ছা হ'য়েছে, আহা! বিজয় ছেলেমানুষ, দুঃখ কাকে বলে জানে না, যারা রাজার ছেলে, তারা কি এত যাতনা সইতে পারে? আমি বাতাস করি। (বায়ু ব্যজন)

বিজয়। (চেতন প্রাপ্ত হইয়া) বসন্ত! ভাই! কই, কোথায় আছ? কোলে এস!

বসন্ত। কেন দাদা! এমন ক'রে প'ড়ে আছ কেন? দাদা! উঠ, উঠ, দাদা উঠ, আমাকে কোলে কর।

ন, পাল। সব ভিট্‌খুন্‌নি, চল্‌রে দুখে চল, আমরা আপন আপন কাজ দেখিগে, ওরা এই ঘরে বাঁধা থাক্।

দুখে। আর কি রাত আছে? কত বেলা হ'য়েছে দ্যাখ্‌, আঁধার ঘরে আছিস, ভেবেছিস কতই না রাত আছে, এখন বাস্তার কাছে যা।

ন, পাল। বেশ বলেছিস, চল্লেম। (গমন)

বসন্ত। ও দাদা! তুমি কোথায় আছ? আমি যে আর বাঁচিনে, হাত টন্ টন্ ক'র্‌ছে, মাথা ঝন্ ঝন্ ক'র্‌ছে, দাদা আমার কাছে এস।

বিজয়। ভাই বসন্তরে! আমার হাতও যে বাঁধা, কেমন ক'রে তোর বন্ধন খুলে দেব? ভাইরে! একে অন্ধকারাবৃত গৃহ তায় যন্ত্রণায় সব অন্ধকার দেখ্‌ছি, আবার মা আমাদের চিরদুঃখরূপ অন্ধকারে ফেলে গিয়েছেন, কেমন ক'রে দেখ্‌তে পাব? ভাই! অন্য উপায় এখন নাই, এক মনে

ভগবানকে ডাক, যদি এ বিপদসাগরে ত্রাণ পাই। বসন্তরে! এখন ভগবাণের চরণতরী ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

বসন্ত। দাদা! ভগবান কে? কই তাঁকে ত কখন দেখিনি, তিনিও ত আমাদের চেনেন না, তিনি ত এখানে নাই, তবে কাকে ডাক্‌বো? আমি আয়িকে ডাক্‌লেম, সে কাছে থাক্‌তে শুন্‌তে পেলে না, ভগবানকে ডাক্‌লে তিনি শুনতে পাবেন কেন।

বিজয়। হায়! এই বালকের এই দুর্গতি! পিতার মনে কি একটু দয়া হ'লো না? যে ভগবান্ বল্লে বোঝে না, তাকে বন্ধন? হা ভগবান! কল্লে কি? হা বিধে! তোমার মনেও এত ছিল?

গীত।

দারুণ বিধি কি এই ছিল তোর মনে।
নাশিয়ে মাতায়, শত্রু ক'র্‌লি রে পিতায়,
নহিলে পিতায় কি বধেরে পুত্রধনে॥
যখন সঁপিলি মাকে শমনে,
কেন সেই সনে দিলিনে বধি বসন্তধনে,
তা হ'লে আর এ যাতনা, হ'ত না হ'ত না রে,
(আর ত বসন্তের দুঃখ দেখ্‌তে নারি)
(আর যে সয়না জীবন যায় না কেন)
শিশু বসন্ত মরে কঠিন বন্ধনে॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ সভা।

রাজা আসীন,—নগরপালের প্রবেশ।

ন, পাল। মহারাজ! আপনার হুকুমে বিজয় বসন্তকে বেঁধে রেখেছি, এখন দাসের প্রতি কি অনুমতি হয়?

রাজা। নগরপাল! শীঘ্র সে পাপাত্মা দুটোকে আমার কাছে নিয়ে এস, এখনি সমুচিত দণ্ড বিধান ক'রছি।

ন, পাল। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

রাজা। (স্বগত) কি ব'লবো সে দুটো পুত্র! যদি আমার ঔরস-জাত না হ'ত, তা হ'লে স্বহস্তেই কুলাঙ্গার দুটোর শিরশ্ছেদন ক'রতেম। দুরাচারেরা মাতৃহত্যা ক'রতে উদ্যত, তার গর্ভে সন্তান হ'লে তাদের রাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে ব্যাঘাত হবে ব'লে দুরাশায় দুটো বিমাতাকে বিনাশ ক'রতে গিয়েছে! যার মন্ত্রণায় এ সব হয়েছে তাও বুঝেছি, এ শাস্তার কার্য্য; স্ত্রী হত্যা ক'রতে নেই, সে পাপিনীকেও আমার রাজ্য হ'তে দূর ক'রে দিক, আর ও কুলপাংশুল চক্ষুশূল দুটোকে এখনি বিনাশ করুক। আমি রাজা, আপামর সাধারণের প্রতি আমার সমভাবে দৃষ্টি থাকা ও সমভাবে শাসন করাই উচিত। তাদের এখানে আন্‌তে বলাই অনুচিত হয়েছে, একেবারে হত্যালয়ে পাঠানই উচিত ছিল।

বদ্ধ বিজয় বসন্তকে লইয়া নগরপালের প্রবেশ।

ন, পাল। মহারাজ! এই দেখুন বিজয় বসন্তকে রাজ-সম্মুখে এনেছি।

বসন্ত। বাবা! দেখুন ঐ বেটা রাত্রে আমাদের বেঁধেছে, সারা রাত্রি কেঁদেছি,কত ব'লেছি আমাদের খুলে দিলে না, এই দেখুন, হাতে দিয়ে রক্ত পড়েছে! বাবা! আবার ও বেটা আমার পানে তাকাচ্ছে, আমার

বড় ভয় হ'চ্ছে, আপনি আমাকে কোলে করুন, তা হ'লে আর ও আমার কাছে আস্তে পারবে না, আমাকে কোলে করুন। (কোলে উঠিতে উদ্যত)

রাজা। (বসন্তের হাত ধরিয়া দূর করিয়া) দূর হ দুর্বৃত্ত, আর তোদের মুখ দেখ্‌বোনা। (নগরপালের প্রতি) ওরে নগরপাল! শীঘ্র এ দুটোকে হত্যালয়ে লয়ে গিয়ে পাপজীবনদ্বয়ের শিরশ্ছেদন করগে, আর আমাকে যেন ও পাপাত্মা দুটোর নাম পর্য্যন্ত না শুন্তে হয়।

বিজয়। (রাজার চরণ ধরিয়া) পিতঃ! আমরা এমন কি কঠিন অপরাধ ক'রেছি যে, জন্মের মত আমাদের নগরপালের হস্তে অর্পণ ক'চ্ছেন; আমরা ত কোন অপরাধ করিনি, বিমাতা কেবল শত্রুতা ক'রে আপনার কাছে আমাদের গ্লানি ক'রেছেন, নতুবা আমরা ত তাঁকে গর্ভধারিণীর ন্যায় পূজা করি, আমাদের মা নাই, তাঁকেই মা ব'লে মাতৃশোক দূর ক'রেছি, আপনি কেবল এক মুখের কথায় ঐরূপ ক্রোধান্বিত হ'য়ে আমাদের প্রাণ দণ্ডের অনুমতি দিচ্ছেন, আমরা ত তাঁকে কোন অযত্ন করি নাই। পিতঃ! আমাদের ক্ষমা করুন।

রাজা। কি ক্ষমা?—কখন না! তোরা যে এমন দুরাত্মা হবি তা যদি আগে জান্তেম তা হ'লে কি এতদিন লালন পালন জন্য আমাকে কষ্ট ভোগ কর্ত্তে হ'তো, জন্মক্ষণেই তোদের জীবনান্ত কর্ত্তেম। এত অধর্ম্ম, এত অত্যাচার, এ দেখে যদি আমি ক্ষান্ত হই, প্রজাপুঞ্জে আমাকে কি ব'লবে? রামচন্দ্র প্রজারঞ্জন জন্য স্বীয় গর্ভবতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ ক'রেছিলেন। (নগরপালের প্রতি) ওরে নগরপাল! এখনও এ নরাধমদ্বয়কে আমার সম্মুখে রেখেছিস্, এদের যত দেখ্‌ছি, ততই আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হ'চ্ছে, এদের হত্যালয়ে গমন পক্ষে বিলম্ব হ'লে এই ক্রোধানলে তোরা পর্য্যন্ত দগ্ধ হবি!

বিজয়। পিতঃ! ভাল, আমিই যেন আপনার নিকটে অপরাধী, বসন্ত কি অপরাধ ক'রেছে? ও যে এপর্য্যন্তও ভাল ক'রে খেতে শেখে নাই, কেমন ক'রে বস্ত্র পরিধান কর্ত্তে হয় তা জানে না, আপনি পিতা হ'য়ে

কোন্ প্রাণে ওর প্রাণদণ্ডে অনুমতি দিলেন! বসন্তের মুখ দেখে কি কিছু মাত্র দয়া হ'চ্ছে না? যে বসন্তকে দিবা নিশি বক্ষে ধারণ ক'রে থাক্‌তেন, যার চক্ষের জল দেখ্‌লে আপনার অসুখের সীমা থাক্‌ত না, যার পীড়া হ'লে নিয়ত নিকটে থেকে সুবৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসা করাতেন, দৈবকার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাক্‌তেন, আজ তারি জীবন বিনাশের জন্য স্বয়ং অনুমতি দিচ্ছেন! সে সদয় হৃদয় এখন কোথায় গেল? আমাকে হত্যা ক'র্‌তে অনুমতি দিয়েছেন তাহাতে হানি নাই, আমি আপনার শ্রীচরণ ধারণ ক'রে ব'ল্‌ছি, বসন্তের জীবন ভিক্ষা দেন, কেবল বসন্তের জীবন ব'লে কেন ঐ সঙ্গে সঙ্গে আপনার চিরকলঙ্কে ভিক্ষা দেন, কলঙ্ক ব'লেই বা কেন, আপনার পরিণামনষ্টকারী অধর্ম্মকে ভিক্ষা দেন।

রাজা। ওরে পাপাত্মা! আমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না, তোরা যত ধর্ম্মাবলম্বী তা কার্য্য দ্বারাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হ'য়েছে। তোদের পুত্র ব'লে জনসমাজে পরিচয় দিলে আমার কলঙ্ক রাখ্‌বার স্থান হবে না, তোদের জীবনান্ত হ'লে কেবল আমার নয় পৃথিবীরও অনেক ভার লাঘব হবে। (নগরপালের প্রতি) নগরপাল! দেখ্‌ছিস্ কি, শীঘ্র এ দুটোকে হত্যা ক'রে এদের রক্তাক্ত মুণ্ড মহিষীকে দেখিয়ে আয়, নতুবা আজ তোদের প্রাণ দণ্ড ক'র্‌বো।

ন, পাল। মহারাজ! এদের মশানে কাট্‌বো, না জয়কালীর কাছে উৎসর্গ ক'রে বলি দেব?

রাজা। পাপাত্মাদের দেহ জয়কালীকে উৎসর্গ করা উচিত নয়, তবে যখন জয়কালীর নাম ক'রেছিস্, তখন আর অন্য স্থানে হয় না, উৎসর্গে প্রয়োজন নাই, তাঁর সম্মুখে জয়কালী জয়কালী ব'লে বলি দেগে।

ন' পাল। যে আজ্ঞা।

বিজয়। পিতঃ! তবে জন্মের মত বিদায় হ'লেম, এই আশীর্ব্বাদ করুন, যদি আমরা স্বপ্নেও বিমাতার প্রতি অসদ্ব্যবহার ক'রে থাকি, তবে যেন কীট সমাকীর্ণ পুরীষময় নরকে চিরকাল আমাদের বাস হয়, নতুবা যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্রাঘাতে জীবন ত্যাগ ক'র্‌লে যে গতি লাভ করেন,

আমরাও যেন সেই গতি প্রাপ্ত হই, আর জগন্মাতা কালিকা যেন নরাধমদ্বয়কে শ্রীপদে স্থান দেন। (বসন্তের প্রতি) ভাই বসন্তরে! জন্মের মত পিতাকে প্রণাম কর, (নয়ন মার্জ্জন) আমরা যদি পাপাত্মাই না হব, তবে মা আমাদের ফাঁকি দেবেন কেন!

বসন্ত। বাবা! প্রণাম করি, তবে চল্লেম, দাদা যেতে ব'ল্‌ছে।

রাজা। নগরপাল! তুই বেটা ত বড় আহাম্মক, এখন কি মুখ তাকা-তাকি ক'চ্ছিস, শীঘ্র নিয়ে যা, যা—শীঘ নিয়ে যা, বলি দিয়ে আমাকে সমাচার দিবি।

গীত।

যা যা বলি দেরে দুটো পাপ জীবনে।
ওদের নাম না হয় যেন শুন্তে শ্রবণে॥
বিনা ওদের জীবনান্ত, হবে না রে চিত্তশান্ত,
যত দেখি তত জ্বলি অবিশ্রান্ত, ক্রোধ আগুনে॥

ন, পাল। যে আজ্ঞে চল্লেম। (বিজয় বসন্তকে লইয়া গমন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কালীবাড়ীর নিকটবর্ত্তী পথ।

নগরপাল ও বিজয় বসন্তের প্রবেশ।

বসন্ত। হারে! আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্?

ন, পাল। এবার যমের বাড়ী।

বসন্ত। মা যেখানে আছে? চল চল, দাদা! চল যমের বাড়ী যাব, মাকে দেখাব যে নগরপাল আমাদের বেঁধেছে, তা'হলে ও বেটার য হবার তা হবে। দাদা! আমিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

বিজয়। বসন্তরে! তোর আয়ি বুঝি এতক্ষণ সেখানে গিয়েছে। আমাদের দশা দেখে, আর নিজের বন্ধন যাতনায় সে যে এখন বেঁচে আছে বোধ হয় না। (রোদন)

বসন্ত। দাদা। কেঁদ না, শান্তা আয়ি কখন আমাদের ফেলে যায়নি, সেই ঘরে বাঁধা আছে, চল আমরা আয়ির কাছে যাই। ওরে নগরপাল! আগে আমাদের আয়ির কাছে নিয়ে চল।

ন, পাল। আর আয়ির কাছে যেতে হবেনা, এখন যেখানে যাচ্ছ সেইখানে চল।

বসন্ত। নগরপাল! তোর পায়ে ধরি, আমাদের শান্তা আয়ির কাছে নিয়ে চল্, আমি একবার আয়িকে দেখ্‌বো।

দুখে। আরে বাবা! একবার নিয়ে চল না কেন, সে ত আর ধ'রে রাখ্‌তে পারবেনা, ছেলেমানুষ ব'ল্‌ছে, আহা! একবার জন্মের মত দেখা ক'রবে, তাও দিবিনে, রাজদণ্ডে প্রাণদণ্ড হ'লেও তাকে জিজ্ঞাসা করে "কি খাবে, কি নেবে, কি দেখ্‌বে।" এত কঠিন হ'স্‌নে একবার নিয়ে চল্।

ন, পাল। আচ্ছা চল।

পট পরিবর্ত্তন।

শান্তার অন্ধকারাবৃত গৃহ।

বন্ধন দশায় শান্তা আসীনা ;—বিজয় বসন্তাদির প্রবেশ।

বসন্ত। (উচ্চৈঃস্বরে) আয়ি! ও আয়ি, আয়িগো—

শান্তা। কে রে বসন্ত! ভাই এখন বেঁচে আছিস, হারে! আবার কি তুই এসে আমাকে আয়ি ব'লে ডাক্‌ছিস, ভাইরে! বসন্তরে! আমি আঁধার ঘরে আছি, বিধাতা আমাকে আঁধার জগতে রেখেছেন, আমি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে; হাঁরে! তোর সে চাঁদ মুখখানি কই? ভাই! তোর দাদা বিজয় কই?

বিজয়। আয়ি! তোমার দুরাত্মা বিজয় নগরপালের কঠিন পাশে বদ্ধ হ'য়ে এই খানেই আছে। আয়িগো! কেন তুমি আমাদের লালন

পালন ক'রেছিলে, আমাদের যত্ন ক'রেইত তোমার এই দুর্গতি, আমাদের রক্ষা ক'র্‌তে গিয়ে নৃশংস নগরপালের করে তুমিও বদ্ধ হ'লে, আয়িগো! এতদিন দুগ্ধ দিয়ে কাল সর্প পুষেছিলে, আজ তোমায় সেই পালিত বিজয়-রূপ কাল ভুজঙ্গে দংশন ক'রেছে, আর বাঁচ্‌লে না, আয়ি! আমরা ত ম'লেম, তোমাকেও মেলেম, পূর্ব্বে তুমি আমাদের চিন্তে পার নাই, কিন্তু আমরা যে কালসর্প তাহা বিমাতা চিন্তে পেরে বিনাশোদ্যত হ'য়েছেন। আয়ি! আর আমাদের জীবনের আশা নাই। (রোদন)

বসন্ত। দাদা! কাঁদ্‌চো কেন, চল মার কাছে যাই, ও আয়ি! আয় আমরা মার কাছে যাই।

শান্তা। হা ভাই বসন্ত! তোর মা কোথায় আছে, তাই তার কাছে যাবি?

বসন্ত। কেন যমের বাড়ী, দাদা ব'লেছে; মা যমালয়ে গিয়েছে, এখনি নগরপাল বল্লে যমের বাড়ী যেতে হবে, সেই খানে গেলেই ত মাকে দেখ্‌তে পাব, আর আমাদের কাঁদ্‌তে হবে না।

শান্তা। হা কৃতান্ত! এমন ছেলেকেও কি মাতৃহীন কল্লে? হা ধিক্! হা স্ত্রৈণ জয়সেন! তোমার যে পুত্র যমালয় কাকে বলে চেনে না, তারি কি না এই দুর্গতি! শমন রে! বুঝলাম সত্য সত্যই সে সত্যবতী হেমবতী তোর বাড়ীতে নিয়ত পুত্রের জন্যে চীৎকার ক'রে রোদন ক'চ্ছে, তাতে তুই বড় বিরক্ত হয়েছিস্! তাই বুঝি এত তাড়াতাড়ি বিজয় বসন্তকে নিতে এসেছিস্! ওরে! যদি বিজয় বসন্তকেই নিস্, এ অভাগিনী শান্তাকে যেন ছেড়ে যাস্‌নে, তোর পায়ে ধরি, যম তোর পায়ে ধরি, এ যাতনা হ'তে তোর ঘরে অনেক সুখ। হায় হায়! মনে মনে কত আশা ছিল যে, বিজয় বসন্তের বিয়ে হবে, সেই সাধের বর ক'নেকে বরণ ক'রে ঘরে তুল্‌বো, তা না হয়ে আজ প্রাণের পুত্তলি বিজয় বসন্তকে মরণের হাতে বরণ ক'রে দিচ্ছি! আমি বুঝেছি, দুর্ম্মতি নরপতি এদের প্রাণান্ত ক'র্‌তে অনুমতি দিয়েছে; দুঃশীলা দুর্ল্লতার আশালতা ফলবতী হ'লো! সাপিনী দুর্জ্জয়মমী! তুই কি বিজয় বসন্তের বিনাশের জন্যই জন্মেছিলি? মহারাজের

কাছে কি আমার জীবনান্তের প্রার্থনা করিস্‌নি? আমার যে হাত পা বাঁধা, নড়্‌তে পাচ্ছিনে, নতুবা এতক্ষণ কি এ ছার জীবন রাখ্‌তেম? এততেও যখন প্রাণ গেলনা, তখন আর যায় না, যায় না প্রাণ যায় না। বুঝেছি, বিধাতা দুঃখ সৃষ্টি ক'রে আমাকেই একমাত্র তার আধার ক'রেছেন, নতুবা বাল্যকালে বিধবা হ'লেম, পরে যদি একটী গুণবতী সতীর আশ্রয় পেলেম, দারুণ যম তাও কেড়ে নিলে; সে ভাগ্যবতী যাবার সময় দুটী রত্ন দিয়ে ব'লে গেল,—অমূল্য ধন দিয়ে গেলেম, এ ধনের আর ক্ষয় হবে না, কই তা হ'লো কই,—দুর্জ্জময়ী ডাকিনী যে দুপুরে ডাকাতি ক'রে সে ধন কেড়ে নিলে। আমার কপালে সুখ থাক্‌লে ত! আমি যে ডাল ধরি সেই ডাল ভাঙ্গেরে, যে ডাল ধরি সেই ডাল ভাঙ্গে! (পতন)

বিজয়। ও কি হ'লো, আয়ির কি মূর্চ্ছা হ'লো! হা ভগবান! ক'ল্লে কি, আয়িগো! কেন এত মায়া বাড়িয়েছিলি? মা আমাদের যখন মায়া ছেড়ে চ'লে গেল, তখন তুই পরের মেয়ে হ'য়ে কেন আমাদের লালনপালন ক'রেছিলি? হায়! আমাদের হাত থক্‌তেও হাত নাই, আয়িকে যে ধ'র্‌বো তা ত পাচ্ছিনে, আয়িগো! তুই কি আগেই গেলি, আমরা তবে কার সঙ্গে যাব? (রোদন)

শান্তা। (চেতন) উঃ! পিতা যে এমন হয় কোথাও শুনিনি, স্বপ্নেও দেখিনি, যা হবার নয়, যা হয়নি তাই আজ দেখ্‌লেম। ধর্ম্ম কি নেই? যম! তুমি ত ধর্ম্মরাজ, তোমার কাছে ধর্ম্ম বিচার, তবে এসব দেখ্‌ছো কেমন ক'রে? আবার বাঁচ্‌লেম!

বিজয়। আয়িগো! আর কাঁদিস্‌নে, এখন ইষ্টচিন্তা ক'রে পরিণামের পথ পরিষ্কার কর, আমাদের কপালে যা হবার তা হ'লো, তুই মরে কি আমাদের বাঁচাতে পার্‌বি? আমরা পূর্ব্বজন্মের দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ ক'র্‌ছি, তুই ক'র্‌বি কি? আমাদের আর বাঁচাতে পারবিনে, আমরা তৈলাক্ত বস্ত্রে আবৃত হ'য়ে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পড়েছি, আর নিস্তার নাই।

শান্তা। ওরে নয়নতারা বিজয়, প্রাণপুত্তলি বসন্ত! তোদের চিন্তাই যে আমার ইষ্টচিন্তা, তোরা খেলেই যে আমার পরিতোষ হয়, তোরা ঘুমালেই যে

আমার বিশ্রাম, কিন্তু তোদের মরণে আমার মরণ হ'লো না কেন? এত আমার মরা নয়, মলেই যে বাঁচি, আর যে সয় না, বজ্রাঘাতে পর্ব্বত চূর্ণ হয়, অস্থি চর্ম্মের বুক ফাটলো না! তোরা গেলি, অভাগিনী শান্তা বেঁচে রইলো, তোদের বাঁচাবার আর যে কোন উপায় নাই। বিজয়! একটী কথা ব'লে দেই সেইটী করিস্, ভয়ে যেন ভুলিস্‌নে, নইলে এ সময় আর কোন উপায় নাই।

গীত।

আর বাঁচিবি কি বলে।
ফেলে গেছে তোর মা যখন অজলে অস্থলে ॥
শোন এক কথা বলি, ক'রে তোরে কৃতাঞ্জলি,
মশানে ডাক্‌বি কেবলি, দুর্গা দুর্গা ব'লে ॥

শান্তা। বিজয়রে! আমি শুনেছি বালকের প্রতি তাঁর বড় দয়া। শালবান রাজার মশানে শ্রীমন্ত উর্দ্ধমুখ হ'য়ে কেবল দুর্গা দুর্গা ব'লে ডেকেছিল, সেই বিরূপাক্ষ-বিলাসিনী বিপদ্‌বিনাশিনী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে এসে তাকে রক্ষা ক'রেছিলেন। ওরে! এ দুঃসময়ে তোদের মা নাই, এখন সেই জগতের মা বিনে আর কে রক্ষা ক'র্‌বে? তোর মার নাম হেমবতী, আর তাঁর একটী নামত হৈমবতী, তাঁর তুল্য দয়াময়ী আর নাই। ভাই! দেখিস্ যেন সেই দুর্গানাম ভুলিস্‌নে। ভাইরে! যদি অভয়ার কৃপা হয়, দেখিস্ ভাই আমি বন্ধনাবস্থায় থাক্‌লেম, সেই ব্রহ্মময়ীকে বলিস্ যে শান্তা নামে এইটী চিরদুঃখিনী রমণী বন্ধনাবস্থায় আছে। (রোদন)

বিজয়। আয়িগো! এত যে বন্ধন যাতনায় কষ্ট পাচ্ছিলেম, কিন্তু তোর মুখে দুর্গা দুর্গা শুনে আমার সে যাতনা অনেক গিয়েছে। আহা! যাঁর নাম শুনে যাতনা গেল, তাঁর নাম ক'র্‌লে না জানি কত সুখই পাব আয়ি! আর ও নাম ভুল্‌বো না; আয়িগো! যদি বন্ধনের আগে আমাকে দুর্গা নাম ক'র্‌তে বল্‌তিস, তা'হলে বোধ হয় কোন যাতনা পেতেম না!

আহা। দুই অক্ষরে এত সুধা আছে, তা ত আগে জানিনে ! দেবতারা অত কষ্ট পেয়ে সমুদ্র মন্থন ক'রে সুধা তুলেছিলেন কেন? দুর্গা নাম ক'র্তে পারেন নি? আমি এই দুর্গা নাম ধ'র্লাম, আর মরণ পর্য্যন্ত কেবল দুর্গা দুর্গা ব'ল্বো, দুর্গা দুর্গা বলতে বল্তে যদি প্রাণ যায় সেও ভাল কে দুর্গা—দুর্গা কোথায় থাকেন—দুর্গার কিরূপ রূপ কিছুই জানিনে কিন্তু সুমধুর নামটী শুনে মন যেন সুধার সাগরে সাঁতার খেল্ছে। (নগরপালের প্রতি) নগরপাল ! চল্ আর ডরাইনে, চল্ আর ডরাইনে, আমি দুর্গা নাম পেয়েছি, আমার আয়ির কাছে দুর্গা-নাম ছিল, আমি পেয়েছি, দুর্গা দুর্গা বল্। আয়িগো ! আমাকে যেমন দুর্গা দুর্গা ব'ল্তে ব'ল্লে, তুমিও তেমনি দুর্গা দুর্গা বল, আহা ! আজ আমি কি ধন পেলেম, আমার ঠিক বোধ হ'চ্ছে এই রত্নটী আমি হারিয়েছিলেম, আয়ি বিজয়ের ধন ব'লে যত্ন ক'রে রেখেছিলে, আজ আবার আমাকে দিলে ; দুর্গা দুর্গা দুর্গা। নগরপাল। তখন তত তাড়াতাড়ি, এখন বিলম্ব ক'র'ছো কেন, চল—দুর্গা দুর্গা। আয়ি ! তবে চ'ল্লেম, তোর কাছে দুর্গা নাম পেয়ে মনের আনন্দে চল্লেম। নগরপাল! তুইও একবার দুর্গা দুর্গা বল্, দেখ্ এখনি কত সুখ পাবি।

ন, পাল। আমি ও নাম ক'র্বো কেন, আমাকে কি কেউ কাট্তে যাচ্ছে তাই ও নাম ক'র্বো, আমি কি বুঝ্তে পারি নে, যাকে মশানে কাট্তে নিয়ে যায় সেই ঐ নাম করে শত্রু যে—সেই ও নাম করুক, আমার মরণ কালেও যেন ও নাম আমাকে শুন্তে না হয়, এখন এস, আমার খাঁড়ার কাছে কেউ নয়, যে নামই কর না কেন, খাঁড়ার কাছে কারু দাঁড়াবার সাধ্য নাই, এস।

বিজয়। ওরে আর খাঁড়া দেখ্লে ভয় করিনে, তোর অস্ত্রের ত কথাই নাই, স্বয়ং যম যদি এসে দণ্ড ধ'রে দাঁড়ান, আর আমি যদি দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকি, তাতে বোধ হ'চ্ছে যমের পক্ষে সে রব ভৈরব রব ব'লে বোধ হয়। যে পর্য্যন্ত দুর্গা নামের ধ্বনি যায়, সে পর্য্যন্ত কৃতান্ত দাঁড়াতে পারে না ; চল, ভাই বসন্তরে ! মশানে চল আর দুর্গা দুর্গা বল, আর ভয় কি !

বসন্ত। দুর্গা দুর্গা, দাদা! শান্তা আয়ি এল না?

বিজয়। ভাই! শান্তা আয়ি নাই এলো, শান্তা মাকে ত পেয়েছি, কেবল দুর্গা দুর্গা বল।

ন, পাল। এ দুটো খেপ্‌লো নাকি, মরনের আগে বিকার হয় এ দুটোর ঠিক তাই হ'য়েছে, এলো মেলো কত বক্‌ছে। ম'র্‌তে যাচ্ছেন আমোদ দেখ, এখন চল।—

[প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

কালী বাড়ী।

এইত কালীবাড়ী—ওরে! এখন ও কাপড় চোপড় গুলো ছাড়্, বলির মত কাপড় প'র্‌তে হবে।

বিজয়। নগরপাল! তোর যে বেশ করাতে ইচ্ছে হয় তাই করা, কিন্তু আমি দুর্গানাম ভুল্‌বো না,—দুর্গা দুর্গা।

ন, পাল। (স্বগত) ভোলায় গেলে সব ভুল্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) ছাড়্ কাপড় ছাড়্, (বস্ত্রত্যাগ করাইয়া বধ্য বেশ দেওন) ওরে! তোদের উচ্ছগ্‌গু ক'র্‌তে বারণ আছে, আয় হাড় কাটে ফেলে কাজ সারি, দুখে ধর্।

বিজয়। দুর্গা দুর্গা দুর্গা!

দুখে। ও বাবা! আমি ওদের ধর্‌তে পার্‌বো না, ওরা দুর্গা দুর্গা বল্‌ছে আর আমার বোধ হ'চ্ছে আমাকেই যেন কে কাট্‌তে আস্‌ছে। ওদের কেটে কুটে কাজনেই, এক কর্ম্ম কর,—দুটো শেয়াল কুকুর কেটে মহারাজকে রক্ত দেখাইগে, এদের ছেড়ে দে, দুদিক্ বজায় থাক্, নইলে এদের কাট্‌তে গেলেই একখানা কি হবে, গতিক বড় ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না।

ন, পাল। তুই বেটা কাপড়ে চোপড়ে অসামাল হ'স্‌নিত দেখিস্, বেটার ভয় দ্যাখ, কোন একটী কাজ ক'র্‌তে বল্লেই অমনি ওজর, মাইনে নেবার সময়ত খুব, দ্যাখ্ আমি একাই কাট্‌বো। (অসি নিষ্কাশন)

বিজয়। (কড়যোড়ে) দুর্গে—মা, দুর্গে—মা—কোটালের হাতে কি নিশ্চয় প্রাণ যাবে, মা! তবে যে আমি, ব'ল্লে বালকের প্রতি তোমার বড় দয়া কই দয়া হ'লো? মা! আমাকে কে যেন ব'ল্‌ছে, বিজয়রে! তুই দুর্গানাম ছাড়িস্‌নে, মা! আমিত দুর্গানাম ছাড়িনি, মা! এখন যেন জীবিত আছি, দুর্গানাম ক'র্‌ছি, দুর্গে! ঐ কোটালের তীক্ষ্ণ অসিতে দেহ হ'তে মস্তক ছিন্ন হ'লে সে ছিন্নমুণ্ডে কি দুর্গা দুর্গা বল্‌বে, মা! আমি তোমার রূপ কেমন তা জানিনে—তবে আশ্বিনমাসে আমাদের বাড়ীতে যে দুর্গাপূজা হয় তুমি কি সেই দুর্গা, মা! তাহ'লেত তোমার সিংহপৃষ্ঠে একপদ, আর অসুরশিরে একপদ, আমি শুনেছি সে অসুরকে তুমি কিছুতেই পরাভূত ক'র্‌তে পার নাই, সিংহ তাকে দংশন ক'র্‌ছে, নাগপাশে বন্ধন, কেশাকর্ষণ, বক্ষে শূলাঘাত, বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগ ক'র্‌ছ, এর একটী যন্ত্রণাও কেউ সহ্য ক'র্‌তে পারে না, কেবল তোমার পদ পেয়ে সে অসুর যে সব ভুলে গিয়েছে। ও মা দশভুজে! এ বিজয়কে কেন সেই রাঙ্গাপদ খানি দেও না, তা'হলেত কোটালের অস্ত্রপ্রহার যাতনা সইতে হবে না। অসুরেই সে পদ পায়, আর কি কেউ পায় না? যদি তা না পায়, আমিও ত এক অসুর, পিতা যখন অসুরবৃত্তি অবলম্বন করেছেন, তখন তাঁর ঔরসে জন্ম-গ্রহণ ক'রে আমি কি অসুর নই? দুর্গে! দুর্গে! পদ দেও মা! আমি তোমার স্তবাদি কিছুই জানিনে, আমার কাণে কাণে কে ব'ল্‌ছে, বিজয়রে! যাকে দুঃখে জানা যায় তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গমে ত্রাণ করেন তিনিই দুর্গা। দুর্গে! তবে আমি কি এ দুর্গমে ত্রাণ পাব না? দুর্গে! কে যেন তেজঃ-পুঞ্জ-কলেবর সাক্ষাৎ সূর্য্যদেবের ন্যায় জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ হ'য়ে দুর্গা নামের প্রতি অক্ষরের গুণ ব'ল্‌ছেন—

"দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মত॥
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

দকারে দৈত্য নাশ, উকারে বিঘ্ন নাশ, রেফে রোগ নাশ, গয়েপাপ

নাশ, আকারে শত্রু ভয় নাশ হয়! অভয়ে! তবে সম্পূর্ণ দুর্গা নাম ক'রে আমার ভয় যাচ্ছে না কেন? তারা! এ অনাথ বালকদ্বয়ের প্রতি কি তোমার দয়া হবে না, মা? তোমার দয়া হ'ক্ আর নাই হ'ক্, কিন্তু আমি দুর্গানাম ছাড়্‌বো না—দুর্গা! দুর্গা!

গীত।

তারা রাখ পদপ্রান্তে।
নিলাম শরণ শ্রীপদে, মরণ বিপদে,
রক্ষ মা মোক্ষদে মহেশকান্তে॥
তুমি গুণাতীতা, কি গুণাশ্রিতা,
গুণাগুণ পারি কি জান্তে।
তুমি হইয়ে স্বতন্ত্র, ভক্ত-পরতন্ত্র,
যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র বেদান্তে॥
গতিদা গায়ত্রী, জয়া জগদ্ধাত্রী.
জীবে মুক্তিদাত্রী অন্তে।
আমার নাই মা ভজন বল, ডাকি মা কেবল,
দুর্গা দুর্গা ব'লে কান্তে কান্তে॥
বিমাতার দ্বেষ, পিতার আদেশ,
বধ্য দেশ মধ্যে আন্তে।
শিবে বিষম সঙ্কট, মরণ নিকট,
কোটাল বিকট, সঁপে কৃতান্তে॥
বাধ্য নও শক্তিতে, বাধ্য নও যুক্তিতে,
যে পারে ভক্তিতে বাঁধ্‌তে।
তারে দাও মা সদগতি, আমি যে দুর্ম্মতি,
দুর্গা-নামে মতি হ'লো না ভ্রান্তে॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত।

দুর্গা ও বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া। দুর্গে! আজ আপনাকে দেখে বোধ হ'চ্ছে যেন বিশেষ কোন কারণে আপনি দুঃখিতা হ'য়েছেন, এ ভাব কেন হ'লো? মহামায়ে! মহেশ্বর কি কোন বিষয়ে আপনাকে তাচ্ছিল্য ক'রেছেন? তাইবা কিরূপে সম্ভব;—আপনি কালিকা রূপে রণক্ষেত্রে নৃত্য ক'রেছিলেন দেখে পাছে পায়ে বেদনা হবে ব'লে যিনি আপনাকে বক্ষে ধারণ ক'রেছেন—আপনি দক্ষালয়ে দেহত্যাগ ক'র্‌লে যিনি আপনার শব-শরীর স্কন্ধে ক'রে শোকোন্মত্ত হ'য়ে নৃত্য ক'রেছিলেন,—তারানাম শুন্‌লে যাঁর নয়নতারা প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়,—তিনি যে আপনাকে দুর্ব্বাক্য ব'ল্‌বেন বা অযত্ন ক'র্‌বেন, তাতো কোন রূপেই সম্ভব নয়। অভয়ে! নিজের অপরাধ ভেবে ভয়ে আমার শরীর কাঁপ্‌ছে, তাই কি এত বিষণ্ণ ভাব?—যদি তাই ঘ'টে থাকে, দয়াময়ি! দয়া ক'রে দাসীর দোষ মার্জ্জনা করুন, আর আমি যে অপরাধ ক'রেছি তাও বলুন, আপনার চিরানুগতা দাসীকে যন্ত্রণা দেবেন না।

দুর্গা। বিজয়ে! সে বিরূপাক্ষ কি কখন আমাকে অযত্ন করেন? আমি তাঁর গুণ বিশেষরূপে জানি ব'লেই তাঁকে পতিরূপে প্রাপ্তির নিমিত্ত গৌরীকালে গিরিগুহা মধ্যে গিয়ে শিবারাধনা ক'রেছিলেম। আমার পতির তুল্য পতি আর কি কারো হবে? আশুতোষ নাম কোন্‌ দেব ধারণ

ক'রেছেন? অর্থ সত্ত্বে কোন্ দেব সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ ক'রেছেন? কোন্ দেব মান অপমান সমান জ্ঞান করেন? "শিবায় নমঃ" ব'লে একটী মাত্র বিল্বপত্র তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ ক'র্লে তাঁকে আর অদেয় কিছুই থাকে না; এমন দয়ার সাগর আর কে আছে? লোকে দেব দেবীকে স্মরণ ক'র্তে হ'লে আগে দেবীর নাম বলে, যেমন সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ; কিন্তু আমাদের স্মরণ ক'র্তে হ'লেই শিবদুর্গা, হরগৌরী—কেন দুর্গাশিব বলে না? জীবে আমার প্রাণনাথ ভোলানাথের গুণ জেনেই ত আগে তাঁর নাম উচ্চারণ করে। সখি! ও পক্ষে আমার তুল্য ভাগ্যবতী আর কেহ নাই, নাথ আমাকে তাচ্ছিল্য ক'র্বেন, তা দূরে থাক্ বরং অন্যে কেহ আমাকে অশ্রদ্ধা ক'র্লে তিনি তাকে বিশেষ শাস্তি দেন। আর তোমরাই বা আমাকে অযত্ন ক'র্বে কেন? আমি কোন বিষয়ে তোমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা ক'র্লে ত তোমরা ক'র্বে, তা স্বপ্নেও ভেবো না, স্থাবর জঙ্গমাদির ছায়া যেমন চিরানুষঙ্গিণী, তোমরাও আমার কাছে তদ্রূপ। সখি! কি কারণে আমাকে যে এত উদ্বিগ্ন ক'র্‌ছে, তা ত বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, স্থিরও হ'তে পাচ্ছিনে, ইচ্ছে হ'চ্ছে এ স্থান হ'তে স্থানান্তরে যাই, কিন্তু যেতে পাচ্ছিনে, সখি! ব'ল্‌বো কি, ব'ল্‌তে গেলে হয়ত হাস্‌বে—কে যেন আমার হস্তপদ দৃঢ় ক'রে বন্ধন ক'রেছে, বস্ত্র দ্বারায় নয়নকে আবৃত ক'রেছে, প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে; সখি! কি হ'লো কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, এ যন্ত্রণা কি যাবে না? আমি ত জানি তোমার তুল্য বুদ্ধিমতী কেহ নাই, শীঘ্র এ যন্ত্রণার উপশমের উপায় স্থির কর, নতুবা আর কষ্ট সহ্য ক'র্তে পাচ্ছিনে, উঃ বড় যাতনা!

বিজয়া। উমে ওকি! সত্য সত্যই যে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লে, কই এখানে ত কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে যে তোমাকে বন্ধন ক'রেছে! যিনি স্বয়ং ভবযন্ত্রণাহারিণী, তিনি যাতনায় কাতর, এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা! জীবে বিপদাপন্ন হ'লে দুর্গা দুর্গা ব'লে বিপদ্ হ'তে মুক্তি লাভ করে, আজ মুক্তি-দাত্রীর বিপদ্, এখন কার নাম ক'রে মুক্তিকে লাভ ক'র্বে? তবে বদন যেমন বদনরস পান ক'রেই তৃপ্তিলাভ করে, দুর্গাও তেমনি দুর্গা

দুর্গা ব'লে বিপদ্ হ'তে ত্রাণ পান। আমরা ত জানি অনুপায়ের উপায়, বিপদের পরিত্রাণ, অসাধ্য ব্যাধির মহৌষধ কেবল দুর্গা নাম; যা কখন দেখিনি তা যখন দেখ্‌লেম, তবে যা কখন শুনিনি তা আর শুনতে বাকি থাকে কেন? বল, দুর্গে! দুর্গা দুর্গা বল, আমরা পরের মুখে দুর্গানাম শুনে যার পর নাই তৃপ্তি লাভ করি, আজ দেখি দুর্গার মুখে দুর্গানাম শুন্‌লে কি হয়। যার রচনা সে যদি বক্তা হয়, তবে শ্রোতার শ্রবণ পক্ষে বড় সুখোদয় হয়।

দুর্গা। সখি! ব্যঙ্গ ক'র্‌ছো, কিন্তু আমার যে যন্ত্রণা হ'য়েছে তা বুঝি আর ব'ল্‌তেও পারিনে, বাক্‌শক্তি রহিত হবার উপক্রম, উপায় ক'রতে পার ত বাঁচি, নইলে আর নিস্তার নাই।

বিজয়া। নিস্তারিণীর নিস্তার নাই, তবেত আর কারু নিস্তার নাই! তারাগো! বুঝেছি—আর কাকে ছলনা ক'র্‌ছো, তোমার যাতনা যাতে হয় তা ত জগজ্জনেই জানে। আহা! এত দয়া নইলে দয়াময়ী নাম হবে কেন? তারাগো! ছলনা পরিত্যাগ কর।

গীত।

বল না ছলনা কর কাকে।
আমি বুঝেছি গো তারা,
কোথায় কোন্ বিপদে ভক্ত তোমায় দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকে॥
অন্তর্যামিনী কয় জীবে যাকে, (মা কি অন্তরে তা জান নাই)
কোথা কি ঘটিল অন্যে কে তা ব'লে দেবে তাকে॥
জানি ওগো ভবরাণি, ভক্ত যে তোমার পরাণী,
তুমি বিনে ঠাকুরাণি, ভক্তে কেবা রাখে।
যদি ভক্তে দুঃখে প'ড়ে থাকে; (ত্রিতাপহারিণী ত্রিপুরা তারা)
ভক্তের তুমি বিনে কে আছে)
যাও ত্বরা করি ও শঙ্করি, উদ্ধার তারে বিপাকে॥

দুর্গা। সখি বিজয়ে! উত্তম অনুভব ক'রেছ, আমার ভক্তই ত বিপদে প'ড়েছে, আমার গমন পক্ষে ত অনেক বিলম্ব হ'লো সখি! তোমরা আমার সঙ্গে এস, আর বিলম্ব ক'র্‌তে পাচ্ছিনে।

বিজয়া। ভক্তমনোরঞ্জিনি! তোমার কোন্ ভক্ত কি বিপদে প'ড়েছে, তা কি শুন্‌তে পাব না? তবে আমরা কোথায় যাব?

দুর্গা। সহচরি! চিত্ররথ ও চিত্রধ্বজ নামে দুই গন্ধর্ব্বপতি আমার ভক্ত ছিল, তারা দ্বন্দ্বপ্রিয় মুনির শাপে পতিত হয়; আর আমার সখী নবলতিকা আমার ক্রোধে জয়পুরের রাজা জয়সেনের ভার্য্যা হয়, তখন তার হেমবতী নাম হ'য়েছিল, সেই হেমবতীর গর্ভে চিত্ররথ ও চিত্রধ্বজ জন্মগ্রহণ করে, এখন তাদের নাম বিজয় আর বসন্ত। সখি! নবলতিকাও শাপান্ত হ'য়ে আমার কাছে এসেছে, সে চিত্ররথ চিত্রধ্বজের ত এখনও শাপান্ত কাল উপস্থিত হয়নি, তারা এক্ষণে বিমাতার কোপে পতিত হ'য়ে জয়সেন কর্ত্তৃক মশানে নীত হ'য়েছে, নগরপাল তাদের বন্ধন ক'রে প্রাণদণ্ড ক'র্‌তে উদ্যত, আমার বিজয় বসন্ত একান্ত ভীত হ'য়ে রোদন ক'র্‌ছে আর অবিশ্রাম দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাক্‌ছে। সখি। যদি এখন তারা আর যাতনা পায়, তাহ'লে যে দুর্গা নামে কলঙ্ক হবে! চল চল, শীঘ্র জয়পুরে চল।

বিজয়া। ভবভাবিনি! আমরা ত যাবই, কিন্তু আপনার নবলতিকা কি ক'র্‌ছে? ছেলেকে কাট্‌তে যাচ্ছে, তার ত সে পক্ষে ভ্রূক্ষেপ নেই, ধন্নি মেয়ে যা হ'ক্, আমি একবার তাকে ডাকি; (উচ্চৈঃস্বরে) কোথা নবলতিকে—

নবলতিকার প্রবেশ।

নব। বিজয়ে! আমাকে ডাক্‌ছো কেন? (দুর্গার প্রতি) ওমা দুর্গতিহারিণি দুর্গে! দাসী আপনাকে প্রণাম ক'র্‌ছে, কৃপাকটাক্ষে কৃতার্থ করুন।

বিজয়া। বলি হাঁ বোন্! কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছিস্? বলে "যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়সির ঘুম নেই" তোরও ঠিক

তাই দেখ্‌ছি। হাঁলা? তোর ছেলেদুটোকে কা'টতে যাচ্ছে আর তুই নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছিস্, ধন্নি তোর প্রাণকে। ওমা আমরা হ'লেত কেঁদে কেঁদে ম'রতেম।

নব। হাঁ বিজয়ে! তোর কথা শুনে অবাক্ হ'লেম, ঐ একটা কথায় বলে, "মা না বিয়োলো বিয়োলো মাসী, ঝাল খেয়ে ম'লো পাড়া প্রতিবাসী," তুই যে তাই ক'রলি। হালা! আমার আবার ছেলে কবে হ'লো, ছেলে কোথায় লো?

বিজয়া। ও আমার পোড়া কপাল, সব পাঁকে পুতেছিস্! ওমা কি হবে, কোথায় যাব! হাঁলা! ব'ল্লি কি, মনে ক'রে দেখ্ দেখি, ব'ল্‌বো —জ—য়—য়—য়।

নব। হাঁলা! ক্ষেপ্‌লি নাকি, জয় কি হ'লো, জয় কোথা?

বিজয়। জয় কোথা—জয়পুরে। হাঁলা! জয়ও ভুলেছিস্, পুরও ভুলেছিস্? এখন গলার কাঁটা নেমেছে কিনা, তাই আর বিড়ালকে মনে প'ড়্‌ছে না।

দুর্গা। সখি! আর রহস্যে কাজ নেই, আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সখি নবলতিকে! মনে পড়ে কি? জয়পুরে রাজা জয়সেনের ভার্য্যা হ'য়েছিলে, সেই রাজার ঔরসে তোমার গর্ভে দুটী সন্তান হ'য়েছে, বড়টীর নাম বিজয়, ছোটটীর নাম বসন্ত, পরে তোমার শাপান্ত হ'লে তাদের ফেলে আমার কাছে এসেছ, মনে ক'রে দেখ দেখি!

নব। ঠাকুরাণী! হাঁ এখন আমার স্মরণ হ'লো।

বিজয়া। আমি ভাব্‌ছিলাম পাছে আবার সাক্ষী সাবুদ চাই, তা যাহ'ক্ কবুল ডিক্রি ত পাওয়া গেল!

নব। ওলো! তুই ভাই চুপ কর, (দুর্গার প্রতি) অভয়ে! তা কি হ'য়েছে বলুন।

দুর্গা। সখি! সেই রাজা জয়সেন তোমা অভাবে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ ক'রেছে, এখন তোমার বিজয় বসন্ত সেই পাপিনী বিমাতার দ্বেষে পতিত হ'য়ে রাজা কর্ত্তৃক নগরপাল দ্বারা মশানে নীত হ'য়েছে, তাদের প্রাণদণ্ড ক'র্‌বে, এখনি সেখানে যাও।

নব। জগত্তারিণি! তারা কি নীরব আছে!

দুর্গা। না নীরবে থাক্‌বে কেন, নগরপাল তাদের প্রতি যত অত্যাচার ক'র্‌ছে, ততই তারা দুর্গা ব'লে ডাক্‌ছে।

নব। মহেশমোহিনি! তবে আর দাসীকে সে মায়াতে মুগ্ধ হ'তে ব'ল্‌ছেন কেন? তারাত মাতৃহীন হয়নি, তারা তাদের মা আছেন; তারা যে মার মা, জগতের মা, আপন মা অম্বিকাকেই ডাকছে, যার সন্তান তিনিই রক্ষা করুন। মা! আমিত তাব ভয় করিনে, যখন তারা দুর্গানাম শিখেছে, তখন তাদের মরণে কি রণে কোন চিন্তা আছে কি? এ নাম তাদের কে শিখালে? এমন বন্ধু সেখানে কে আছে? ও সুরেন্দ্রপালিকে গিরি-বালিকে! তুমি সেখানে যাও আর না যাও, তাদের প্রতি কৃপা ক'রো, শয়নে স্বপনে কি ভবনে বনে কি কোন স্থানে কখন যেন তারা দুর্গানাম ভোলে না। আর যে তাদের দুর্গানাম দিয়েছে, মা তার প্রতিও করুণা ক'রো।

দুর্গা। সখী! সে যে তোমারই সহচরী শান্তা; আহা! বিজয়বসন্তকে রক্ষা ক'র্‌তে গিয়ে সে দুঃখিনীও বন্ধনাবস্থায় আছে।

নব। মহামায়ে! আর মায়া বাড়িয়ে দেবেন না,—মা! এতদিন যে আমি বেশ ছিলাম, আবার আমার একি হ'লো, তাদের দুঃখ শুনে বুক যে ফেটে যাচ্ছে, যদি শান্তা বন্ধনাবস্থায় আছে তবেত বাছাদের কাছে কেউ নেই, যারা আছে সকলেই বিপক্ষ;—দুর্গে! দুঃখহারিণি তারিণি! কি হবে মা? আমাকে যেতে ব'ল্‌ছেন, আপনার কি দয়া হবে না?

দুর্গা। সখি! কেঁদ না, তোমার চিন্তা কি? একে তোমার পুত্র, তাতে আবার তারা দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাক্‌ছে, তাদের আঘাত করে এমন ব্যক্তি কে আছে? নরের কথা দূরে থাক্‌, সুরাসুর এসে তাদের প্রতি অত্যাচার ক'র্‌তে পার্‌বে না। আমি চল্লেম, তোমরাও রূপান্তর গ্রহণ ক'রে এস, কেঁদ না।

(গীত।)

তুমি কেঁদ না কেঁদ না সখি বিরস অন্তরে।
এই চলিলাম অভয় দিতে বিজয়বসন্তরে॥

তাদের দুঃখ নাশিব সত্বরে,
(তাদের যাতনায় প্রাণ কাঁদে সখি)
(তাদের বাঁধায় বাঁধা পড়েছি)
বল, কে মারে তোমার কুমারে ভুবন ভিতরে ॥
তাদের দুঃখ গিয়েছে অন্তরে
(সখি ভয় কি আর—ভেব না হে)
(আমার নাম ক'র্‌লে তার বিপদ্ নাই)
যখন দুর্গা দুর্গা ব'লে তারা ডেকেছে কাতরে ॥
আমার প্রাণ কাঁদে ভক্তের তরে,
(আমার কার্ত্তিক গণেশের ন্যায় তারা)
(তারা তোমার এ তারার ধন)
তুমি জান না কি মশানেতে রাখি শ্রীমন্তেরে ॥

নব। জগদম্বে! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, চলুন।

দুর্গা। আমি সেখানে গিয়েছি, যখন তারা দুর্গা দুর্গা ব'লে ডেকেছে আমি তখনই গিয়েছি, তোমরা আমার দেহমাত্র দেখ্‌ছো।

বিজয়া। তবে আমরাও যাই, রাজা জয়সেন কেমন ফাঁকি দিয়ে ছা বের ক'রে নিয়েছে দেখিগে, আয় ভাই নবলতিকা আয়, আবার যেন পোড়া-মুখো ভাতারের মুখ দেখে ভুলে যাস্‌নে, বাপ হ'য়ে ছেলেকে কাট্‌তে বলে এমন বাপের মুখে আগুন!

নব। ওলো! সতিনীর দ্বেষ এমনি দ্বেষ জানিস্, আমি সে দেহ ছেড়ে এখানে এসেছি, পুত্র দুটী আছে, পোড়া-কপালী দুর্জ্জময়ী সতিনীর ছেলে ব'লে রাজার কাছে মিথ্যা ক'রে লাগিয়ে এই সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে ব'সেছে! আগে যাই ত, সে পোড়া-মুখীকে দেখ্‌বো, আর তার দাসী আঁটকুড়ী দুর্ল্লতাকেও দেখ্‌বো, চল; (দুর্গার প্রতি) ওমা! তবে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কালী বাড়ী।

রক্তবস্ত্র পরিধান, রুদ্রাক্ষমালা গলে, রক্তচন্দনাক্ত কলেবরে দেবলের প্রবেশ।

দেবল। (স্বগত) কালী—কালী—কালী বল, তারা ত্রিতাপহরা মা—শিবে শিবসুন্দরি শঙ্কা-নাশিনি, শ্মশানবাসিনি! মা—তোমার দয়াতেই বেঁচে বেড়াই মা; বিনা উৎসর্গে বিজয় বসন্তকে কাটতে দিয়েছিল, ফাঁকে পড়েছিলাম আর কি। ভাগ্যে পূজা সেরে শীঘ্র রাজার কাছে গিয়ে জানালাম, তাইতে উৎসর্গের হুকুম হ'লো। কত ফাঁকি, কত সিদ্ধান্ত। বাবা, মনে ক'র্লে না পারি কি? রাজাকে ব'ল্লেম যে, মহারাজ ক'রেছেন কি, সর্ব্বনাশ ক'রেছেন। এই কথা ব'ল্তে না ব'ল্তে সভাশুদ্ধ লোকের তাক লেগে গেল, জাঁক্ ক'রে ব'স্লাম, নাক মুখ দিয়ে কথা না বেরুলে কি পশার রাখ্তে পারা যায়? এ মেনি-মুখোর কাজ নয়। রাজা ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'র্লেন "চক্রবর্ত্তী মহাশয়, হয়েছে কি? আমি বিজয় বসন্তকে কাটতে ব'লেছি, তাই কি কোন সর্ব্বনাশের ঘটনা উপস্থিত হ'লো?" আমি হাসতে হাসতে ব'ল্লাম 'দুর্গা বল, তা কেন, সে ত উপযুক্ত আজ্ঞাই হ'য়েছে। বিনা উৎসর্গে নরবলি? বলি বিনা উৎসর্গে নরবলি? উৎসর্গ না ক'রে নরবলি দিলে যে নরক হয়, বিশেষ তারা আপনার পুত্র, উৎসর্গ না হ'লে যে পুত্রহত্যার পাপ হবে; আবার শুন্লেম বিজয়ের রক্তাক্ত মুণ্ড রাণীকে দিতে হবে, বিনা উৎসর্গে তিনি সে বৃথা মাংস গ্রহণ ক'র্বেন কেমন ক'রে? আরও শাস্ত্রসম্মত বিনা উৎসর্গে দেব দেবীর নিকটে বলি দিতেই নেই।' বারংবার বিনা উৎসর্গে ব'ল্তে ব'ল্তেই মহারাজ অমনি ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে বল্লেন, 'দেখুন দেখুন—এতক্ষণ বুঝি বলি হ'য়ে গেল, বারণ করুন বারণ করুন,

উৎসর্গ ক'রে দেনগে, তার পর বলি, পট্টবস্ত্র আভরণাদি যা কিছু আবশ্যক, আমার কোষাধ্যক্ষের নিকট হ'তে গ্রহণ করুন গে।" এইত বাবা! ফিকির না ক'রতে পাল্লে ত এখনি দুযোড়া চেলির কাপড়, সোণার হার বালা, মাথার মুকুট, সব নষ্ট হ'য়েছিল! বাবা পুরুত জাতের ফিকির না থাক্‌লেই ফকির, ছোলাটা কলাটায় আর কত হয়, এই সকল দাঁও। আমি যদি বলি বিজয়-দের কাটলে সর্ব্বনাশ হবে, তা হ'লেও বোধ হয় ওদের বলির হুকুম রদ হ'তো, তা আমি কি বারণ করি, পুরুত জেতের পাওনা নিয়ে কথা, সে বেটারা মরুক আর বাঁচুক আমার তাতে ফল কি, বরং বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল, আদ্য শ্রাদ্ধতে তিলকাঞ্চন হ'লেও কিছুখানা ফল ধরে। যা হ'ক্, কালী আজ খুব কুলিয়ে দিয়েছেন, ভুগিয়ে অনেক গুলো টাকার মাল বের ক'রেছি, এখন শীগ্‌গির শীগ্‌গির উৎসর্গটা ক'রে দেইগে। যাই, কালীর মন্দিরের দ্বারটা খুলিগে,—যাই, জয়কালি জয়কালি, ইচ্ছাময়ি সকলি তোমার ইচ্ছা। তারা—তারা—তারা, আঃ কি মুখ-ভরা নাম, আজ তেমনি পেটভরা কাম, কালী তারা—কালী তারা। কালীর মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক যোড় করে) জগদম্বে! মা তোমার মহিমা কে জানে, যাকে দেও সেই পায়, যার প্রতি তুমি বিমুখী সেই অসুখী।

গীত।

যারে দিয়েছ কিছু গিরিসুতে।
সে ত পায়, তোর কৃপায়, সদা মনের সুখে খেতে শুতে॥
নিত্য দেই মাষভক্ত বলি,
তারা তাই ব'লে কি বার মাস গায়ে রইল নামাবলি,
আজতো নরবলি, বলি কেবলি,
তারা শাল যেন পায় তোর শিশুতে॥

চেথে। (স্বগত) তা শাল পাবে, এরা বাঁচ্‌লেও পাবে, না বাঁচ্‌লেও পাবে।

দেবল। না আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আচমন ক'রে ব'সে যাই ; আচমনের বোতলটা গেল কোথা, আমরা শাক্ত বামাচারী, আমাদের ত কোশা কুশীতে আচমন হয় না ; "পাত্তর"—আমি কম পাত্তর নই, তিন বার আচমনে তিন পাত্তর ; কই সেটা কোথায় গেল, ভয়ে লুকিয়েছেন না কি, মা "সুধা", ইনি কি লুকাতে পারেন, বরং মোহিনী হ'য়ে কেউ হরণ ক'ল্লেও ক'র্‌তে পারে, তা দিনের বেলায় আর কোন্ মোহিনী আস্‌বেন ! এই যে মা আমার টল্ টল্ ক'র্‌ছেন, এস উদরে রাখি, বাইরে আছেন ব'লে কত চঞ্চল, (পাত্র গ্রহণ ও একবার পান) তারা শিবসুন্দরি ! শোধন করাই আছে, (দ্বিতীয় বার পান) কবার হ'লো, আচমন তিন বার ক'র্‌তে হয়, বুঝি একবার হ'য়েছে, আর দুবার, আচমনের বার মনে থাকে না ; এবার উপর্য্যুপরি দুবার (দুইবার পান) ; আগে কি একবার হয়েছিল না দুবার, যদি দুবার হ'য়ে থাকে তা হ'লে সবশুদ্ধ কবার হ'লো ? দূর হ'ক্ অত গোণা গুণিতে কাজ নেই, এবার একেবারে তিন বার, (পান) এক (পান) দুই, (পান) তিন, তবু একটু থাক্‌লো যে, উহুঁ, এটুকুও হ'য়ে যাক্, (পান) জয়কালী জয়কালী, সুধা খাই বটে মা, কিন্তু জিব এড়ায় না, মন্ত্রে ভুল হয় না, তবে নরবলিটে কখন দিইনি, তা কালী ব'লে নিবেদন ক'রে দেই, খেতে হয় খাও না হয় না খাও, আমার কাজ হ'লেই হ'লো ; বাজা রে বাজা বাজা, নিয়ে আয়রে ও দুটোকে নিয়ে আয়, নিয়ে আয়।

বিজয়বসন্তকে আনয়ন।

দেবল। স্নান করান হ'য়েছে ?

ন, পাল। একটু গঙ্গাজল ফেলে দিয়ে কাজ সেরে নিন্ না, আর কুচো নৈবিদ্দি থাকেতো খেতে দিন্।

দেবল। বেশ ব'লেছিস্, রাজবাড়ীতে থেকে সকলেই পণ্ডিত।

পূজারম্ভ ;—ঘণ্টাবাদ্য, শঙ্খধ্বনি, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উৎসর্গ সমাপ্ত।

নেরে খাঁড়াকে, (খাঁড়া প্রদান ও নগরপালের খাঁড়া গ্রহণ) (সকলে তারা— তারা—জয়কালী—মা মা শব্দে বিজয়বসন্তকে বলিস্থানে আনয়ন) তারা—তারা!

বিজয়। (করযোড়ে) তবে নিশ্চয়ই এইবার জীবনান্ত হ'লো। কই আমি যে শাস্তা আয়ির কথায় কেবল দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকছি, দুর্গার কি দয়া হ'লো না? আমিও দুর্গা ব'লছি, দেবল ঠাকুরও দুর্গা ব'লছেন, যারা আমাকে বিনাশ ক'রবে, তারাও তারা তারা ব'লছে, তারা যে কার বাসনা পূর্ণ ক'রবেন তা কেমন ক'রে ব'লবো? তিনি যার বাসনা পূর্ণ করুন না কেন, আমি ত দুর্গানাম ছাড়বো না, এখন যেন দয়া ক'রলেন না, কিন্তু অন্তে ত ফাঁকি দিতে পারবেন না, তা হ'লে যে সকলি মিথ্যা, সে অকলঙ্ক নামে যে কলঙ্ক হবে, কেবল যে আমাকে শাস্তা আয়ি দুর্গানাম ক'রতে ব'লেছেন তা ত নয়, আমি আকাশবাণীতেও শুনেছি, দুর্গানাম ভুল না; দুর্গানামের মাহাত্ম্যও শুনেছি। (বসন্তের প্রতি) ভাই বসন্তরে! দুর্গা দুর্গা বল।

বসন্ত। দাদা! ভয়ে মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না, দুর্গা—দুর্গা।

বিজয়। ওমা মহেশ্বরমনোমোহিনি, মোক্ষদে, মঙ্গলচণ্ডিকে! মণিমণ্ডিতে! মশানে যে ম'লাম মা—বই মনোরথ পূর্ণ হ'লো না? এই দুষ্ট মনুষ্যগণ মধ্যে নিশ্চয়ই কি ম'রতে হবে? মাতঃ মাতঙ্গি? মর্ত্ত্যে তবে তোমার নাম আর কে ক'রবে? মাগো! যদি মরি তবে মহীমধ্যে লোকে কি ব'লবে?

হর-বক্ষ-বিহারিণি দক্ষ-সুতে।
পদ-মোক্ষ-প্রদায়িনি রক্ষ সুতে॥
যদি না করুণা তনয়ে করিবে।
সকলে সবলে কি বলে শুনিবে॥

সুখদে শুভদে জয়দে যশদে।
বিজয়ে বিজয়ে সুঁপ না বিপদে ॥
যদি এ সভয়ে অভয়ে রুষিবে।
সকলে সবলে কি ব'লে শুনিবে ॥

অজরা অমরা অমরাভয়দা।
তুমি তাপ বিলাপ বিনাশ সদা ॥
অসিতে অসিতে অরি ত বধিবে।
সকলে সবলে কি ব'লে শুনিবে ॥

মন আকুল মা কুলদায়িনি গো।
ভয়বারিণি শায়কধারিণি গো ॥
চিরকাল কলঙ্ক ভবে রহিবে।
সকলে সবলে কি ব'লে শুনিবে ॥

মা! আমি কি তোমার স্তব জানি, তাই স্তবে তোমাকে তুষ্ট ক'র্‌বো, আমি ব'লে কেন, তোমার স্তব কে ক'র্‌তে পারে? এমন গুণ কি আছে যা তোমাতে নাই, ত্রিগুণধারিণি। আমি বালক, ভাই বসন্ত নিতান্ত শিশু, কিছুই জানে না, বন্ধনাবস্থায় যোড়করে আছে, আর যাতনায় কাঞ্চে। দয়াময়ি। দয়া ক'রে একবার দর্শন করুন যে, বসন্ত আপনার দয়া প্রার্থনার জন্যই যোড়করে আছে, আর আপনার দেখা পেলাম না ব'লে রোদন ক'রছে। দয়াময়ি! দয়া কি হবে না? শত্রুভয় কি যাবে না? এ অভাগ্যজনেরা কি ত্রাণ পাবে না?

গীত।

কালি কালভয়বারিণি গো ! কুলকুণ্ডলিনি।

মূলাধারে চতুর্দ্দোলে তারা তুমি সর্পাকার,
শিবে শুস্তরে গ্রাসিয়ে নিদ্রা যাবে কত আর,
জাগ একবার, ডাক ডাকিনী তোমার,
আসে অসিতে হরিতে প্রাণ—ত্রাণকারিণি ॥

এস ষড়্দল মাঝে লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান,
যাতে রাকিণী নামেতে তোমার শক্তির অধিষ্ঠান,
পরে চল মণিপুরে, দশদলে নিপুরে,
তথা তব প্রিয়সখী আছেন শক্তি নাশিনী ॥

শক্তি কাকিনী যার দ্বাদশদল অনাহত,
এস বক্ষে চক্ষে দেখি আছি অনাহত,
পরে চল বিশুদ্ধে, ষোলদলের মধ্যে,
এই কণ্ঠপদ্মে আছে তোমার শক্তি শাকিনী ॥

শক্তি হাকিনী দ্বিদলে যার আজ্ঞাখ্য নাম,
শিবে ষট্‌চক্রভেদের এই পরিণাম,
তারা এই জ্ঞান স্থান, জ্ঞান ক'রেছে প্রস্থান,
অজ্ঞান হ'য়েছি যে ভবের ভাব দেখে জননি ॥

তারা ছয় পদ্মের ছয় শক্তি করিয়ে রঙ্গে,
ব্রহ্মরন্ধ্‌কার মধ্যে দিয়ে চল মা সঙ্গে,
মতির সহস্রদলে, আজ মিলন ছলে,
মিল পরমহংসে পরমহংসীরূপিণি ॥

বন্ধনাবস্থায় শান্তারূপে

দুর্গার প্রবেশ।

শান্তা। ভাই বিজয়! ভয় কি, ভয় কি, এই যে আমি তোর শান্তা আয়ি এসেছি, কাঁদিসনে ভাই কাঁদিসনে।

বিজয়। কে—শান্তা আয়ি এলি, আয়িগো! এই দেখ্ আমরা দুই ভাই বলির স্থানে উপস্থিত, তুই যে দুর্গানাম ক'রতে ব'ল্লি, কই দুর্গার ত দয়া হ'লো না? হাঁ আয়ি! কই বালকের প্রতি তাঁর দয়া কই? আমি ত দুর্গানাম ভুলিনি, ভুল্‌বোও না, এখন ব'ল্‌ছি দুর্গা, যখন হাড়কোটে ফেল্‌বে তখনও ব'ল্‌বো দুর্গা, যখন ছেদন জন্য অসি উর্দ্ধে উত্থিত হবে, তখন সকলে ব'ল্‌বে তারা, আমিও ব'ল্‌বো তারা, বৃষকেতুর কাটামুণ্ড যেমন হরি হরি ব'লেছিল, আমার ছিন্নমুণ্ডে কি তেমনি দুর্গা দুর্গা ব'ল্‌বে? দুর্গে দুর্গে।

শান্তা। ভাই! অনেক হ'য়েছে, তোর কথা শুনে বুক ফেটে যাচ্ছে, আমি অনেকের মুখে দুর্গানাম শুনেছি, কই এত মধুমাখা ত কারু মুখে শুনিনি! মহাদেব ব'লেছেন দুর্গানাম সুধাময়, আজ তা তোর কাছেই পরীক্ষা ক'ল্লেম, ভাই! আমি তোর জন্যেই বন্ধনগ্রস্ত হ'য়েছি, তুই দুর্গা ব'লে ডাক্‌ছিস্, আর প্রাণভয়ে কেঁদে ব্যাকুল হ'য়েছিস্, আমিও কেঁদে কেঁদে ম'র্‌ছি, ভয় কি ভাই ভয় কি? একবার দুর্গানাম ক'র্‌লে জীবের যমভয় যায়, তুই নিয়ত সেই নাম ক'র্‌ছিস, তোর চিন্তা কি? তোর মুখ দিয়ে যখন দুর্গা নাম নির্গত হ'য়েছে, তখন অসির সাধ্য কি যে ও শির ছিন্ন করে! আর তোকে দুর্গানাম ক'র্‌তে হবে না, এখন দেখ্ দুর্গা নামের মহিমা আছে কি না? আমি নগরপালকে বারণ ক'র্‌ছি, তুই আর কেঁদে কেঁদে আমাকে কাঁদাস্‌নে। (নগরপালের প্রতি) ওরে নগরপাল! আমার বিজয় বসন্তের প্রতি অহিতাচরণ করিস্‌নে, যা ক'রেছিস্ অনেক হ'য়েছে, বাছাদের ছেড়ে দে, যদি স্বীয় মঙ্গল প্রার্থনা করিস্ বাছাদের ছেড়ে দে,

বন্ধন খুলে দে, আহা! ও ত বাছাদের হাত দিয়ে রক্ত প'ড়্ছে না, ও যেন কে আমার বুক চিরে রক্ত বের ক'রছে, আমি থাক্তে পাল্লেম না, এসেছি—ছেড়ে দে।

ন, পাল। আরে ম'লো—এ বুড়ো মাগীকে এই বেঁধে রেখে এলেম, এখানে কেমন ক'রে এলো, খুলে দিলে কে? কা'ল্ সারা রাত্তির জ্বালিয়েছে আবার এখানে এসেও জ্বালাতে লাগ্‌লো, উনিও বিজয়ের সঙ্গে যাবেন বোধ হ'চ্ছে।

শান্তা। ওরে নগরপাল! এত ব'ল্লুম, নীরব হ'য়ে থাকলি যে, আমার কথা কি তাচ্ছিল্য ক'রলি? ওরে আর যে সহ্য হ'চ্ছে না, বিনা দোষে বাছাদের যন্ত্রণা দি'চ্ছিস্, এ পাপ কি সহ্য হবে? আমি বিনয় ক'রে ব'ল্‌ছি, বাছাদের ছেড়ে দে, যারা বিজয়বসন্তের প্রতি প্রতিকূলাচরণ ক'রেছে, তাদের কি দুর্গতি হয় দেখিস্। ওরে! ওরা দুর্গানাম ক'রেছে, ছেড়ে দে ছেড়ে দে।

ন, পাল। আ—বুড়ো মাগীর ঠাট দেখে দেখে আর বাচিনে, যার ছেলে সে ব'লছে কেটে ফ্যাল্, উনি এসে ব'ল্লেন ছেড়ে দে ছেড়ে দে, যেন রাজার বুড়ো মা এলেন, ওর কথায় আমরা ছেড়ে দিয়ে এই হাড়কাটে আমাদের গদ্দান যাক্। উচ্ছুগ্‌গু হ'য়ে গেছে, আর কি ছাড়ান আছে! এখন আপনার প্রাণ বাঁচাবার ইচ্ছে থাকে ত এখান হ'তে পালা, নইলে তোর শুদ্ধ গদ্দান যাবে।

শান্তা। কোটালরে! তুই এত দুর্ব্বাক্য ব'ল্‌ছিস্, কিন্তু বিজয় বসন্তের যাতনায় যে দুঃখ পাচ্ছি, তার কাছে ও শতাংশের একাংশেরও যোগ্য নয়। তুই বিজয় বসন্তকে খুলে দিয়ে আমাকে দুর্ব্বাক্য বল্, প্রহার কর্—তাও সহ্য ক'রে তোর মঙ্গল ক'রবো, কিন্তু ওদের দুটী ভাইকে বেঁধে রেখে আমাকে স্তব ক'র্‌লে, কি সহস্রাধিক উপচার দিয়ে পূজা ক'র্‌লেও আমার সে স্তব যেন বিষ ব'লে বোধ হবে। এখন ব'ল্‌ছি, নিরপরাধ কুমার দুটীর বন্ধন মুক্ত ক'রে দে, ওরা আমার বড় যত্নের ধন!

গীত।

বিজয় বসন্ত আমার বড় দুঃখের ধন রে।
ওরে কোটাল শুন বিনয়, একে শিশু তায় রাজতনয়,
ওদের বাঁধা উচিত নয়, খুলে দে বন্ধন রে।
কাঁদে বাছা হ'য়ে কাতর, দয়া মায়া কি হয় না তোর,
দেখিয়ে ভ্রাতা-যুগলে, দুঃখে যে পাষাণ গলে,
ওরে যারা দুর্গা দুর্গা বলে, তাদের নাই নিধন রে॥

ন, পাল। কথা শুনে হাঁসি পায়, রাগও ধরে, যে দুর্গা দুর্গা বলে সে মরে না, তবে লোকের ব্যারাম হ'লে কেহ ঔষধও খেত না, আর বদ্দিও ডাক্‌তো না, ঢের ঢের দুর্গানাম শুন্‌লেম্, দুর্গানাম আনাচে কানাচে ছড়াছড়ি যাচ্ছে ; আর কারু নাম ক'র্‌লে আবার মরণভয় যায় এও কি কথা! আবার মধ্যে মধ্যে ভয় দেখান হ'চ্ছে যদি মঙ্গল চাস্ ছেড়ে দে, তোর চক্‌রাঙ্গানিতে যত হয় হবে, আমরা এই বিজয় বসন্তকে কাটি, কই দুর্গার বাবা এসে রক্ষা করুক! (অসি উত্তোলন)

শান্তা। (বন্ধনাবস্থায় নগরপালের হস্ত ধরিয়া) ওরে! অসির প্রহার করিস্‌নে, তুই শুনিস্ নাই? হিরণ্যকশিপুর আজ্ঞায় তার দূত প্রহ্লাদকে কাটতে গিয়েছিল, প্রহ্লাদ কেবল হরিবোল হরিবোল ব'লে সে তীক্ষ্ণধার তরবারের আঘাত হ'তে ত্রাণ পেয়েছে, পরে সেই দয়ার নিধি ভক্তবৎসল নরসিংহরূপ ধারণ ক'রে তাদের কত দুর্গতি ক'রেছেন! এখনও বল্‌ছি ক্ষান্ত হ, নতুবা তোদের সেই গতি হবে!

ন, পাল। আরে গেল, এ মাগী যে বারে বারেই বাগ্‌ড়া দিতে লাগ্‌লো, এই কোপ এর ঘাড়েই চালাব না কি? সাহস ত কম নয়! কোপ এঁচেছি, কপ্ ক'রে এসে ধ'র্‌লে, হুঁ—গায়ে বলও আছে দেখ্‌ছি, শুদ্ধ বুড়ো নয়, যুত আছে, হাত যে নামাতে পাচ্ছিনে, ছেড়ে দে, হাত ছেড়ে দে, ছাড়্‌বিনে?

ওরে দুখে দুখেরে! দেখ দেখি বেটা এ সময় কোথায় গেল? উঃ— এমনি রাগ হ'চ্ছে সেই বেটাকে আগে কেটে পরে এদের যা হয় করি। বেটা কোথা থেকে উড়ে এসে যুড়ে ব'সেছে, রাজার খোসামোদ ক'রে চাকরি নিলে, কাজের সময় পাওয়া যায় না। ওরে দুখে ওরে দুখে!—

দুখে। যাই বাবা—যাই যাই।

দুখের পুনঃ প্রবেশ।

ন, পাল। এতক্ষণ কোথা গিয়েছিলি?

দুখে। আরে বাবা! তোর ভাল ক'ত্তেই গিয়েছিলাম, আমার মনে মনে একটু সন্ধ হ'লো যে শান্তাকে এমন ক'রে বেঁধে রেখে এলি, এখানে এলো কি ক'রে, তাই ভেবে সেখানে গিয়ে দেখি, শান্তা সেইখানে প'ড়ে প'ড়েই বিজয়রে, বসন্তরে ব'লে কাঁদ্‌ছে, আবার এখানেও দেখি শান্তা, বাবা! পান্তা ভাত, বাতাস দে' খাওয়া নয়, শীতকাল—দাঁত কন্ কন, মাথা ঝন্ ঝন্, যম কাঁপানি, গতিক বড় ভাল নয়!

ন, পাল। তুই বেটা ত চিরকেলে পাগল তা জানি, শান্তা আবার দশ গণ্ডা আছে, তুই এখন শান্তার হাত দুখানা ধ'র্‌তে পারিস্?

দুখে। বাবা! হাত ধরাধরি তোদের দুজনা দিয়েই হ'চ্ছে, তাই হ'ক্, আমি বরং পা দুখানা জড়িয়ে ধরি, তা হ'লে আর নড়্‌তে পার্‌বে না, হাতের ও দিকে তরোয়াল ফরোয়াল আছে, ওদিকে তোমাদের দুজনা দিয়ে হ'ক, হাত ধ'র্‌লে কি আট্‌কান যায়? আমি পা দুখানা ধরি। (পদধারণে উদ্যত)

ন, পাল। বেটা একবার চালাক দেখ, কাঁশি বাজাবেন, প্রসাদ খাবেন, ঝগড়ের ধার ধার্‌বেন না, যা তোর কিছুই ধ'র্‌তে হবে না, দেখ্ আমিই কি করি, (শান্তার প্রতি) হারামজাদি! ছাড়্ (বল প্রকাশ করিয়া বাম হস্তে গলদেশে আঘাত) যা—দূর হ!

শান্তা। কি দুরাশয়! এত বল্‌লাম শুন্‌লিনে, আবার আমাকেই প্রহার, সংহার কাল উপস্থিত হ'লে এইরূপ হয় কোথায় আমার সখীগণ কোথায়, সকলে সশস্ত্রে শীঘ্র এস।

নেপথ্যে চীৎকার ও যাই যাই শব্দ।

দুখে। (কাঁপিতে কাঁপিতে) আঁ—আঁ ও কি, কিসের শব্দ! ও বাবা, এখন এ ঠেলা সাম্‌লায় কে? ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়! ও কিগো, পালিও না, দাঁড়াও, পালাই বাবা! (প্রস্থান)

অস্ত্র সহ ডাকিনী যোগিনীগণের প্রবেশ।

যোগিনী। কি মা প্রচণ্ডে! কি আজ্ঞা ক'চ্ছেন, এই দণ্ডেই সমাধা ক'র্‌বো শীঘ্র বলুন।

শান্তা। অগ্রে এই দুরাত্মা নগরপাল বেটাকে নিপাত কর, পরে আমার বিজয় বসন্তের শত্রু দেখ আর তাদের শিরশ্ছেদন কর।

যোগিনী। যে আজ্ঞা মা, আর ওদের রক্ত মাংস কি হবে মা?

শান্তা। তোমরা ভক্ষণ কর।

যোগিনী। বেশ বেশ বেশ, জয়কালি—জয়কালি! (নগরপালের প্রতি) ওরে বেটা নগরপাল! আজ কালীর কাছে তোকেই বলি দেই, আয় হারামজাদ চণ্ডাল! বিজয় বসন্তকে কাট্‌তে যাচ্ছিস্‌, জানিস্‌নে তারা কে? আজ তোদের সকল চক্র দূর হবে। এই দুগ্ধপোষ্য বালকদের দেখে একটু দয়া হয় না, বেঁধেছিস্‌, আবার কাট্‌তে যাচ্ছিস্‌, আয় পাপাত্মা! আজ এই তৃষিতা মেদিনী তোদের রক্ত পান ক'রে শীতল হবে।

ন, পাল। (সক্রোধে) কি, আমি কি ভয় দেখালে ভুলি, আমি কি কিছু বুঝিনে, এই দুখে বেটা এখনি কোথায় গিয়ে এই সব সাজিয়ে নিয়ে এসেছে, আমি একাই সকলকে যমের বাড়ী পাঠাব, এই আমি তলোয়ার হাতে ক'রে দাঁড়ালাম, আয় কার কত ক্ষমতা দেখা যাক্‌।

যোগিনী। ওরে বেটা চণ্ডাল! দুখে সাজিয়ে আন্‌বে কোথা হ'তে, বিজয় বসন্তের ডাকে কৈলাস হ'তে সেজে এসেছি, (দুর্গার প্রতি) ওমা শান্তারূপে মহামায়ে! তুমি বিজয় বসন্তের মায়ের কাজ কর, কোলে ক'রে অভয় দেও, আমরা আপন আপন কাজ সেরে নিচ্ছি, (নগরপালের প্রতি) ওরে বেটা চণ্ডাল! তোর জীবনান্তের আর কালবিলম্ব নাই।

গীত।

মরণ নিকটে তোর স্মরণ কর শমনে।
হবে না কাল ব্যাজ কালভবন গমনে॥
ও পামর সমর কি তোর সনে করিব,
হাসিতে হাসিতে এই অসিতে প্রাণ বধিব,
কুক্কুর শৃগালের গালে রক্ত মাংস বিতরিব,
নাস্তি ত্রাণ শাস্তি পাবি সর্ব্বজনে॥

ন, পাল। ও পাপীয়সি রাক্ষসি! আমরা এমন পেৎনি ফেৎনি ড্যাকিনী শাকিনী অনেক দেখেছি, তোর ও সব ভয় দেখানতে ভুলিনে, এখনি সব অহঙ্কার ঘুচিয়ে দিচ্ছি, আয় পাপিনি যুদ্ধ দে!

যোগিনী। (সহাস্যে) হা হা হা বটে বটে, যেমন রাজা মূর্খ, তার চাকরগুলো তেমনি হওয়া চাই কি না, শনি রাজা কুজ মন্ত্রী নইলে মানাবে কেন? ঐ একটা কথায় বলে "যেমন নদী তেমনি চড়া, যেমনি হাঁড়ি তেমনি শরা।" আয় বেটা যুদ্ধ দে!

উভয়ের যুদ্ধ—নগরপালের পতন।

দেবল। (নগরপালের অবস্থা দেখিয়া সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) ও বাবা—একি হ'লো.—উদোর পিণ্ডি বুদার ঘাড়ে প'ড়্লো, কাকে উৎসর্গ ক'ল্লেম, পালাই! (প্রস্থানে উদ্যত)

যোগিনী। ওরে বেটা তুই পালাস্ কোথা, পালিয়ে বাঁচ্বি ভেবেছিস্, ওরে! আমরা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর দাসী, আমাদের ছাড়া কোথায় থাক্বি, আয় তোকেও নগরপালের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দেবল। ও—বাবা—মলেম,—শাস্তা—মা—তোমাকে, অনেক আশীর্ব্বাদ ক'রছি বাঁচাও; আমি বিজয়কে উচ্ছুগ্গু করিনি, মাইরি—কোন্ শালা ভাঁড়াচ্ছে, আমি নরবলির মন্ত্র জানিনে, দু পয়সার লোভে এই ঝক্মারি

ক'র্ত্তে এসেছি, তা আমার কিছুতেই কাজ নেই, "ভিক্ষে থাক্ ঠাকুর তোর কুকুর ডাক্" ; প্রাণ থাক্‌লে ভিক্ষে ক'রে খাব, এমন পোড়া-কপালে রাজার চাক্‌রির মুখে আগুন, বাবা —

যোগিন। এখন তো রাজার চাক্‌রির মুখে আগুন হবেই, প্রসাদ দেখে এগাও, আর কোঁৎকা দেখে পেছোও, কুঁদের মুখে কে না সোজা হয়? খোসামোদ ক'ল্লে আর ছাড়াছাড়ি নেই ; আগে আহ্লাদে নেচে জল্লাদের কাজ করেছিস, এখন তোকেই কালীর কাছে বলি দেই। তুই বেটা বামুন কিসের? যে সন্ধ্যা গায়ত্রী জানে না, দেব দেবীর পূজা জানে না, কোন বস্তু কিরূপে উৎসর্গ ক'র্‌তে হয় তা জানে না, সে আবার বামুন! আমাদের কাছে বামনাই ফলাতে হবে না, চেলির কাপড় নেবে, এই তোর রক্তেই তোর পরণের কাপড় চেলি হবে, দক্ষিণে নেবে এই দক্ষিণা কালিকার কাছ হ'তে দক্ষিণে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আয় বেটা বামুন! (ধরিতে উদ্যত)

দেবল। ওমা—আ—আ—আ—ঘাট হ'য়েছে, আর ক'র্‌বো ও-ও—না, ওমা—আ—আ—ব্রাহ্মণী, এখন কোথায় গে—এ—লি, গয়না প—অ—অ—বও-ও—আ—হা—হা—ব্রাহ্মণী, তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'লো, না, আমি মলেম, অপমৃত্যু, ভূত হবো, তুমি পেত্নী হও, নইলে এইখান হ'তেই বিদায়!

যোগিনী। তা আর তোকে ব'ল্‌তে হবে না, ভূত হবে কেন, তোর মত ভূত আর কে আছে, আর তিনি পেত্নী নন ত কি ; এত নির্দ্দয়, এত অধর্ম্ম, যেমন কর্ম্ম কথা তেমনি ফল। (অসির আঘাত করিতে উদ্যত)

দেবল। হু—উউ—উ—র—র—র—গা, মা-আঁ—আঁ—আঁ—

শান্তা। হাঁ—হাঁ, কর কি, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ সহস্রাধিক দোষী হলেও অবধ্য।

যোগিনী। জগজ্জননি! আমার ইচ্ছে ছিল, "আম যাক্ আমের পোকাও যাক্," ঐ বেটারাই যত নষ্টের গোড়া।

শান্তা। না—না, তা হবে না, তুমি কি শোন নাই, না দেখ নাই, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ স্বীয় বক্ষে ব্রাহ্মণের পদ ধারণ ক'রেছেন, ব্রাহ্মণ

দুষ্ক্রিয়াশালী কি সৎক্রিয়াশালীই হ'ক্, সকলের নিকটে ক্ষমার যোগ্য ক্ষান্ত হও।

বিজয়। আয়ি গো! এ সব কি শুন্তে পাচ্ছি, যেন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত, আয়ি! তোমারও কি হাত বাধা আছে, যদি তা না থাকে তবে আমার চোক্ খুলে দেও, আমার বড় ভয় হ'চ্ছে, আয়ি। যদি তুমি বন্ধনাবস্থাতেই থাক, তবে নগরপালকে বল, আগে আমাকে কাটুক, পরে তার মনে যা আছে তাই করুক। আয়ি গো! ভাই বসন্তের আর কোন কথাই শুন্তে পাচ্ছিনে, বোধ হয় সে বন্ধন যাতনায় প্রাণত্যাগ ক'রেছে, যদি তা হ'য়ে থাকে তবে আর আমাকে ব'লো না, আমার মরণ-যাতনা হ'তে সে যাতনা অধিক, দুর্গা দুর্গা। (রোদন)

শান্তা। ও ভাই বিজয়! হারে তোদের মারে এমন ব্যক্তি ধরাগর্ভে কে জন্ম গ্রহণ ক'রেছে? ভয় কি ভাই, বসন্তের কোন বিপদ্ হয় নাই, তোরা যখন দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাক্‌ছিস্, তখন শমনের সাধ্য আছে কি যে তোদের জীবন হরণ ক'রবে? আমি বন্ধনাবস্থাতেই আছি, তাই তোদের বন্ধন খুলে দিতে পারছিনে, এমন কে আছে যে আমার বন্ধন খুলে দেয়?

যোগিনী। মা আমি বন্ধন খুলে দিচ্ছি, (বন্ধন খুলিতে উদ্যত ও চেষ্টা করিয়া অপারগ) জগত্তারিণি! বড় ক'সে লেগেছে, কি হবে?

শান্তা। হা সখি! একি সহজে খুল্‌তে পা'র্‌বে, যতক্ষণ আমার বিজয় বসন্ত বাধা আছে, ততক্ষণ হাজার চেষ্টাই কর কিছুতেই কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌বে না, আমার বিজয় বসন্ত বাধা পড়েছে ব'লেই ত আমি বাঁধা পড়েছি। ওদের বন্ধন না খুলে আমার বন্ধন খোলা তোমাদের ত কথাই নাই যদি সেই ভববন্ধন মোচনকারী ভগবান্ এসে যত্ন করেন, তাহ'লেও তাঁর চেষ্টা বিফল হবে। সখি! যদি আমাকে বন্ধন দায় হ'তে মুক্ত ক'র্‌তে চাও, তবে আগে বিজয় বসন্তের বন্ধন খোল, তা হ'লেই দেখ আমার বন্ধনে তোমাদের হাতও দিতে হ'বে না, আপনি খুলে যাবে।

যোগিনী। আহা! এতদূর দয়া না হ'লে জগতে দয়াময়ী নাম প্রচার হবে কেন? মা তবে বুঝ্‌লাম তোমা হো'তেও তোমার নাম বড়,

আবার সেই নাম যে রসনায় ধারণ করে সে সকলের চেয়ে বড়, দেখি বিজয় বসন্তের বন্ধন খুলিতে পারি কি না। (বিজয় বসন্তের বন্ধন মোচন)

শান্তা। সখি! এই দেখ আমার বন্ধন আপনিই খুলে গেল, এতক্ষণে বোধ হ'চ্ছে বাঁচ্‌লেম, ও ভাই বিজয় ও ভাই বসন্ত, আয় ভাই, আমার বড় সাধ হ'য়েছে যে, তোদের দুই ভায়কে কোলে ক'রে তোদের চাঁদমুখ খানি দেখি। আহা! দুরাত্মারা এদের ছেদন ক'র্‌বে ব'লে চোক ঢেকে দিয়েছে, চোক খুলে দেই, (চোকের আবরণ মোচন) ভাই আর কাঁদিস্‌নে, ভয় কি? একবার আয়ি ব'লে আমার কোলে আয়, আমার বোধ হ'চ্ছে কত দিন তোদের চাঁদমুখ দেখিনি।

বসন্ত। আয়ি গো! হাতে বড় লেগেছে, এই দেখ, রক্ত পড়েছে, আয়ি! তুই না এলে হয়ত বেটারা আমাদের কেটে ফেল্‌তো। আয়ি গো! অনেকক্ষণ তোর কোলে উঠিনি, একবার আমাকে কোলে কর, দাদাকেও কোলে কর, দাদা ভয়ে কাঁপ্‌ছে, আমার বড় ভয় হ'য়েছে।

শান্তা। ভয় কি ভাই ভয় কি, আমি যে তোদের কোলে কর্‌বার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি, আর কি নগরপাল আছে, সে ভয় আর নেই; এখন চাঁদ মুখে আয়ি আয়ি ব'লে আমার কোলে আয়।

গীত।

আয় কোলে আয়ি ব'লে ভাই বিজয় বসন্ত।
ভয় নাই তোদের ভাই, নগরপাল হ'লো অন্ত,
ঐ দেখ পড়ে সে দুরন্ত॥
দুর্গানাম যে করে স্মরণ, তার জীবন করে হরণ,
ত্রিভুবন মাঝে এমন কেবা বলবন্ত।
তোরা কাঁদিস্‌ ব'লে তারা, তারা কেঁদে কেঁদে সারা,
তারার সজল নয়ন তারায় ঝরে তারাকারা ধারা।
তোরা জানিসনে তদন্ত॥

দুখে। (বেগে প্রবেশ) এদিকে বড় গোলযোগ দেখে ওদিকে শাস্তার কাছে গেলেম, দেখি প'ড়ে প'ড়ে কাঁদ্‌ছে, বাঁধন খুলে দিলাম, আস্‌তে ব'ল্লাম, উঠ্‌তে পাচ্চে না, তার গায়ে আর শক্তি নেই, একে বুড়ি তাতে এই বিপদ্‌, আবার আমার কথায় হয়তো বিশ্বাস হ'লো না, কেবল বিজয়রে বসন্তরে, ব'লে কাঁদ্‌ছে, আমি থাকৃতে পাল্লেম না, আবার এলেম। (নগর-পালকে দেখিয়া) এই যে বাবা কুপোকত্‌ ক'রেছেন দেখ্‌ছি। (নৃত্য) বেশ হ'য়েছে, বেশ হ'য়েছে খুব হ'য়েছে খুব হ'য়েছে, বাবা তখনিত ব'লেছিলাম, গতিক ভাল নয়! ঘরে শাস্তা বাইরে শান্তা লাগ্‌লো শাস্তার হাট, শাস্তার সখীরে বলে কাট কাট কাট; সব দেখে শুনে কাট, বলে কাট কাট কাট, বাবা সাম্‌লাতে পাল্লে না, এখন হ'য়েছে সোপাট।

গীত।

তখনি ব'লেছি বাবা শাস্তার ছড়াছড়ি,
শুন্‌লে না মান্‌লে না কথা কুপো গড়াগড়ি,
বাবা কুপো গড়াগড়ি,
যেমন চড়াচড়ি হ'লো তেমন পড়াপড়ি।
এখন কোথা যাব কোথা পাব তোমার দড়াদড়ি,
সম্বলি করনি আগে এক কড়া কড়ি,
বাবা এককড়া কড়ি।

(নৃত্য)

শাস্তা। হারে! তোর এত আহ্লাদ কিসে হ'লো?

দুখে। কিসে হ'লো, কিসে হ'লো, হাত থাকৃতে হাত ছিল না, পা থাকৃতে পা ছিল না, এখন সব হ'লো। মনের আনন্দে সবে কালী কালী বল, ভাই কালী কালী বল।

গীত।
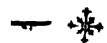
শনিবার অমাবস্যা তাহাতে চণ্ডাল,
অপমৃত্যু হ'য়েছে এই পাপাত্মা কোটাল,
শ্মশান বটে পাষাণ বেটী করাল বদনা,
আজ বাঁধ্‌বো তাকে তারা ডাকে ক'রে শব সাধনা,
আহ্লাদ ধরে না গায় তাই এত আমোদ হ'লো,
বদন ভোরে সবে মিলে তারা তারা বল,
ভাই তারা তারা বল।

আর দেরি ক'র্‌বো না, উপস্থিত ত্যাগ ক'র্‌তে নেই, ব'সে যাই, জয়তারা,—তারা (শবে উপবেশন)!

শান্তা। ওরে আর তোকে শব-সাধনা ক'র্‌তে হবে না, তোর যা বাকি ছিল, তা হ'য়েছে, তোর মনোভীষ্ট সিদ্ধ হবে, বিজয় বসন্তও তারার যেমন ধন, তুইও ত তেমনি, এখন এক কর্ম্ম কর, এদের দুই ভাইকে নিয়ে এদেশ পরিত্যাগ ক'রে অন্য কোন স্থানে গিয়ে বাস কর্‌গে কালে তোদের বাসনা পূর্ণ হবে, এখন বিলম্ব আছে, কিন্তু—

দুখে। আবার কিন্তু কি, তোমার কিন্তুর জ্বালাতেই যে গেলেম মা। শান্তা সেজে এসেছ, আমিত তা তখনি জানি, যখন শান্তার কাছে গিয়ে তাকে দেখ্‌লাম, ভাবলেম সেখানেও শান্তা, এখানেও শান্তা, তখন সে যে শান্তা সেজে এসেছে তাতে আর সন্দেহ নাই, মা! এখন গোপনে আর কতক্ষণ লুকায়ে থাক্‌বে, হা মা ত্রিলোক-জননি! ছেলের কাছে আর কি এ ভাব প্রকাশ করা উচিত? তারা! যত লুকাও তিনটী নয়ন-তারা লুকাবে কেমন করে?. ত্রিনয়নে! চিনেছি মা চিনেছি, হয় তোমার সেই নবনীল নীরদজাল নিন্দিত নীলকণ্ঠসেবিত রূপ খানি দেখাও, নয় বল আবার এঁটে বসি।

শান্তা। বাপ্! আমি তোমাকে বিশেষ ক'রে আর কি দেখাব, সকলি দেখ্‌তে পাচ্ছ, এখন একটী কথা ব'লে দেই। (দুখেকে লইয়া গোপনে) বিজয় বসন্তকে আমার পরিচয়, কি তোমার পরিচয় এখন দিও না, পরে তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হবে, এখন এদের সঙ্গে লয়ে এস্থান হ'তে প্রস্থান কর, যদি কখন কোন বিপদে পড় অমনি আমাকে স্মরণ ক'রো, দুর্গানাম ভুলো না, আমি চল্লেম, যখন ডাক্‌বে তখন সখীগণ সঙ্গে তোমাদের কাছে আসবো।

দুখে। মা মহামায়ে! দেখ যেন মায়ায় মুগ্ধ ক'রে অধীনে ফাঁকি দিও না, তোমার মায়া তুমি ব্যতীত কেহ নিবারণ ক'র্‌তে পার্‌বে না, সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ি! দেখ যেন পাষাণ-পুত্রী ব'লে পাসাণের মত ধর্ম্ম না হয়।

শান্তা। সে জন্যে তোমাদের কোন চিন্তা নাই; তবে তোমার পরিচয় এখন বিজয় বসন্তকে দিওনা, আমি চল্লেম। (প্রস্থান)

যোগিনী। আমরা তবে এ পাপাত্মা চণ্ডালের দেহ লইয়া ভক্ষণ করিগে। (শব লইয়া প্রস্থান)

দুখে। মা! তবে আমিও বিজয় বসন্তকে নিয়ে যাই, মা! যেখানেই যাও যেন দাসের হৃৎপদ্ম ছাড়া হ'ও না, (বিজয় বসন্তের প্রতি) এসতে বিজয় বসন্ত, এ পাপরাজ্য ছেড়ে অন্য দেশে যাই।

বসন্ত। আবার কোথা যাব, আয়ি কোথা গেল, ও আয়ি! আবার আমাদের দুখের কাছে রেখে গেলি, আয়িগো! এক নগরপালের হাত হ'তে নিস্তার পেলেম, আবার এক নগরপালের হাতে সঁপে গেলি, আয়ি! এ শ্মশান মাঝে তো বিনে আমাদের আর কে আছে?

গীত।

কোথা যাস্ আয়ি ফেলে মশানে। গো—
হৃদয় বেঁধে পাষাণে,
আয়ি আমাদের আর কেহ নাই, বড় দুঃখী দুটী ভাই,
তায় রেখে আয়,—মা গিয়েছে যেখানে॥

আমার অবশ অঙ্গ সকল, ক্ষুধাতে প্রাণ বিকল,
আঁধারময় দেখি সব নয়নে।
এখন আতঙ্কে কাঁপিছে কায়, পিপাসায় বুক ফেটে যায়,
(আয়ি জল এনে দিয়ে যাগো) (আয়ি ফিরে আয় পায়ে ধরি)
বুঝি এই বার নিশ্চয় মরিগো প্রাণে।

দুখে। হা বসন্ত! কাঁদ কেন? শান্ত আবার এখানে এলে শত্রুগণ পাছে টের পায়, তা হ'লে যে তার বাঁচা ভার হবে; তোমার ক্ষুধা হ'য়েছে, আমি খাবার এনে দিচ্ছি, আমাকে দেখে তোমার ভয় কি? আমার প্রাণ থাকতে তোমাদের কোন চিন্তা নাই, আমি তোমাদের প্রতি যে ব্যবহার ক'রছি যুবরাজ বিজয় তা সব দেখেছেন, এখন এস এ পাপ-রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে স্থানান্তরে যাই, আমি জগন্মাতা কালিকার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'লছি, আমি তোমাদের ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট ক'রবো না, ক'রবো না ক'রবো না।

বিজয়। দুখিরাম! তবে চল, আর এখানে থাকায় কাজ নাই, তুমি আমার ভাই বসন্তকে কোলে ক'রে নাও।

দুখে। এই যে—কোলে কেন, কোলে বুকে পিঠে মাথায় যেখানে থেকে বসন্ত সুখী হবে সেই খানে রাখবো, এখন তোমরাও যার ছেলে, আমিও তারি ছেলে।

বিজয়। দুখিরাম! তবেত তুমি আমাদের দাদা, (বসন্তের প্রতি) ও ভাই বসন্ত! দুখিরাম এখন আর নগরপাল নয়, ও আমাদের বড় দাদা।

বসন্ত। দাদা! দুখিরাম কি তোমা হ'তেও বড়?

বিজয়। হাঁ ভাই, ও আমা হ'তেও বড়, ওকে বড় দাদা ব'লে ডাক।

বসন্ত। বড়দা! তবে আমাকে কোলে কর।

দুখে। (নৃত্য) কি সুখ কি সুখ আজ দিলেন বরদা।
বিজয় বসন্ত মোরে বলিছে বড়দা ॥
এর চেয়ে সুখ আর স্বর্গধামে নাই।
বিজয় বসন্তের আজ আমি বড় ভাই ॥
দোহাই দোহাই জয় কালীর দোহাই ॥

আয় ভাই কোলে আয়, যা দেখ্‌বো ভেবেছিলাম তা বেশ দেখ্‌লাম, বেশ পরীক্ষা হ'লো, আর অপেক্ষায় কাজ নেই, এখন যাই, ও ভাই বিজয় বসন্ত এস, বসন্ত কোলে এস। (বসন্তকে কোলে গ্রহণ)

জনৈকসৈন্যের প্রবেশ।

সৈন্য। এইত কালীবাড়ী, বিজয় বসন্তকে কি বলি দিয়েছে, কই তার তো কোন চিহ্নও দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, কেউত নাই, এরি মধ্যে কি সমাধা হ'য়ে গেছে, না এখন কেউ আসেনি, না—আসতেও এত দেরি হবে না, ভাব যে কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, এই দুর্জ্জয়ীই কেবল বিলম্ব ক'র্‌লে আমি তখনি ব'ল্লেম যাই, সে বলে তোমাকে দেখ্‌লে লোকে ভাব্‌বে, পোড়ামুখী রাণী ছেলে দুটোকে মার্‌লে, আবার তারি সংবাদ নিতে দাসীকে পাঠিয়েছে, আমি তাইতে সে স্ত্রীবেশ পরিত্যাগ ক'রে নিজ বেশ ধ'রে এলেম, আমার এ বেশ ত এখানে কেউ দেখেনি, কেবল আমি আর দুর্জ্জয়ী, তা এসেওত কিছু স্থির ক'র্‌তে পাচ্ছিনে। সে দুটোর আর রাজার বিনাশ না হ'লেত আমার কামনা পূর্ণ হচ্ছে না, আজ বিজয় বসন্তকে আর দুই এক দিনের মধ্যেই রাজাকে নিপাত ক'রে নিজ মনোভীষ্ট পূর্ণ ক'র্‌বো, তা কি যে হ'লো কেমন ক'রে জানি,—ভাল দেখি (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত) ঐ যে কে বসন্তকে কোলে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, বিজয় পেছু পেছু যাচ্ছে, কোথা নিয়ে যায়, দুখে নয়! সেইত বটে, বিজয় বসন্তের বধ্য বেশ ত দেখ্‌ছি, বন্ধন মোচন কেন,— (দুখের প্রতি প্রকাশ্যে) হারে দুখে! ওদের নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস্—বলি দিস্‌নি?

দুখে। আর বাবা! একজন বলি দিতে গিয়ে নিজেই বলি, ভোগ পর্য্যন্ত হ'যে গেছে। মহীরাবণ যেমন রাম লক্ষ্মণকে পাতালে নিয়ে গিয়ে নিজেই বলি হ'লো, আমাদের সর্দ্দার ম'শয় তাই হ'য়েছেন, এখন তুই কে এলি, তোকে দেখে যে ভাল বোধ হ'চ্ছে না।

সৈন্য। আমি যে হই সে হই, তোকে সে পরিচয় নিতে হবে না, তুই ও দুটাকে বলি না দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস্ কোথা? পাপাত্মা! যা বলি তার উত্তর না দিয়ে ঠাট্টা যুড়ে দিয়েছে।

দুখে। বলি ঠাট্টা নয় বাবা ঠাট্টা নয়, এদের বলি দেওয়া কথার কথা কি। তাই পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে পালাবার চেষ্টা ক'চ্চি, এদেরও নিয়ে যাচ্ছি।

সৈন্য। কি পাপাত্মা! নেমক-হারামি! ছল ক'রে ওদের নিয়ে পালাচ্ছিস্; দুরাচার। বেটা ছোট লোক, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই, আজ আমার কাছে তোর ত্রাণ নাই তা জানিস। পালাবি কোথা? এদুটোকে যদি নিতান্তই সঙ্গে রাখ্তে ইচ্ছা হয়, তবে তোর সঙ্গেই পাঠিয়ে দিচ্চি নিয়ে যমের বড়ী যা। আমিত তখনি জেনেছি যে এ বেটারা নীচজাতি, অর্থে বশ, কিছু পানা পেলে আর ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ থাকে না। শাম্বা বুঝি তোদের কিছু দিয়েছে তাই সে বেটা লুকিয়েছে, কি শেয়াল কুকুর কাট্তে গিয়েছে, রাজাকে রক্ত দেখাবে, আর তুই বেটা ওদের নিয়ে পালাচ্ছিস, নেমকহারাম। হারামজাদ! আমি না এলে ত এখনি পালাতিস্। এত নষ্টামি! এত অত্যাচার! যার খাবি তার বুকে ব'সে দাড়ি উপড়াবি; শোন্ নীচাশয়। আজ কালী বাড়ীতে তোকে শুদ্ধ বলি দেব, আমার কাছে তোর কিছুতেই নিস্তার নেই, আর যদি প্রাণ বাঁচাতে চাস এখনও ব'ল্চি ও দুটোকে কেটে ফেল।

দুখে। বাবা! বুঝেছি, তুমি নিশ্চয় মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ, তোমার নগরপাল বাবা মরে গিয়েছে, তুমি এসে খাঁড়া ধ'রে খাড়া হ'য়েছো, তা বাবা তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার মা এসে কখন যুদ্ধ ক'র্লেন? আর তাঁর পেটে লাথি মেরে তোমাকে বের ক'রে দিলে কে?

আর এ সব পোষাক দিয়ে এরি মধ্যে তোমাকে কে সাজিয়ে দিলে? বেশ মানিয়েছে কিন্তু, নাচতে শিখেছ?—ডম্বুর বাজাব?—"নাচতো গুপী আনন্দ ক'রে, খাবার দেব চেক্ ক'রে" সুর ক'রে ব'লবো না কি,—কলা খাবে? না একটু পরে।

সৈন্য। (ক্রোধে) কি নরাধম! আমার কথায় ভীত না হ'য়ে আবার ব্যঙ্গ! কার বলে তোর এত বল হ'লো? আমাকে আবার অহিরাবণ ব'লে গাল দিচ্ছিস্; দুষ্টাচার! এ অহিরাবণ নয়, কেবল অহি, এই গর্জ্জন ক'চ্ছে, এখনি তোর বক্ষে দংশন করে দেখ্, কিছুতেই তোর এ বিষে নিস্তার নাই। আমাকে বানর ব'লে উপহাস, আমি দানব না তুই বানর, রাম লক্ষ্মণকে পেয়েছিস কাঁধে কর, ভদ্রকালী পাবি কোথায় যে মাথায় ক'র্বি?

দুখে। বাবা রামলক্ষ্মণকে বহন ক'রবার হনুমান আমি বটে, আমার মাথায় ভদ্রকালী আছেন কি না তা তুই দেখ্বি কেমন ক'রে? হারে তোর যদি সে দর্শন শক্তিই থাক্বে তবে বিজয় বসন্তের জীবন নাশ ক'রতে উদ্যত হ'স আমি রামলক্ষ্মণকেও পেয়েছি, মাথায় ভদ্রকালীও আছেন।

আছেন মস্তকে ভদ্রকালী।
দেখিবি কেমনে, ও পাপ নয়নে,
তুই যে আগেই মুখ বাঁকালি!
অন্তরে পেয়েছি কালী, গিয়েছে অন্তরের কালী,
তোর বুঝি সেই কালী, দিয়ে পাপের ঘর আঁকালি।
যা হ'ক্‌রে অধর্ম্মের বাজার খুব জাঁকালি॥

সৈন্য। ও পাপবুদ্ধি! তুই নিজে নরকরূপ, তোকে নাশ ক'র্‌লেই নরক জাঁকান হবে, এই অসি দ্বারায় (অসি নিষ্কাশন) তোর শিরশ্ছেদন

ক'র্‌লে রক্তে তোর দেহ বঞ্চিত হ'লেই নরক ভ'াক্‌বে. আর কাল বিলম্ব নাই—কাল ভবনে গমন কর।

দুখে। কাট্‌বে নাকি, সত্য সত্য না মিথ্যে কথা,—

উড়ুড়ড় তালোয়ার খুলে খ্যালোয়ার বাবা
কাট্‌তে আসছো ছুটে।
এ পাকা কলাটা, নয় গলাটা অমনি যাবে টুটে।
আমি ভদ্রকালীর মুটে॥
দাড় বড় শক্ত, যার রক্ত ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠে।
সেই পরমব্রহ্ম, ব্রহ্মময়ীর পদরজ লুটে॥
অমনি মনের সঙ্গে জুটে॥
কর আনন্দ ভোগ, নাই জ্বালা রোগ, ওরে বেটা কুটে।
আমি বটে গোদা বেড়াই সদা, কালীর বাজার ঘুটে।
আবার যদি করপুটে।
জয় কালী জয় তারা বলে ডাকি মুখে ফুটে।
তাঁর সঙ্গিনী রঙ্গিনী এসে ফেল্‌বে তোকে কুটে॥
মাংস খাবে কাকে খুটে, রক্ত খাবে শেয়ালে চেটে॥

সৈন্য। ওরে কীটাধম চণ্ডাল! তুই ওখানে নৃত্য ক'র্‌ছিস্ আর আমার হাতে তোর মৃত্যু নৃত্য ক'র্‌ছে, দেখি তোর কালী কোথায়, আর তার সঙ্গিনীরাই বা কোথায়? বেটা যেন সিদ্ধ পুরুষ এসেছেন, মরণকে ভয় করেন না—আমি তোর কৃতান্ত তা জানিস্? এই তোর আহ্লাদ আমোদ নৃত্য ঘুচিয়ে দিচ্ছি দেখ্।(অসি মারিতে উদ্যত)

বিজয়। ও দাদা! এ আবার কে এলো, প্রাণ যে যায়, দাদা! আর বুঝি বাঁচ্‌লেম না?

বসন্ত। দুখে দাদা! পালাও পালাও, (সৈন্যের প্রতি) ওগো! তুমি আমার দুখে দাদাকে কেট না, দাদা আমাদের বড় ভাল বাসে।

বিজয়। দাদা! তুমি আমাদের বিপক্ষ ছিলে সে ত ভাল ছিল, এখন যে তোমার শুদ্ধ প্রাণ যায়, দাদা! কি হবে দাদা! শাস্তা আম্নি ব'লে গেল দুর্গা দুর্গা বল, দাদা দুর্গা দুর্গা বল। (বসন্তের প্রতি) ভাইরে দুর্গা দুর্গা বল, যদি বাঁচ্‌বে ত দুর্গা দুর্গা বল।

দুখে। ভাই বিজয়! আমি ভুলিনি, দুর্গা দুর্গা—মা তারা তরাও, সমুদ্র পার হ'য়ে কি গোষ্পদে ডুব্‌বো? কালি! কৈবল্যদায়িনি! করুণাময়ি! কপাল-মালিকে কৃপাকটাক্ষে কুমারের কৃতান্ত রূপ ক্রবাধকে নাশ কর।

(নেপথ্যে—ভয় নাই ভয় নাই, আমরা যাচ্ছি,
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ)

দুখে। ও ভাই বিজয়! আর ভয় নাই, ভাই ভয় নাই, ঐ শোন আমাদের মা ভৈরবীর সঙ্গিনীগণ মাভৈঃ মাভৈঃ ব'লে আমাদের অভয় দিচ্ছেন। (সৈন্যের প্রতি) ওরে! এই দেখ্ আমার মার সঙ্গিনীগণ সব আস্‌ছে, (দক্ষিণ দিক্ দর্শন) এই দিক্ দিয়ে তোকে যেতে হবে।

সশস্ত্রে যোগিনীগণের বেগে প্রবেশ।

যোগিনী। আবার কেন, আবার কেন, কার মরণ ঘুনিয়েছে বল্, আমার কে তোদের প্রতি অত্যাচার ক'চ্ছে, শীগ্‌গির বল্, এখনি তার প্রতিফল দিয়ে যাচ্ছি। এত শত্রুতা, এত অধর্ম্ম! এখনও এ রাজ্য আগুন লেগে পুড়ে যাচ্ছে না কেন তাই ভাব্‌ছি! তবে বুঝলাম মৃত্তিকার পাত্র মধ্যে জল থাক্‌লে সে যেমন নিয়ত অগ্নিতে দগ্ধ হ'লেও বিদীর্ণ হয় না, তেমনি এ রাজ্যমধ্যে বিজয়, বসন্ত আর জ্যোতীশ্বর আছে ব'লে আগুন লাগ্‌ছে না, তোরা এ রাজ্য পরিত্যাগ কল্লেই সব ছার খার হবে, জ্যোতীশ্বর! কই, কে তোদের শত্রু বল্।

দুখে। ওকি—ওকি—না—না না, আমি দুখে আমি দুখে, রাজা জয়সেনের ছোট কোটাল।

যোগিনী। হাঁ হাঁ বটে বটে, বড় দুঃখের কথা, দুঃখ! শীগ্‌গির দেখিয়ে দে, বসন্ত ছেলে মানুষ, এখনি তার মুণ্ড নিয়ে ভ্যাঁটা খেলাবে।

সৈন্য। ও পাপীয়সী পিশাচি! অন্যে পরিচয় দেবে কেন, আমিই পরিচয় দিচ্ছি, এই দেখ্‌ আমিই বিজয় বসন্তের আর দুখের কাল সম দাঁড়িয়ে আছি, আবার তোরা এসেছিস্, তোদেরও ঐ সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। লোকে প্রদীপে তেল শল্‌তের যোগ করে কেন? অগ্নিতে দগ্ধ কর্‌বার জন্য,— তাতে ফল হয় কি? গৃহের অন্ধকার নাশ করে,—তেমনি বিধাতা বিজয়াদি আর তোদের এক যোগ করেছেন কেন?—আমার দ্বারায় নিপাত হবি ব'লে, ফল হবে কি? না মহারাণী দুর্জ্জময়ীর সুখের ঘরে শত্রুরূপ অন্ধকার নাশ হবে। আয় তোরা যত আছিস্ আয়, এ কাঁচা ছেলে নয়, এখনি যমালয়ে পাঠাচ্ছি!

যোগিনী। কি বল্লি কি বল্লি, দুর্জ্জময়ীর সুখের ঘরে আলো ক'রে দিবি, আ আমার পোড়া কপাল, সে আশায় আজ হ'তে ছাই প'ব্‌লো; এতদিন ঢাকা আগুন ছিল, এখন ঝড় এসেছে, আর ছাই থাক্‌বে না, আগুন জ্বলে উঠ্‌লো। পাপাশয়! তুই কি ভেবেছিস যে ফাঁকে ফাঁকে বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বো, ওরে তা হবে না, এখনও ধর্ম্ম আছে, আমাদের কাছে কেউ লুকিয়ে থাক্‌তে পারবে না, পারেওনি। আমি তোকে জানিনে? নরাধম! তুই যে কামিখ্যা রাজার কোটালের পুত্র, দুর্জ্জময়ীর উপপতি, পুরুষবেশে আস্‌তে পারবিনে ব'লে দুর্লতা নাম ধ'রে দুর্জ্জময়ীর দাসী হয়ে আছিস্, আর দুজনায় মন্ত্রণা ক'রেছিস্ বিজয় বসন্তকে বিনাশ ক'রে নিদ্রাবস্থায় রাজার গলায় ছুরি দিয়ে নিজে রাজা হবি, তা হ'লেই দুর্জ্জময়ীর সুখের ঘরে আলো দেওয়া হ'লো।—পাপাত্মা! আর গোপনে থাক্‌লো না, এতদিনে ধর্ম্মের কাটি দুর্জ্জময়ীর কলঙ্কের ঢাকে প'ড়্‌লো, আর ঢাকে না।

সৈন্য। দুঃশীলে! যা মুখে আস্‌ছে তাই বলছিস্, দুর্জ্জময়ীর কলঙ্ক, আরতো সহ্য হয় না, তুই যতক্ষণ ধরাধামে থাক্‌বি, ততক্ষণই আমাকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হবে, এখনি তোদের ভব সংসার হ'তে তাড়িয়ে দিচ্ছি, এই অসিতে (অসি দর্শন) সব ছেদন ক'র্‌বো, আয় পাপিনি!

যোগীনী। হাঁ এস, আমাদের ধরাধাম হ'তে বিদায় ক'রে যন্ত্রণার বিরাম কর, আমরাও তাই চাই, এ অসিতে আর অসিতার দাসীরে ডরায় না, আমাদের রাণীর তরবার নিয়েই কারবার। (সক্রোধে) দুরাশয়! এখন তুই জান্তে পাচ্ছিস্‌নে, আমরা কে? তোর গুপ্ত কথা ব্যক্ত ক'ল্লেম, তবু তুই আমাদের সামান্যা মানবী বোধ কচ্ছিস্, তবে এখনি নিতান্তই যমালয়ে যাবি, তারি পূর্ব্ব লক্ষণ বিকার জন্মেছে, নতুবা তোর এখনও ভয় হ'চ্চে না!

(গীত)

নাই ত্রাস অন্তরে।
তোরে নিতান্ত যেতে হবে কৃতান্ত-পুরে।
অন্ত জানিস্‌নে অশান্ত ভ্রান্ত বধিতে চাও বিজয় বসন্তে।
হলি যে পক্ষ বিপক্ষ সে পক্ষ স্বপক্ষ,
বিরূপাক্ষ-বক্ষ-বিহারিণী, ত্রৈলোক্য তারিণী,
বলি কালীভক্তে দিবি বলি, এত বলে তুই বলী,
হ'লি ভুবন ভিতরে।

সৈন্য। (স্বগত) তাইত, এরা গুপ্ত বিষয় জান্‌লে কেমন ক'রে, এদের আকার প্রকারে সামান্যা রমণী ব'লে বোধ হ'চ্চে না, কি সর্ব্বনাশের কথা! এ কথা প্রকাশ হ'লেত আর আমাদের কারু রক্ষা নাই। এ যে আমাদের পরম শত্রু দেখ্‌ছি। যারা যারা এখানে আছে সকলকেই ত বিনাশ ক'র্‌তে হ'লো। অগ্নি, রোগ আর শত্রুর শেষ রাখ্‌তে নাই, কালে বলবান্ হ'তে পারে,—না, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, দুর্জ্জময়ী আমাকে আস্‌তে দেয় না, আমি না এলেত সর্ব্বনাশ হ'তো, এরা যখন আমাদের কৌশল জান্তে পেরেছে, তখন বেঁচে থাক্‌লে প্রকাশ হ'তে বাকি থাক্‌বে না, না আর

নিশ্চিন্ত হ'ব না। (প্রকাশ্যে) ও বীরদর্পিণি! তোর সকল দর্প দূর ক'র্‌ছি দেখ্, স্ত্রীহত্যা ক'রতে নাই কিন্তু শত্রু হ'লে রণক্ষেত্রে স্ত্রীই বা কি, পুরুষই বা কি ; অগ্নি দাহন কালে কি দেব-গৃহ কি বাস-গৃহ বিচার করে? আয় পাপিনি! আগে তোকে ছেদন ক'রে পরে ঐ তিনটেকে যমের বাড়ী পাঠাব!

যোগিনী। ও অধর্ম্মচারি! ক্ষুদ্র জাতি পামর! আমরা কি সমর ক'র্‌তে ডরাই? যখন শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরকে ভয় করিনি, তখন অন্যকে লক্ষ্য ক'র্‌ব? গজ-শিরো-বিদীর্ণ কারিণী সিংহী কি শৃকরকে দেখে ভয় করে? না কালিয়-সর্প-পীড়নকারী গরুড় কখন মক্ষিকাকে লক্ষ্য করে? আয় পাপাশয়! বিলম্ব করায় ফল নাই, যদি ইচ্ছা হ'য়ে থাকে যুদ্ধ দে, বিজয় বসন্তের সকল কণ্টক দূর ক'রে যাই।

সৈন্য। আয়—আয় পাপিনি। এই আমি অসি হস্তে ক'রে প্রস্তুত আছি, দেখি কে কার মুণ্ড ছেদন করে—আয়, রমণীকুলে কোন কোন বিষয়ে পুরুষজাতিকে বলহীন ক'র্‌তে পারে, কিন্তু রণে নয়, যুদ্ধ দে।

যোগিনী। বেশ বেশ বেশ, তারা তারা তারা (উভয়ের যুদ্ধারম্ভ, সৈন্যের পতন) জয় কালী জয় কালী—এইত দুরাত্মার পতন হ'লো, দুখিরাম! এইত তোমাদের শত্রু হত হ'লো, এ পাপাত্মা যে কার্য্য ক'রেছে তা বর্ণনা ক'র্‌তেও পাপ জন্মে ; নিজ প্রভুকন্যাকে ব্যভিচার দোষে দোষী ক'রে এখন পর্য্যন্ত তার সহবাস সুখ ভোগ ক'চ্ছিল? পূর্ব্বেই ব'লেছি ও জাতিতে চণ্ডাল, কানিখ্যার কোটালপুত্র স্ত্রীবেশ ধারণ ক'রে দুষ্টা দুর্জ্জয়ীর দাসী হ'য়ে কাল যাপন ক'চ্ছিল, আজ সে ব্রত উদ্‌যাপন হ'লো। যে অপকর্ম্ম তিন দিনের উর্দ্ধ গোপন থাকে না, সেই কার্য্য এরা এ পর্য্যন্ত গোপনে রেখেছিল, ধন্য এদের চাতুরীকে! ধন্য জয়সেনের স্ত্রৈণতাকে! ধন্য ধর্ম্মের সহ্য শক্তিকে! তোমাদের সকলের বিশ্বাস জন্য আমি এই পাপাত্মার পরিচয় বিশেষ রূপে দিয়ে যাচ্ছি।

দুখে। আবার কি পরিচয়, আবার কি পরিচয়, সবতো শুন্‌লেম।

যোগিনী। শুন্‌লে আবার চক্ষে দেখ, এই যে পাপাত্মার শ্মশ্রু দেখ্‌ছো, ও

প্রকৃত নয়, কল্পিত, মুখ হ'তে তুলে নিলেই স্পষ্টই জান্তে পারবে যে এ সেই দুর্লতা দাসী বটে কি না।

দুখে। সত্যি নাকি, কই দেখি দেখি, (বদন হইতে দাড়ি মোচন) ও বাবা— সব যে উঠে প'ল্লো, দাড়িটীত বেশ বানিয়েছিল, আহা! কেমন মানিয়েছিল, এখন আবার মুখ খানা দেখ, (তুলিয়া সকলকে দর্শান) ঠিক ঠিক ঠিক, সেই দুর্লতাই বটে, কি সর্ব্বনাশ, এ বেটা বাড়ীর ভেতর মেয়ে হ'য়েছিল, এদ্দিন কেও টের পায়নি, আমরা ভাব্‌তাম মেয়ে না মেয়ে—"পাঁটার আবার বাঁট আছে দুদও দেয়।"

যোগিনী। দুখিরাম! উনি রাণীর বেগুন-তরকারী ছিলেন।

দুখে। বেগুন-তরকারী হ'তেও বেশী, "গোল আলু"—বেগুন ত দোমে লাগে না, আলু যে দোমেও আছে, যাহ'ক্ এইবার এক দোমেই ফরসা, গুদমের মাল গুদমেই ছিল, আজ উদোম ক'রে জানা গেল, যাহ'ক্ রাজাকে সংবাদ দেয় কে, তিনি না জান্তে পাল্লেত মজা হচ্ছে না।

যোগিনী। তাঁকে জানাতে লোক আছে, ধর্ম্মই জানিয়ে দেবেন, ঐ বেটার পরামর্শে বিজয় বসন্তের এই দুর্গতি; উনি স্থির ক'রেছিলেন, এদের মেরে রাজার গলায় ছুরি দিয়ে নিজে রাজা হবেন, তা ধর্ম্মের তরিতে অধর্ম্মের বোঝাই হ'লে চ'ল্‌বে কেন? এখন তোমরা এ রাজ্য ছেড়ে অন্য স্থানে যাও, জয়সেনের দুর্গতির সীমা থাক্‌বে না, আর বিলম্ব ক'রো না, আমরাও চ'ল্লেম, এই পাপাত্মার দেহ এই খানেই থাক্, রাজার দেখা চাই, নইলে সে স্ত্রৈণ রাজা বিশ্বাস ক'র্‌বে না, সে পর্য্যন্ত এ নরাধমের দেহ শৃগাল কুকুরেও খাবে না।

[প্রস্থান।

বসন্ত। দাদা! এরা সব কে? আমার দেখে যে বড় ভয় হ'চ্ছে, কোথা থেকে এলো, ও কার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌লে, দুর্লতা দাসী ছিল, ও পুরুষ হ'লো কেমন ক'রে? ওকে মেরে ফেল্লে কে? আবার যাবার সময় তারা ব'লে গেল, এদের নিয়ে এ রাজ্য পরিত্যাগ কর। দাদা! কথার ভাব যে কিছুই

পাচ্ছিনে, এখানে আর থেক না, থাক্‌লে আবার কে আস্‌বে, আমাদের কাট্‌তে চাবে। (দুখের প্রতি) ও দুখে দাদা! আমাদের এখান হ'তে নিয়ে চল, আমায় বড় ভয় হ'চ্ছে।

দুখে। হাঁ ভাই, চল আর দেরি করা হবে না, রাজা যদি শুন্তে পায়, হয়ত সেও খাঁড়া নিয়ে এসে দাখিল হবে, এস পালাই। পুরুত বেটার দেখে শুনে মূর্চ্ছা হ'য়েছে, দাঁও মারতে এসেছিলেন,—আমার এমনি ইচ্ছে হ'চ্ছে, তলোয়ারের একটা খোঁচা দিয়ে যাই, কি ব'ল্‌ব বামুন! থাক্‌ ও বেটা ঐ রকমেই থাক্‌, মূর্চ্ছা না ভাঙ্গতে আমরা পালাই এস। (প্রস্থান।

(গীত)

আয় বসন্ত আয়রে ভাই যাই অন্য দেশে,
কাজ নাই আর পাপ রাজ্যে থেকে পিতার দ্বেষে॥
ভাই তোরে ক'রে কোলে, চলে যাই আমরা সকলে,
ডাক্‌বো দুর্গা দুর্গা ব'লে, ক্ষুধা কি পিপাসা হ'লে।
আমাদের মা অন্নপূর্ণা অন্ন দেবেন দেশে বিদেশে॥

দেবল ঠাকুর। (মূর্চ্ছা ভঙ্গ—চতুর্দ্দিক্‌ দর্শন) কোথায় আছি, সেই কালীবাড়ী, না যমের বাড়ী;—আমাকে কেটে ফেলেছিল নয়, তাই ত, কই দেখি গলাটা আছে কিনা, (হস্তদ্বারায় গলা বিশেষ করিয়া দর্শন) কতক আছে আছে বোধ হচ্ছে, উঁহুঁ—বিশ্বাস হচ্ছে না, মেপে দেখ্‌তে হ'লো, (আঙ্গুল দিয়া মাপ) আঁ, আট আঙ্গুল ছিল নয়, এ যে কম বোধ হ'চ্ছে, আর আঙ্গুল খানেক কি একটু আদটু বেশি, সে টুকু কোথায় গেল? ছেটে ছুটে নিয়ে গেল নাকি,—কিছু খেতে টেতে পার্‌বোত, কই ঢোক্‌ গিলে দেখি, (কোঁত করিয়া ঢোক্‌ গেলা) একটু আদটু পার্‌বো বোধ হ'চ্ছে, কিছু পেলে ভাল

ক'রে পরখ ক'র্‌তেম, ঐ—ইস্‌, সে নৈবিদ্দি গুলো কোথা গেল? (কিঞ্চিৎ কাঁদিতে কাঁদিতে) ওমা! এ যে নিত্তি পূজর নৈবিদ্দি খানাও নেই,—ওমা কি হবে, এখানে এই দশা, বাড়ী গেলে আর কিছু খেতে পাব না - কেবল ঝাঁটা! পূজোর চেলি কই? - সে সোণার গহনা গুলো কই?—সাল্লে দেখ্‌ছি, এ সব সেই পেত্নী গুলো নিয়ে গিয়েছে। বড় রাণী যে মরে পেত্নী হ'য়েছে তা কি আগে জানি, তাহ'লে কি এমন ঝকমারি ক'র্‌তে আসি! আবার বড় রাণীকে পেত্নী ব'ল্‌ছি, আসবে নাকি, (নেপথ্যে শব্দ) ও বাবা ও—কিসের শব্দ, ওমা—ঐ—গো—ও—ও—ও—(কম্প) না—এলো বুঝি, (চারি দিকে দর্শন) না বাবা প্রাণ থাকলে অনেক জায়গায় অনেক জুটবে, এ কালীবাড়ীকে নমস্কার, আর এ মুখো না—নমস্কার, আর এর নাম না—নমস্কার, বাবা! রাত নেই দিন নেই একা একা এইখানে আসি পেত্নীর আড্ডা, রাম নাম মানে না, নিজেই বলে রাম রাম বল, আরে মলো —ভূতে রাম নাম ক'ল্লে, কালে কালে হ'লো কি? যে ইস্থমূলের গন্ধে সাপ পালাত, সেই ইস্থমূলের গোড়ার সাপ জড়িয়ে থাক্‌লো, অবাক্ হলেম বাবা অবাক্ হ'লেম! যে সুধা স্মরণ ক'রলে আনন্দ হয়, এর পর বোধ হ'চ্ছে স্মরণ দূরে থাক্, সে সুধা পান ক'ল্লে আনন্দ কি নেসা পর্য্যন্ত হবে না। ওমা! চোখের পলকের মধ্যে কাণ্ড কারখানাটা হ'লো কি! আর কিছুই নেই, যেন স্বপন দেখে উঠ্‌লেম, এখনও কাঁপুনি থাম্‌লো না, যম কাঁপুনি বাবা যম কাঁপুনি! যাই, রাজাকে গিয়ে বলিগে, তিনি গয়ায় যা'ন, বড়-রাণীর নামে পিণ্ডি দিয়ে আসুন, আর দুর্জ্জয়ময়ীকে দূর ক'রে দিয়ে যা'ন। যাই—তার গুণের কথা বলিগে, সেই হতভাগিনী ব্যভিচারিণী হ'তেইত এই সব হ'লো। কি আশ্চর্য্য, এ কাজ ক'র্‌তে প্রবৃত্তি হ'লো কেমন ক'রে? তা কুলটার অকার্য্যই কি আছে? কি ভয়ঙ্কর কথা, বিজয় বসন্ত অন্ত হ'লে পতির প্রাণান্ত ক'র্‌তো! ওমা! কথাটা ব'ল্‌তেও যে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ ক'চ্ছে! যার এত সুখ, সে কি দুঃখে অসতীধর্ম্ম অবলম্বন ক'ল্লে? রাজা রাজ্‌ড়াদের ঘরেই যদি এই রকম তা হ'লে আমরাত নেই।—তার খাবার দুঃখ নেই, খড় গাছনী কেটে

তখানা ক'র্‌তে হয় না, মাটিতে পা দিয়ে হাঁটতে হয় না, দাসীতে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে, নাইয়ে দিচ্ছে, গা মুছিয়ে দিচ্ছে, এক জনায় কাপড় পরাচ্ছে, একজনে কাচ্ছে, আদরে অঙ্গ মাখা, পোড়াকপালী এত সুখে যখন এ কাজ ক'র্‌তে পেরেছ, তখন আমাদের মত লোকের ত মাগ নিয়ে ঘর করা হয় না দেখ্‌ছি! তারা যা মনে করে তাই ক'রতে পারে। এত পাহারা, এত আঁটাআঁটি, পাখীটি পর্য্যন্ত বাড়ীর উপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে না, তার ভেতর যখন এমন কাজ, তখন আমাদের ত দোর নেই, দোর খাচ্ছে দেয়াল ভাঙ্গা, সব এলো—কোথা দিয়ে কে এলো কে গেল, ঠিক ক'রতে পারা যায় না; তবে কি ব্রাহ্মণী কোন বিভ্রাট ঘটিয়েছে?—তাই বা কেমন ক'রে ব'ল্‌বো? আমাদের সব ধর্ম্মের উপর মাদার, এ দ্বার ও দ্বার ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়, ঘরের দ্বার হয় ত অবারিত, কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি! ভাল, একবার মনকে সুধুই, (মনের প্রতি) মন (আপনা আপনি) উ, তোমার মনে কি ন্যায়? উঁহুঁ। (দীর্ঘনিশ্বাস) খাম বল বাহ্‌লাম, তা বড় ঘর হ'তে গরীব গুর্‌বোর ঘর অনেক ভাল, এমন তেমন দেখ্‌লাম, লাটীর আগায় ভূত ঝাড়ালাম বাবা! না হ'ক্‌ যার স্ত্রী কুলটা তার বাঁচন চেয়ে মরণ ভাল, ছি ছি—সে লজ্জা রাখ্‌বার স্থান আছে? স্ত্রী অসতী হ'লে তার কি ভাবিয্য আ'ছ?

(গীত)

হলে ভাসা অসতী।
বৃথা তার বসতি, ক্রমে সমূলস্য বিনশ্যতি।
লোকে তারে নিয়ে করে না ব্যাভার,
সভার মাঝে তার সদা বদন ভার,
আবার প্রাণ রাখা ভার, কখন গলায় ছুরি দেয় যুবতী।

দেবল। যাই, আপনা আপনি বলা আর অরণ্যে রোদন করা সমান কথা, কোন ফল নাই। তখনি রাজাকে ব'ল্লাম, মহারাজ! বুড়ো বয়সে আর বিয়ের কাজ নেই, তখন শুন্‌লেন না, এখন সাম্‌লান; যা থাকে কপালে মহারাজকে আচ্ছা ক'রে ব'ল্‌বো, ঐ যে রাজার আদুরে রাণীর দাসী দুর্ল্লভা, হারামজাদা, রাজত্ব নেবেন ব'লে প'ড়ে জমি মাপ্‌ছেন, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, চল্লেম। (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনভূমি।

বিজয়, বসন্ত ও দুখের প্রবেশ।

বসন্ত। দাদা! এ কোথায় এলেম, এখানে এত গাছ পালা কেন, ভাল পথ নেই, আমাদের বাড়ীতে পশুশালায় পক্ষিশালায় যে সব বাঘ ভালুক আর পক্ষী রেখেছে, তারা ঘরের ভেতর পোরা, এখানে যে সব এ দিক্ ও দিক্ ক'রে বেড়াচ্চে, আমি শুনেছি ওরা মানুষ খায়, হা দাদা! শেষে আমাদের খেয়ে ফেলবে? দাদা! এ কোথায় নিয়ে এলে? আমার যে বড় ভয় হ'চ্চে, আমাকে ঘাড়া নিয়ে চল, আমাদের সে কোটা কই, আমার শাস্তা আয়ি কই, আমি তার কোলে উঠবো!

বিজয়। (সরোদনে) হা বিধাতঃ! কল্লে কি? যে বসন্ত অনুদয়ে ক্ষুধায় কাতর হয়, সে শিশুকে কেমন ক'রে সে সময়ে আহারাদি দেব। যে মাতার হৃদয় ব্যতীত ঘুমায় না, সে কেমন ক'রে এই কঠিন শিলায় বন্ধুর প্রদেশে ধূলিতে শয়ন ক'রবে? তুমি যখন জীবের ভাগ্য লেখ তখন কি কিছুমাত্র বিবেচনা কর না! তোমার মুহূর্ত্তকাল জীবনের মধ্যে জীবের কতশত বার জন্ম মৃত্যু হয়, তবে জীবকে অবশ্যই তোমার নিতান্ত ক্ষুদ্র ব'লে জ্ঞান আছে, কই তোমার লিখনটি তো ক্ষুদ্র নয়! জীবের সামান্য ভাগ্যে এত লেখবার স্থান কোথায় পাও? তবে বুঝ্লাম তোমার

মুহূর্ত্তকাল জীবের জীবন যেমন গণনার মধ্যেই আসে না, কারণ ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র; তদ্রূপ জীবের ভাগ্যে লিখিত বর্ণগুলিও অতি ক্ষুদ্র দর্শনপথে আসে না, নতুবা ঘুমালে যাকে জাগান যায় না, আপনার পরিবেশ বন্ধের ফাঁদে যে আপনি বাঁধা পড়ে, যে লোভ পরতন্ত্র হ'য়ে দেব দ্রব্য ভক্ষণ করে, তারই কপালে কি না মাতৃহীনতা, আবার বনবাস! এই অবোধ শিশু হিংস্রক পশু পূর্ণ বনে কেমন ক'রে রক্ষা পাবে? হা ভগবন্ পদ্মপলাশলোচন! তুমি বন মধ্যে ধ্রুবকে রক্ষা ক'রেছে, কিন্তু সে নিয়ত পদ্মপলাশলোচন পদ্মপলাশলোচন ব'লে ডেকেছিল, বাঁচবার উপায় মার নিকটে শিখে এসেছিল, তুমিও সেই শিশুকে রক্ষা ক'রেছ; বসন্ত সে কিছুই জানে না, অদ্যাবধি মুখ হ'তে স্পষ্টাক্ষরে বাক্য নির্গত হয় নি, সে কেমন ক'রে তোমাকে ডাক্‌বে? যে রাম ব'ল্‌তে নাম, হরি ব'ল্‌তে হই, দুর্গা ব'ল্‌তে দুগ্‌গা বলে, সে কিরূপে হরিবোল হরিবোল, মধুসূদন মধুসূদন ব'লে ডাক্‌বে? দয়াময়! ঐ নামের গুণ প্রকাশ ক'রে নিরাশ্রয় শিশুকে রক্ষা কর। হে দেবদেব মহাদেব! তুমি নিয়ত পশুপালন, পশু সঙ্গে বাস, পশু সঙ্গে ক্রীড়া কর ব'লে পশুপতি নাম ধারণ ক'রেছ, হে পশুপতে! আশুতোষ! এই ভয়ঙ্কর পশুগণের করাল বদন ও সুতীক্ষ্ণ নখর হ'তে এই শিশু বসন্তকে রক্ষা কর। ওমা বিরূপাক্ষবিলাসিনি! বিন্ধ্যাচলবিহারিণি! বিজয়ে! বিজয়ের প্রার্থনার প্রতি কি কর্ণপাত ক'র্‌বে? মা, তুমি ভিন্ন এ অরণ্য মধ্যে আমাদের আর কে আছে? কৃপাময়ি! কৃপা কি হবে না, তোমার অসংখ্য সন্তান ব'লে কি স্নেহের তারতম্য আছে? না তা'তো বোধ হয় না, কেন না সামান্যা স্ত্রীতেও নিজ গর্ভে যত সন্তানকে ধারণ করে, সকলের প্রতিই সে মাতার সমান মায়া, সমান দয়া;—মা! তুমি অসামান্যা হ'য়ে, ব্রহ্মাণ্ড নিজোদরে ধারণ ক'রেছ, তোমার পুত্রগণের প্রতি স্নেহ মমতা সমান হবে না কেন? মা! বসন্ত অন্য দেব দেবীর নাম উচ্চারণ ক'র্‌তে পারে না, কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে মা ব'ল্‌তে ত পারে;—মা! তুমি ভিন্ন আর ত আমাদের মা নাই; যে মাতার গর্ভে জন্মেছি তিনি ত অনেক দিন আমাদের ছেড়ে ভুলে আছেন, দেখ মা তুমি যেন ভুল না। মা দুর্গে!

আমি শুনেছি, সক্ষম সন্তানের প্রতি মাতার তত লক্ষ থাকে না, কারণ সে আপনা আপনিই উপায় ক'রে নিতে পারে, কিন্তু অক্ষম সন্তানের প্রতি নিয়ত লক্ষ থাকে, কেন না, তার মাতৃবলেই বল। মা মাতঙ্গি! আমাদের তুল্য অক্ষম আর কেউ নাই, আজ দেখ্‌বো মায়ের কেমন দয়া! যদি কোন পশুতে গ্রাস ক'রতে আসে, অম্‌নি দুর্গা দুর্গা ব'লে তার সম্মুখে দাঁড়াব, যদি অনিষ্ট করে—এই ভবসংসার মাঝে ভব-বাক্য মিথ্যা হবে, অকলঙ্ক দুর্গা নামে কলঙ্ক হবে।

(গীত)

রক্ষ মা শরণে মোক্ষদায়িনি।
বনে প্রাণ গেলে নামে কলঙ্ক (কেহ আর লবে না লবে না)
(এই ভবের মাঝে নাম লবে না লবে না)
হবে যে ত্রৈলোক্যতারিণি॥
ব'লে দিলে আমি মা যে, বিপদে জন সমাজে,
কিংবা বন মাঝে, ডেকো, (আমি ভুলি নাই ভুলি নাই)
(ভোলানাথের ভার্য্যে) ত্রাহি দুর্গে দুঃখহারিণি॥

বসন্ত। দাদা! আমাকে শান্তার কাছে নিয়ে গেলে না? আমি যে আর এখানে থাকতে পাচ্ছিনে, দাদা! কাঁদ্‌চো কেন? হাঁ দাদা! আবার তোমাকে কে মারবে?

বিজয়। (সরোদনে) ভাই বসন্তরে! আর কে মারবে, সেই দারুণ বিধাতা যে মেরেছেন, সেই যন্ত্রণার ত শেষ হ'লো না, তাতেই কাঁদ্‌চি। ভাই! শান্তা আমি ব'লে কাঁদ্‌চ, আর তার আশা ক'রো না, তাকে জন্মের মত ছেড়ে এসেছি।

দুর্গে। আবার কি, বিজয়! তুমিও যে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লে, আবার কান্না কেন? এ বনে তোদের কিসের অভাব? (বসন্তের প্রতি) হা ভাই বসন্ত! সিংহ

ব্যাঘ্র দেখে তোমার ভয় হ'চ্ছে, এতে ভয় কি? ও যে আমাদের মায়ের বাহন, তোমরা যেমন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াও, তোমাদের মাও তেমনি সিংহে চড়ে বেড়ান, মার বাহনে কি ছেলেকে খায়, বল দেখি, তোমার দাদার ঘোড়া কি কখন তোমাকে কাম্‌ড়েছে? উচ্চ কোটায় উঠ্‌বে, আমার ব্রহ্মকোটায় উঠ, মস্তকের কাছে উচ্চ তো আর কিছুই নাই। বন দেখে ডরাচ্ছ, ঘরের ভেতর থাকবে? এস আমি তোমাকে হৃদয়মধ্যে রাখ্‌ছি, এ ঘর হ'তে ত আর সে ঘরের কারিকুরি বেশী নয়। গজস্কন্ধে উঠে বেড়াতে চাও, এস আমার স্কন্ধে এস, গজের মস্তকে মাহুতে ব'সে চালায়, আমার মস্তকে দুর্গা মাহুত আছেন, তিনি যেখানে চালিয়ে নিয়ে যাবেন, তোমাকেও সেইখানে নিয়ে যাব। শান্তা দাসিকে চাও, আমার শ্রদ্ধা তোমার শান্তা দাসি হ'তে নিয়ত তোমাকে যত্ন ক'রবে। চাকরে তোমাদের নানা কার্য্য ক'র্‌তো, আমার কর তোমাদের চাকর হবে। ভাবে? মা যাদের জগদম্বা তাদের আবার ভাবনা কি!

বিজয়। দাদা। নিদাঘ কালে আতপ-তাপিত ব্যক্তি সরোবরের তীরস্থ বটচ্ছায়া প্রাপ্ত হ'লে যেরূপ সুস্থ হয়, ও সর্ব্ব-দুঃখ-হারিণী নিদ্রাদেবী এসে তার সকল সন্তাপ দূর করেন, আমরাও তেমনি বিধাতার দ্বেষ রূপ নিদাঘ কালে প্রচণ্ড রবি রূপ পিতার কঠিন আদেশ তাপে তাপিত হ'য়ে, আশা সরোবরের সংকুল রূপ কুলোদ্ভব তোমাকে বট বৃক্ষ রূপে প্রাপ্ত হ'য়ে সুস্থ হ'য়েছি, আবার তোমার কথা সর্ব্ব সন্তাপ নিবারিণী নিদ্রা-দেবীর ন্যায় কর্ণকুহর দিয়ে দেহ মধ্যে প্রবেশ ক'রে সকল দুঃখ দূর ক'রেছে। দাদা! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে, তোমার বাড়ী কোথায়? তোমার আকার প্রকারে, কার্য্যাদির কৌশলে ও বাক্-পটুতায় কখন নীচ কুলোদ্ভব ব'লে বোধ হয় না, আমার বোধ হ'চ্ছে, তুমিও আমাদের মত কোন হতভাগা। দাদা! আমার কাছে তোমার প্রকৃত পরিচয় দিতে হবে, নতুবা ছাড়্‌ব না।

দুখে। বিজয়! তুমি পাগল, আমি নীচ বই কি, আমার আবার পরিচয় কি? আমি তোমাদের চাকর, কোটালি ক'রেছি জান না? নীচ

জাতি নইলে কেউ কি কোটালি করে? পেটের দায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমি কোটাল, এস ভাই বসন্ত কোলে এস। (বসন্তকে কোলে গ্রহণ)

বিজয়। দাদা! যদি তুমি পেটের দায়েই এমন নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলে, তবে আমাদের সঙ্গে দুঃখ সাগরে ভাস্‌তে লাগ্‌লে কেন? এখানে তোমার পেটের দায় কে নিবারণ ক'র্‌বে? ও কথা যে বিশ্বাস হ'চ্চেনা। আর মশানে সেই যোগিনী রূপিণী রমণীরা যে তোমাকে জ্যোতীশ্বর ব'লে ডাকলে, তুমি তাতে ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে "না, না, আমি দুখে আমি দুখে" আমার সেই পর্য্যন্ত সন্দেহ হ'য়েছে; তুমি কে বল, আর সে যোগিনীদের সঙ্গে তোমার কিসে এত আলাপ হ'লো তাও বল, নইলে আমি ছাড়্‌ব না; যদি না বল তবে আমি বড় অসুখী হব।

দুখে। (স্বগত) এ যে বড় দায় দেখ্‌ছি, আমার পরিচয় ত এখন দেওয়া হবে না, যদিও দিলে কোন হানি ছিল না, বাস্তবিক বিজয় যা সন্দেহ ক'রেছে আমি তাই বটে, আমিও বিমাতার দোষে দেশান্তরী হ'য়ে এই দুর্গতি ভোগ ক'র্‌ছি, তবে জয়সেনের কোটালি স্বীকার করার তাৎপর্য্য আর কিছুই নয়, কেবল আমার মত জগতে আর কেউ আছে কি না তাই দেখ্‌বার জন্য। শুনলাম, রাজা জয়সেনের প্রথম পক্ষের পুত্র আছে, আবার বিবাহ ক'রেছে; তাই শুনে পরীক্ষা ক'র্‌তে গিয়েছিলাম তা উত্তমরূপে পরীক্ষা হ'লো; কিন্তু শান্তারূপিণী দুর্গার অনুমতি আছে এখন পরিচয় দিও না, কেমন ক'রে পরিচয় দিই? মৌন হয়ে থাকাই ভাল, আমার নাম জ্যোতীশ্বর যদিও শুনেছে, তার পরিচয় কি পাবে? তবে বিজয়ের মনে সম্পূর্ণ সন্দেহ হয়েছে বটে, নিতান্ত না ছাড়ে গোপন হতে হবে, কিন্তু কাছ ছাড়া হওয়া হবে না, যদি দেখা দিতে হয় বেশান্ত গ্রহণ ক'র্‌বো। এই বনে আমার পূর্ব্ব বেশ ত সব যোগাড় আছে শিরীষ বৃক্ষে অর্জ্জুনের অস্ত্রাদি গাণ্ডীব ধনু যেমন শবের ন্যায় লম্বমান ছিল, এই বনের এক শাল বৃক্ষে আমার ও পরিচ্ছদাদি সব শবাকারে লম্বমান দেখ যাক কতদূর কি হয়, চুপ ক'রেই থাকি।

বিজয়। দাদা! চুপ করে থাক্‌লে যে? ব'ল্‌বে না দাদা! যদি পরিচয় না দেও তা হলে আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কব না, এমন কি বসন্তকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে চ'লে যাব, শীঘ্র পরিচয় দেও।

বসন্ত। হাঁ দাদা! আমাকে ফেলে কোথায় যাবে? তবে কি আমি একলা বনে থাক্‌বো? দাদা! আমার যে বড় খিদে লেগেছে, দাদা? আর যে থাক্‌তে পাচ্ছিনে, দাদা! শীগ্‌গির কিছু খাবার এনে দেও, নতুবা বাঁচিনে।

(গীত)

ক্ষুধাতে প্রাণ যায় গো মরি মরি।
সহে না সহে না, ক্ষুধার যাতনা,
(চক্ষে আঁধার দেখি দাদা) (আমি মলাম আর বাঁচিনে গো)
খেতে দেও দেও পায়ে ধরি ॥
দাদা, বনে প্রাণ যায় পাছে, শান্তা আমির কাছে,
রেখে এস ত্বরা করি।
অঙ্গ যে অবশ, গেল গো দিবস,
(সারাদিন উপবাসে) (দাদা খেতে কি আর দেবে না গো)
দেখ এলো বিভাবরী ॥
দাদা এলে কি কারণে, এ ঘোর কাননে,
সে সব পরিহরি।
কি আছে অন্তরে, বল বসন্তরে,
(কিছুই যখন দিলে না গো) (দাদা খেতে না দিয়ে মারিলে)
রাখ নয় দেও গলায় ছুরি ॥

বিজয়। হারে বসন্ত! বল্লি কি, একে তোর এই মলিন ভাব দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে, আবার তুই এমন নিদারুণ কথা বল্লি! হারে! আমাকে কি তুই ক্ষুধার কথা আগে ব'লেছিলি? তবে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তোর ক্ষুধা হয় বটে, কিন্তু বসন্ত! আজ সূর্য্যোদয় ছেড়ে তিন প্রহর গত হ'য়েছে ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ত বল নি,—আমার কি আর ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা মনে আছে? কিসে তোকে বাঁচাবো তাই ভাবছি; তুমি বল্লি গলায় ছুরি দেও, বসন্তরে। তুই গলার ছুরি দেও বল্লি, কিন্তু আমার বক্ষে শূল বিঁধ্‌লো; তা কি! এখনও প্রাণ থাকলো! শরাঘাত ব্যর্থ হ'লো। (রোদন)

দুখে। বিজয়, ও কি ভাই! বসন্তের কথায় কি দুঃখ ক'রতে আছে? কেঁদ না, কি ব'ল্লে কি হয় তা কি ও ছেলেমানুষে জানে! স্থির হও, বসন্তের কাছে ব'স, আমি ফল অন্বেষণে যাচ্ছি, বনের ফল তোমরা সব চেন না, এর মধ্যে অনেক বিষফল আছে, ভক্ষণ মাত্রেই জীবনান্ত হয়, সাবধান! দেখ যেন সে সব ফল খেও না, পাখীতে কি কাঠবিড়ালে যে সব ফল খাচ্ছে দেখ্‌বে তাই পেড়ে খাবে, তোমরা ব'স। (দুখের প্রস্থান)

বসন্ত। দাদা! দুখে দাদা সে অনেকক্ষণ গিয়েছে, কই এখনও এলো না, আমি ম'লাম যে, আমাকে কি কিছু খেতে দেবে না, দাদা! হয় খেতে দাও, নয়, আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল, আর সহ্য ক'রতে পাচ্ছিনে।

বিজয়। বসন্তরে! তোর এই ভাব দেখে ক্রমেই আমার অঙ্গ অবশ হচ্ছে, ভাই একটু স্থির হ, দুখে দাদা ফল আনতে গিয়েছে।

বসন্ত। দাদা! আবার স্থির হ'তে বল্‌ছো, আর যে থাকৃতে পারিনে, দাদা! তুমি যাও, শীঘ্র ফল নিয়ে এস, সে হয়ত কোথায় চ'লে গিয়েছে।

বিজয়। ভাই! তোকে একলা রেখে কেমন ক'রে যাব, যেতে যে মন স'র্‌ছে না, একলা থাক্‌তে পা'র্‌বে ত?

বসন্ত। দাদা! না আমি এইখানেই থাক্‌লেম, তুমি যাও, শীঘ্র এসো।

বিজয়। আচ্ছা ভাই চল্লেম, তুমি যেন এখান হ'তে কোথাও যেও না, আমি যে যাব সেই আস্‌বো। (প্রস্থান)

একটী ফল বসন্তের সম্মুখে পতন।

বসন্ত। এই যে একটী ফল দেখ্‌ছি, কে দিলে? দেখে দাদা, না দাদা, কই কাউকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, আমি এই ফলটী খাই, পরে দাদা যে ফল নিয়ে আস্‌বে তাও খাব, এখন এ ফলটীতেও কতক খিদে যাবে! (ফল ভক্ষণ) একি! গলা এমন ক'র্‌তে লাগ্‌লো কেন? পৃথিবী যেন ঘুর্‌ছে বোধ হ'চ্ছে, আমি যে দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, এ কি খেলেম, ও দাদা দাদা গো! কোথায় গেলে শীঘ্র এস, আমি দাড়াতে পাচ্ছিনে, বোধ হ'চ্ছে ম'লাম দাদা ম'লাম, আর বুঝি তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো না, দাদা গো! তোমার বসন্তের ভাবনা গেল,—বসি (উপবেশন) পাল্লেম না—শুই। (শয়ন

বিজয়। (অন্তরালে স্বগত) একি! হঠাৎ আমার চিত্ত চঞ্চল হ'য় কেন? চক্ষে জল আসচে কেন? (হস্ত হইতে ফল পতন) একি! বসন্তের জন্যে যে ফল পাড়্‌লেম, সে হাতের ফল ভূমিতে পড়ে কেন? এত দুঃখের উপরে কপালে-আরও কি দুঃখ লেখা আছে? আমার দুঃখের অন্ত নাই। বিধির মনে যদি এতই ছিল, তবে আমাদের রাজপুত্র কল্লেন কেন? একি! মন যে ক্রমেই অস্থির, আমার জীবনধন বসন্তেরই কি কোন অমঙ্গল ঘট্‌লো, তারি বা বিচিত্র কি? একে বালক, তাতে হিংস্র-পশু পূর্ণ বন,—না আর থাকতে পাচ্ছিনে, ভাই বসন্তের কাছে যেতে হ'লো। (গমন) কই বসন্ত কই, (বসন্তকে দেখিয়া) ও শুয়ে রয়েছে কে? বসন্ত নয়? দেখি, সেই ত বটে, বুঝি ক্ষুধায় ব্যাকুল হ'য়ে ঘুমাচ্ছে, ডাকি, ও ভাই বসন্ত! উঠ, এই ফল এনেছি খাও, বসন্ত ও বসন্ত! এত নিদ্রা কেন ভাই, আহা! সারাদিন অমনি গিয়েছে, জলবিন্দু মাত্রও পান করে নাই, ছেলে মানুষ কত সহ্য ক'র্‌বে। বসন্ত ও বসন্ত ভাই! উঠ উঠ, আহা! সূর্য্যের তাপে মুখ খানি আরক্ত বর্ণ হওয়ায় বোধ হ'য়ে-

ছিল, যেন বসন্তের মুখ খানি প্রচণ্ড রবিকে সেই তরুণ অরুণবর্ণ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, হে দিবাকর! সেই প্রাতঃকালের রূপ ধারণ কর। এখন আবার সেই মুখ খানি মলিন, যেন কৃষ্ণবর্ণ হয়েছে, ভাই! তোমার ক্ষুধা শান্তির জন্য আমি অনেক কষ্টে তাড়াতাড়ি ফল এনেছি, এই সেই ফল ধর, ভক্ষণ কর, ভাই! এত ডাক্‌ছি উঠ্‌ছো না, তবে কি আমার প্রতি অভিমান ক'রেছ, কোলে না ক'র্‌লে কি ফল খাবে না, এস কোলে ক'রছি, আমি কোন বিষয়ে কাতর হ'লে তোর মুখ দেখ্‌লেই আমার যন্ত্রণার শান্তি হয়, আয় কোলে আয়। (কোলে করিতে গিয়া বসন্তকে মৃতভাব দেখিয়া) একি। একি! চৈতন্য যে নাই ব'লে বোধ হ'চ্ছে, তাই ত! (হৃদয়ে করাঘাত) হা হৃদয়! তুই যে ভয়ে ব্যাকুল হ'য়েছিলি, দুরাত্মা বিজয়ের কপালে তাই ঘটেছে, ভাই বসন্ত আমার নাই, বোধ হয় কালসর্পে দংশন ক'রেছে, নতুবা মুখ দিয়ে কৃষ্ণবর্ণ বিম্ব উঠ্‌ছে কেন? বসন্তরে ও বসন্ত! ভাই। আমাকে ফেলে কোথায় গেলি? ভাইরে! আমাকে মাতা ত্যাগ ক'রেছেন, পিতা ত্যাগ ক'র্‌লেন, তুইও আমাকে ত্যাগ ক'রে গেলি, আমি কোথায় যাব? কার মুখ দেখে এ বিষম যন্ত্রণা দূর ক'র্‌বো? আর চাঁদমুখে আমাকে দাদা ব'লে কে ডাক্‌বে? আর কে ব'ল্‌বে দাদা ক্ষুধায় প্রাণ যায়? হায় রে কালক্ষুধা! তুই বসন্তকে ভক্ষণ ক'র্‌লি! বিজয়ের দেহ কি তোর প্রিয় নয়? বসন্তের দেহ কোমল ব'লে প্রিয় হ'লো, আর এ হতভাগ্য বিজয়ের দেহ কঠিন ব'লে কি ত্যাগ ক'র্‌লি! বসন্ত ও বসন্ত, ভাই! এত নিদ্রা কেন, ঘুম কি ভাঙ্গ্‌বে না, ভাই! এখনি যে ব'লেছ, দাদা! আমার বড় ক্ষুধা হ'য়েছে, আমি তাই শুনে অনেক কষ্টে ফল আন্‌লাম, ভাই! সে ফল খাও। প্রাণাধিক! একবার বাহু প্রসারিয়ে দাদা ব'লে আমার কোলে এস—এলে না? তবে আমি তোমাকে ছেড়ে চল্লেম, তুমি এই বিজন বনে থাক, আমি চল্লেম। (কিঞ্চিৎ গমন)—আমি কোথায় যাচ্ছি, ভাই বসন্তকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছি? আমার হৃদয় ত বড় কঠিন, বসন্ত আমার ধূলায় পড়ে থাক্‌লো, আমি তাকে ফেলে রাগ ক'রে যাচ্ছি!

গীত।

কোথা যাব বসন্তরে তোরে একা রেখে বনে।
যদি যেতে হয় যাব আমি ভাইরে তোমার সনে ॥
আমি তোরে ছেড়ে রই কেমনে,
(তুইরে বিজয়ের নয়নতারা)
(আমার বন্ধু বান্ধব তুই সব)
আমি বড় অনাথ বনচারী দেখিছে জগজ্জনে।
ভাই কেন কেন ধরাসনে,
(ও কি অভিমান হ'য়েছে তোর)
(চাঁদ কি ভূমে প'ড়ে শোভা পায়)
ভাই উঠ কোলে দাদা ব'লে একবার ডাক্‌রে চাঁদ বদনে
ও ভাই একবার উঠে দেখ নয়নে,
(তোর সেই হতভাগা দাদার দশা)
(হায়রে ফলে কি ফল হ'লো এই)
নয় তোরে নিয়ে দুর্গা ব'লে ঝাঁপ দিব জীবনে ॥

বসন্ত। এত ডাক্‌লেম, কথা শুন্‌লিনে? যথার্থই কি আমার ত্রিজগৎ আঁধার, যথার্থই কি জীবনাধার বসন্তকে হারালাম! যদি বসন্তকে না পাই, তবে আর এ ছার প্রাণেই বা কাজ কি? ভাই বসন্তের এই মৃত দেহ লয়ে এই সম্মুখের সরোবরে ঝাঁপ দিয়ে শোকানলকে নির্ব্বাণ করি. কাছে উপায় থাক্‌তে কাঁদি কেন? হা আম্বি শান্তে! তুমি এখন কোথায়? একবার এসে তোমার বসন্তের দুর্দ্দশা দেখ। যার পদে ধূলা লাগ্‌তে দেও নাই, যাকে নিয়ত কোলে ক'রে বক্ষে ক'রে রেখেছিলে, আজ তোমার সেই বসন্তের সোণার দেহ ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে! তোমার

বক্ষ ব্যতীত যার ঘুম হ'ত না, সে আজ কঠিন শিলার উপরে প'ড়ে চিরনিদ্রা গিয়েছে! যার কিঞ্চিৎ অসুখ হ'লে তোমার অসুখের সীমা থাক্‌ত না, কেঁদে কেঁদে সারা হ'তে, আজ তোমার সেই যত্নের ধন অঞ্চলের নিধি বসন্ত বনাঞ্চলে সর্পদংশনে জীবন হারালো। আমিগো! মনে মনে আশা ছিল, যদি বেঁচে থাকি তবে কখন না কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌বো, তা আর হ'লো না, যে সাক্ষাৎ ক'রে এসেছি, সেই শেষ, এখন কৃতান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে চল্লেম। আহা! আমি শুনেছি, অনন্তদেব লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলাঘাতে অচেতন হ'য়েছিলেন, তখন রাম কেঁদে আকুল হয়ে ব'লেছিলেন, আর অযোধ্যায় যাব না, আর সীতাকে কাজ নাই, এক্ষণে সমুদ্র-জীবনে জীবন ত্যাগ ক'রে ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে যাই, সকল দেশেই ভার্য্যা পাওয়া যায়, সকল দেশেই বন্ধু পাওয়া যায়, কিন্তু সহোদর গেলে আর তেমন সহোদর পাওয়া যায় না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান হয়েও ভ্রাতৃশোকে অবসন্ন হ'য়েছিলেন, আমি এমন সুদুর্লভ সহোদর বান্ধবকে হারিয়ে এখনও জীবিত আছি? ধিক্ আমার দেহে! ধিক্ আমার জীবনে! (বসন্তের দেহ লইয়া) আয় ভাই আয়, ধূলায় প'ড়ে কেন? তোকে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিই গে; নতুবা তোর গায় ধূলা যাবে কেন? (ঊর্দ্ধমুখে) কোথায় মা বিপদ-বিনাশিনি দুর্গে! মা! অন্তিমকালে তোমাকে ডাকৃছি, জননি! এ নিরাশ্রয় বিজয় বসন্তের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত কর। মা! এক্ষণে আর কোন প্রার্থনা নাই, যতক্ষণ ভাই বসন্ত বেঁচেছিল, ততক্ষণ তারই মঙ্গল প্রার্থনা ক'রেছি, এক্ষণে বিজয়ের দুরদৃষ্ট—সে আশালতার ত মূলোৎপাটন ক'রেছে; দয়াময়ি! দয়া ক'রে এই কর, যেন আবার শমনের কাছে শাস্তি না পাই, যেন আত্মহত্যা-পাপ-জনিত ঘোর নরকার্ণবে না ডুবি। মা! তুমি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বস্থানেই আছ, এ দুরাত্মা বিজয়ের প্রার্থনা কি শুনতে পাচ্ছ না? মা! তুমি এ হতভাগ্যের কথা শুন্‌বে না, তা বুঝেছি, নতুবা আমার একমাত্র জীবনসম্বল বসন্ত ধন কেড়ে নেবে কেন মা! তুমি আমার কথা শোন আর নাই শোন, আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে এই জলে ঝাঁপ দিয়ে ভাই বসন্তের শোক নিবারণ করি। আমি বুঝ্‌লাম আমার

পিতা পরম পুণ্যাত্মা, তাঁকে পুত্রহত্যা পাপে লিপ্ত ক'র্‌বে না ব'লেই সেই শ্মশানে আমারে রক্ষা ক'রে নিবিড় বনে এনে বসন্তকে সর্পের দ্বারায়, আর পাপাত্মা বিজয়কে আত্মহত্যা দ্বারায় অপমৃত্যু পাপে লিপ্ত ক'র্‌লে! ওমা অপর্ণে! অন্নপূর্ণে! অপরাজিতে! অম্বিকে! অভয়ে! অসুরনাশিনি! তুমি অনিল, অনল, অম্বু, অজরা, অমরা, অমরাভয়দায়িনি! অধুনা অজ্ঞান, অসহায়, অধম বিজয় বসন্তের অন্তিমকালে অনুগ্রহ কর।

গীত।

শুনেছি যে শ্যামার লয় শরণ, হয় কালভয় বারণ।
আমার অন্য সাধ নাই, এই ভিক্ষা চাই,
মরণকালে তারা দে রাঙ্গা চরণ ॥
হে দুর্গে এ দুঃখে ত্রাণ পাব ব'লে,
প্রাণের ভাই বসন্তের দেহ ক'রে কোলে,
ঝাঁপ দেই মা এই জলে, দেখ ডুব্‌লাম তারা ব'লে,
তারা স্থির কালে, মতি যেন না হয় তারা বিস্মরণ ॥

বিজয়। (বসন্তের দেহ লইয়া) আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এই জলে ঝাঁপ দিই, (ঝাঁপ দিতে উদ্যত) দুর্গা দুর্গা দুর্গা—

জনৈক যোগীর প্রবেশ।

যোগী। (দ্রুতপদে) হাঁ হাঁ হাঁ কর কি, কর কি? স্থির হও, স্থির হও, আত্মহত্যা মহাপাপ, (বিজয়ের কর ধারণ করিয়া) একি! তোমার আকার প্রকার দেখে সামান্য অজ্ঞলোকের ন্যায় বোধ হ'চ্ছে না, তবে তুমি শোকার্ত্ত হ'য়ে আত্মহত্যায় উদ্যত কেন? এ পাপে যে নরের নরকেও স্থান হয় না, স্থির হও, স্থির হও, তুমি কি জান না, কি কারও মুখে কখন শোন নাই যে, আত্মহত্যার তুল্য মহাপাতক আর নাই? কি সর্ব্বনাশ! আত্মহত্যাকারী কেবল যে নিজেই অসদগতি লাভ করে তা নয়, সে যে স্থানে আত্মহত্যা,

করে, সেই স্থানকেও অপবিত্র ক'রে রাখে। ছি ছি এমন কার্য্য ক'রো না, দুর্গা দুর্গা, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

বিজয়। মহাভাগ! আমাকে নিবারণ ক'চ্ছেন কেন, ? আমি ত আত্মহত্যাকারী নাই, আমার প্রাণ আগে গিয়েছে, এখন শূন্যদেহ জলে বিসর্জ্জন মাত্র। লোকে যেমন দেবদেবীর প্রতিমা পূজা ক'রে শেষে সেই প্রতিমা জলে দেয়, আমার দুরদৃষ্টও তেমনি আমাকে সেবা ক'রে আমার প্রাণ বসন্ত ধনকে বিসর্জ্জন দিয়েছে, এক্ষণে আমার সেই প্রিয় বন্ধু দুরদৃষ্ট আমার দেহ লয়ে জলে দিতে যাচ্ছে, এতে আর আমি আত্মহত্যাকারী কিসে? এই দেখুন, (বসন্তের মৃতদেহ দর্শাইয়া) আমার প্রাণ গিয়েছে, প্রাণ আমাকে ছেড়ে গিয়েছে, আমি প্রাণ হারা (মূর্চ্ছা)—

যোগী। (সচকিতে) ইস্! দুর্গা দুর্গা দুর্গা, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! মূর্চ্ছা, তাইত বটে, শোকাবহ ঘটনা! হা দুর্গে! এ কি, একি সর্ব্বনাশ! শোকে না ক'র্‌তে পারে কি? আমি জলমগ্ন নিবারণ ক'র্‌তে এলেম, এ আবার কি হ'লো, আহা! বালক, সুকুমারমতি, একেও শোকে অভিভূত ক'রেছে! মা মহামায়ে! তোমার মায়াকে ধন্য, পশু পক্ষীতেও যখন পুত্র কলত্রাদির বিরহে আচ্ছন্ন হয়, তখন মনুষ্যে অবসন্ন হবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! কালী বল, কালী বল, নিশ্চয়ই কি এ বালকটীর প্রাণান্ত হ'লো, তা হ'লে ত দুর্গা নামে কলঙ্ক হবে। আমি যে শুনলেম, এই শোকার্ত্ত বালকটী এখনি দুর্গা দুর্গা ব'লে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, ওর রক্ষার্থে যদি আমাকে এনে দিলেন, আবার কি অন্য রূপে নাশ ক'র্‌বেন, এইটাই কি ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা! না তা কখনই হবে না, আমাকে যত্ন ক'র্‌তে হ'লো, বাতাস করি, অবশ্যই চৈতন্য প্রাপ্ত হবে, নতুবা যে চৈতন্যরূপিণী দুর্গার নাম আর কেউ ক'র্‌বে না। (এ বালকটীর কর্ণমূলে দুর্গা দুর্গা বলি, আর বাতাস করি, (উপবেশন) দুর্গা দুর্গা (বায়ু ব্যজন)

বিজয়। (চেতন প্রাপ্ত হইয়া) ভগবন্! আমিত জীবিত হ'লেম, আমার ভাই বসন্ত কি চেতন প্রাপ্ত হ'য়েছে? যদি না হ'য়ে থাকে—বলুন।

যোগী। তুমি শোক পরিত্যাগ কর, তোমার ভ্রাতার অঙ্গ দেখে বোধ হ'চ্ছে বিষ দ্বারা অচেতন হ'য়েছে, তাতে ভয় কি? আমি বিশেষ ক'রে ব'ল্‌ছি, বিষের উত্তম ঔষধ আমার কাছে আছে, তোমার ভ্রাতা এখনি জীবিত হবে।

বিজয়। (শশব্যস্তে উঠিয়া পদধারণ) পিতঃ! আপনার কাছে যদি এমন ঔষধ থাকে, শীঘ্র দিয়ে আমার বসন্তকে বাঁচান, আমি আপনার পায়ে ধর্‌ছি, পায়ে ধরা ভিন্ন আমার কাছে আর কোন স্তুতি মিনতি নাই। (রোদন)

যোগী। (হস্তধারণ করিয়া উত্তোলন) উঠ, উঠ, পায়ে ধ'র্‌তে হবে কেন,—কেবল আমি ব'লে নয়, জগতে সমস্ত লোকেই জানে বিষবৈদ্যকে আহ্বান মাত্রেই তাঁকে সেই বিষাক্ত রোগীর কাছে আস্‌তে হবে, চিকিৎসকেরাও যে কোন কার্য্যে থাকুন্ না কেন, শ্রবণ মাত্রেই আসেন, নতুবা মহাপাপ; আমার নিকটে যখন ঔষধ আছে, তখন তুমি আমাকে অনুরোধ না ক'র্‌লেও এ রোগীর চিকিৎসা করা আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। তুমি আর রোদন ক'রো না, আমি মন্ত্রপূত ক'র্‌ছি, দেখি কতদূর কি হয়। (স্বগত) আমিত কোন মন্ত্র কি ঔষধ জানিনে, তবে একটী মহামন্ত্র আছে বটে, যখন বিজয় বসন্তকে শ্মশান ভূমি মধ্যে জগন্মাতা শান্তারাণী দুর্গা রক্ষা ক'র্‌লেন, তখনি আমাকে ব'লেছিলেন "জ্যোতীশ্বর! তুমি বিজয় বসন্তকে নিয়ে অন্য দেশে যাও, যখন যেখানে যে বিপদে প'ড়্‌বে, অমনি তখনই সেখানে দুর্গা দুর্গা ব'লে ডে'কো, আমি রক্ষা ক'র্‌বো।" আবার আমাকে পরিচয় দিতে বারণ ক'রেছেন, আমি পরিচয় দেবার ভয়ে এদের নিকট হ'তে পলায়ন ক'রে এই যোগীর বেশ ধারণ ক'রেছি, কিন্তু এরা বিপদ্‌গ্রস্ত হ'লেত আর নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌তে পারিনে। তা এর তুল্য বিপদ্ আর কি আছে? মশানে কাটতে গিয়েছিল, সেই মরণাশঙ্কাতেই ব্যাকুল হ'তে হয়েছিল, এ যে প্রাণান্ত হ'য়েছে, আহা! এ দেখে কি স্থির হ'তে পারা যায়, না বিজয়েরই প্রাণ থাক্‌বে। দেখি মার ত আজ্ঞা আছে, তার তুল্য মহামন্ত্র আর কোথায় পাব, একবার বসন্তের কর্ণমূলে দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকি, এতে যদি বসন্ত জীবন না পায়, তবে কেবল বিজয় কেন, আমিও

বিজয়ের ভাই বসন্তকে নিয়ে জলে প্রবেশ ক'র্‌বো। ওমা বিষকণ্ঠপ্রেমাভিষিক্তা বিশ্বরূপা বিশালাক্ষি! বসন্ত কি এ বিষম বিষ-দায় হ'তে বিমুক্ত হবে না? মা! আর কত যন্ত্রণা দেবে, এখনও কি এদের দুঃখান্ত কাল উপস্থিত হয়নি? আর সয় না মা, মা হ'য়ে বালকের দুর্গতি দেখ্‌ছো কি ক'রে মা! তোমার কোলের ধনকে শমনে হরণ ক'রে নিয়ে গেল, একবার দেখ্‌লে না! যাই হউক আমি বসন্তের কর্ণমূলে দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকি—দেখি নামের মাহাত্ম্য আছে কি না? মা! তুমি কৃপা নাই কর, তোমার নামের মাহাত্ম্য ত নষ্ট হবে না, আমি তোমার নাম-মন্ত্র বল ক'রেই বিজয়কে ব'লেছি যে, আমার কাছে বিষের উত্তম ঔষধ আছে, যে মহামন্ত্র স্মরণে মহাদেব বিষপান ক'রে নিস্তার লাভ ক'রেছেন, সেই মন্ত্রে কি বসন্তের সামান্য বিষ নষ্ট হবে না, সে মহামন্ত্রে কি আমাদের কষ্ট যাবে না? (বসন্তের কর্ণমূলে দুর্গানাম) বসন্ত উঠ।

গীত।

গা তোল বসন্ত কুমার।
কেন সুকুমার দেহ তোমার ভূমে রাজকুমার॥
ওরে মহামন্ত্র দুর্গানাম, প'ড়ে তোরে ঝাড়ালাম,
হবে ব'লে এ জ্বালার বিরাম, এখন যে ধূলাতে বিশ্রাম রে!
যদি দুর্গা ব'লে না উঠিস্ কুতূহলে,
ভবে কেউ নাম তবে লবে না উমার॥

বসন্ত। (চেতন প্রাপ্ত হইয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে উত্থান) দুর্গা দুর্গা (বিজয়ের প্রতি) দাদা! আমি ঘুমিয়েছিলাম, হাঁ দাদা! তোমার চক্ষে জল কেন? কাঁদ্‌ নাকি? দাদা! তোমাকে কি কেউ মেরেছে? দাদা! কাঁদ কেন?

বিজয়। ভাই বসন্তো! হাঁরে উঠেছিস্? হাঁরে! তুই কি আমাকে দাদা ব'লে ডাক্‌ছিস্? হাঁরে! তুই কি আবার চেতন হ'য়েছিস্? ভাই! ভুবন

অন্ধকার দেখ্ছি, তোকে যে দেখ্তে পাচ্ছিনে, আয় আয় দাদা ব'লে আমার কোলে আয় ; (হস্ত প্রসারিয়া) আমার হৃদয় মাঝে বসন্ত চাঁদের উদয় না হ'লে কি এ অন্ধকার যায়?—ভাইরে! এ ত অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকার নয় যে, আলোকে যাবে! ভাই, তুই বিনে আমার ভূলোকে কি— গোলোকে গেলেও অন্ধকার! হাঁরে, কোলে কি এলি?

বসন্ত। দাদা! এই যে আমি এসেছি, আমাকে কোলে কর।

বিজয়। (বসন্তকে কোলে করিয়া) আর ছাড়্বনা, আর ছাড়্বনা, আর প্রাণ থাক্তে ছাড়্ব না, ছেড়ে যে সুখ, তা খুব টের পেয়েছি, আর না, খেতে যাব, বুকে ক'রে নিয়ে যাব, শুতে যাব, বুকে ক'রে নিয়ে যাব, পথে চল্বো, তোকে বুকে ক'রে নিয়ে চ'ল্বো। ভাই! তুই আমার গলা ধর্, আর নামাব না, বিজয়ের ধন মাটিতেই বা থাকবে কেন? হৃদয়ের মাণিক হৃদয়ে আয়, আর ছাড়্ব না।

গীত।

হৃদয় ছাড়া ক'র্বো না আর আয়রে হৃদয়ে রাখি।
(ঠেকে খুব শেখা শিখেছিরে ভাই)
এই পিঞ্জর মাত্র ছিল, কিন্তু পিঞ্জরে ছিল না পাখী॥
এই হৃৎ-পিঞ্জরে রাখি তোরে, (মধুর দাদা বুলি বল্ বসন্ত)
আর দিতে পার্বে না ফাঁকি।
(ক্ষুধায় ম'লেম ফল দেও ব'লে) আর দিতে পার্বে না ফাঁকি।
ক্ষণেক বিলম্ব হ'লে, এখনি ত যেতেম জলে,
ভাই কোথা ব'লে ;—
যদি দিলে সে বিধি, হৃদয়ের নিধি,
(যে ধন বন মাঝে হারিয়েছিলাম) হৃদয়ে গেঁথে নিশ্চিন্ত থাকি,
(আমি আর পলক ফেল্বনারে ভাই) হৃদে গেঁথে নিশ্চিন্ত থাকি।

যোগী। দুর্গা দুর্গা—দুর্গে, মা! তোমার লীলা কে বুঝ্‌তে পারে? কি ভ্রাতৃ-স্নেহ! এদের দেখ্‌লে বোধ হয় দ্বিতীয় রাম-লক্ষ্মণ! কেবল ভাই, প্রাণাধিক, এই ব'লে ভাইকে খেতে দিলেই কি ভ্রাতৃস্নেহ প্রকাশ হয়? তা নয়—একেই বলে ভ্রাতৃস্নেহ, যে দুরাত্মারা পত্নীর বাক্যে কি ধন লোভে ভ্রাতাকে পৃথক্ ক'রে দেয়, সে দুরাত্মারা এসে দেখুক যে ভবের মাঝে ভাইকে কেমন ক'রে ভাল বাস্‌তে হয়। আনন্দ রাখ্‌বার আর স্থান হ'চ্ছে না, দুটী ভাই-য়ের কেবল দেহ মাত্র পৃথক্, আত্মা এক, তাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ধন্য বিজয়! বিজয়েরই বা বয়স কি? ও ত বালক, বসন্তকে বুকে ক'রেছে, বসন্তও বিজয়কে জড়িয়ে ধ'রেছে, বোধ হ'চ্ছে যেন চন্দ্রকান্তমণি স্বর্ণসূত্রে জড়িত হ'লো! আনন্দ কোথায় নাই? ভবনেও আছে, বনেও আছে—আহা! বসন্ত ম'রেছে ব'লে বিজয় কত রোদনই ক'রেছে! এ রোদনে পশু পক্ষী কি—হয় ত সেই পশুপতি-ভার্য্যা কালিকাও কত কেঁদে-ছেন! পর্ব্বত হ'তে যে অত জল ঝর্‌ছে, ওকি নির্ঝর বারি?—আমার বোধ হয় তা নয়, পার্ব্বতীর নয়ন জল পর্ব্বত ব'য়ে পড়্‌ছে। মা যে কি খেলা খেল্‌ছেন তা কে জানে? (বিজয়ের প্রতি) তুমি ত তোমার ভাইকে পেয়েছ, তুমি বালক, বসন্তকে বুকে ক'রে রাখ্‌তে পার্‌বে কেন? নামাও, আর জীবনের আশঙ্কা নাই।

বিজয়। (বসন্তকে নামাইয়া করযোড়ে) ঠাকুর! কৃপাময়! যোগিবর! আপনি আমাদের প্রাণদাতা, আপনার দয়াতে আমি ভ্রাতৃধন প্রাপ্ত হ'য়েছি, এ জীবনধন আপনার দয়াতেই পেলেম; এক্ষণে আমরা আপনার দাস, এ দেহ আপনার শ্রীচরণে বিক্রয় ক'র্‌লেম, বিজয় বসন্ত আপনার ক্রীতদাস। (বসন্তের প্রতি) ভাই বসন্ত! তুমি দাঁড়াও, আমি আমাদের জীবনদাতা এই মহাপুরুষের পদ সেবা করি। (যোগীর প্রতি) হে যোগীন্দ্র! এ দাস বিজয়ের হৃদয়ে পদ দেন, আমি সেবা করি, আমার আর কোন ধন নাই যে তাই দিব, ধনের মধ্যে এক প্রাণ—তা দিতে গেলে আপনি গ্রহণ ক'র্‌বেন কি না বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, কারণ, বিজয়ের বসন্ত বই ত আর পৃথক্ প্রাণ নাই, যখন আপনা কর্ত্তৃক বসন্তকে পেলেম তখন সে প্রাণ দিলে আপনি

দস্তাপহারী হবেন ব'লে যদি গ্রহণ না করেন, সেই সন্দেহ ক'রে ইচ্ছা ক'র্‌ছি, কেবল আপনার শ্রীচরণ সেবা ক'রেই দিন যাপন করি।

যোগী। বিজয়! তুমি কি জান না যে, বৈদ্যগণ বিষ চিকিৎসা ক'রে বেতন গ্রহণ করেন না; তোমার বাক্যে ও শ্রদ্ধাতেই আমি যার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হ'য়েছি; জগদম্বা তোমাদের মঙ্গল করুন। এক্ষণে দিবা শেষ প্রায়, এই দুর্গম কাননমধ্যে দুরন্ত পশুগণ নিয়ত ভ্রমণ ক'রছে, তোমরা শিশু, নিরাশ্রয়ে থাকা উচিত নয়, অদ্য রজনীতে আমার আশ্রমে বাস কর, পরে প্রত্যুষে আমি পথ দেখিয়ে দিব, সেই পথে গমন ক'রো—এস।

বিজয়। যে আজ্ঞা, আপনি যা অনুমতি ক'রবেন তাই ক'র্‌বো, এ বিজয় বসন্ত আপনার চির কিঙ্কর তা জান্‌বেন। ভাই বসন্ত! এস আমরা এই যোগি-বরের আশ্রমে যাই।

বসন্ত। দাদা! কই দুখে দাদা এখনও এলো না? সে যে আমাদের না দেখ্‌তে পেলে অস্থির হবে, আমি ঘুমিয়েছিলাম, তাতেই তুমি কেঁদেছ, আর আমা-দের দেখ্‌তে না পেলে সে যে কেঁদে কেঁদে সারা হবে। দুখে দাদা যে আমাদের বড় ভাল বাসে।

যোগী। (স্বগত) উঃ শোনা যায় না। বসন্তের কথায় বুক ফেটে যায়! আমি কি পাষণ্ড! আমার জন্যেইত এরা কষ্ট পেয়েছে! আমি যদি ফল আন্তে যাই ব'লে প্রতারণা না করি, তা হ'লে ত আর এদের এত দুর্গতি হয় না! সামান্য দুটী একটী কথা শুনেই প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, সারা রাত্রি কাছে থাক্‌লে কি ছদ্মবেশে থাক্‌তে পা'র্‌ব? যাদের কথা শুনে আমরা পর হ'য়ে কেঁদে মরি, রাজা জয়সেন পিতা হ'য়ে তাদের সেই করুণোক্তি শুনে দয়া ক'র্‌লে না! ধিক্ স্ত্রৈণ পুরুষকে, ধিক্ দ্বিতীয় দার-পরিগ্রাহীকে! (বসন্তের প্রতি) আর এক্ষণে সে দুখের আশায় কাজ নাই; বেলা গেল, এস আশ্রমে যাই।

গীত।

মা নৃমুণ্ড-মালিকে !
হে সুরেন্দ্র-পালিকে, গিরীন্দ্র-বালিকে; দক্ষিণ কালিকে,
শিবে সুখ-শালিকে।
অন্নদা অম্বা অভয়া, বিন্ধ্যবাসিনী বিজয়া,
অন্তে কর দয়া ভয়াকুল মতিকে।

বিজয়। বসন্ত! চল ভাই। ঠাকুর! আপনি অগ্রসর হউন।

যোগী। হাঁ এস, দুর্গা দুর্গা, তারা ত্রিলোকজননি, ত্রিনয়নি, কৃপাদৃষ্টি কর, তোমা বই আর গতি নাই মা, দুর্গা দুর্গা !

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনভূমির অন্যতর প্রবেশ।

সন্ন্যাসি-বেশে রাজা জয়সেনের প্রবেশ।

জয়সেন। (স্বগত) না, আর পেলেম না, জীবিত নাই, আর আমি তাদের চেষ্টা ক'বছি কেন? সাগর গর্ভে রত্ন নিক্ষেপ ক'রে পুনরায় তা প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করা যে উন্মত্তের লক্ষণ। আমি সেই দ্বিচারিণী দুর্জ্জয়ময়ীর কাম-পাশে বদ্ধ হ'য়ে তাদের ত শ্মশানে ছেদন ক'র্‌তে অনুমতি দিয়াছিলাম!—ওঃ কি পাপ! সে ব্যাপার যারা দেখেছে, তাদের পর্য্যন্ত হৃৎকম্প হয়েছে! আমার কাছে প্রাণের বিজয় বন্ধনাবস্থায় কত কেঁদেছে, তাতে হৃদয়মধ্যে দয়ার লেশ মাত্রও উদিত হয় নাই! আমি কি দুরাত্মা! বসন্ত কোলে উঠ্‌তে চেয়েছিল, দূর হ দুর্বৃত্ত ব'লে দূরে ফেলে দিয়েছি! যখন সেই কুহকিনীর কুহকে প'ড়ে এই ঘৃণিত কার্য্য ক'ল্লেম, তখনত কিছুই জান্তে পারি নাই—দুষ্টা দুর্জ্জয়ময়ীর প্রণয়মদ্য-পানে মত্ত ছিলাম; পরে জয়কালীর বাটীতে সব প্রকাশ হ'লো—যে দুর্লতা তার দাসী ছিল, সে দাসী নয়, কালিনী দুর্জ্জয়ময়ীর উপপতি. পিশাচিনীর হস্তে হত হ'লো, তাই শুনে সে কুলটা কলঙ্কভয়ে গলদেশে অস্ত্রাঘাত ক'রে দেহত্যাগ ক'র্‌লে। সে পাপ সঙ্গে সঙ্গেই গেল, এ পাপ দেহের পতন হ'লো না কেন? আমি এই সব

বৃত্তান্ত জ্ঞাত মাত্রেই রাজাসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে সন্ন্যাসী হ'য়েছি; দেবলের মুখে শুনেছি, তথে বিজয় বসন্তকে নিয়ে পলায়ন ক'রেছে, আমি তাদেরই অন্বেষণার্থে দেশে দেশে ভ্রমণ ক'রছি, প্রায় ১৫।১৬ বৎসর গত হ'লো, কই তাদের ত পেলেম না, কারও মুখে কোন তত্ত্বও শুনলেম না, আর শুনতে পাবও না, তারা ধরাধাম পরিত্যাগ ক'রেছে। হায়! আমি এমনি কুল-পাংশুল যে, পরলোক-গত পিতৃপুরুষদেরজল-পিণ্ড পর্য্যন্ত লোপ ক'রলেম! এখন আমিই বা কোথায় যাই, কোন খানে যে স্থান পাব এমন বোধ হ'চ্চে না। পাতালপুরে গেলে বাসুকি আমাকে নিতান্ত নির্য্যাতন ক'রবেন, কেননা আমার পাপপূর্ণ দেহ-ভার বহন ক'রতে ক'রতে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত হ'য়েছেন, আমাকে দেখ্‌বা মাত্রেই সেখান হ'তে দূর ক'রে দেবেন। পৃথিবীতে আমার থাক্‌বার স্থান নাই, যেখানে যাই সেখানকার লোক আমাকে চিনতে পাল্লেত দূর হ দুরাত্মা ব'লেই, দূর ক'রে দেয়,—যারা চেনেনা তাদের কাছেও যদি যাই, সেখানেও কেবল আমারই কলঙ্কের কথা শুনি, কেহ কেহ বলে দূর হ'ক দুর্গা দুর্গা বল, সে দুরাত্মার নামে কাজ নেই। বনে গেলে আমাকে পাপাচারী ব'লেই বুঝি হিংস্র পশ্বাদিতে আমাকে গ্রাস করে না, কি তাদের অপেক্ষাও আমি ভয়ানক হিংস্রক ব'লে ভয়ে পলায়ন করে,—ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে ফলপূর্ণ বৃক্ষে আরোহণ মাত্রেই সে বৃক্ষ ফল-শূন্য হয়—পিপাসাতুর হ'য়ে যে কোন জলাশয়ের জল গ্রহণ করি, দেখি সমস্ত জলই ক্লেদপূর্ণ, কি করি প্রাণের দায়ে তাই পান ক'রতে হয়। প্রাণের দায় কেন, প্রাণ রাখার ফল কি? কেবল বিজয় বসন্তকে দেখ্‌বো ব'লে, তা হ'লো না, আর হবেও না,—এ প্রাণ যাওয়াই ভাল; কিরূপে যাবে? উদ্বন্ধনে,—না; তাই বা কিরূপে সম্ভব! যার ভার পৃথিবী ধারণ ক'রতে পার্‌ছেন না, তার ভার সামান্য রজ্জুতে সহ্য ক'রতে পারবে? না পারবে না;—তবে কি প্রকারে এ প্রাণ যায়? বিষে; আমার দেহে যেরূপ বিকার উপস্থিত, এতে বিষ প্রয়োগ ক'রলে ত অমৃত গুণ ধারণ ক'রে এ পাপ দেহকে পুষ্টই ক'রবে। না তাতেও হবে না;—আমি শুনেছি অপবিত্র পবিত্র ক'রতে কেবল ভাগীরথী আর হুতাশন। ভাগীরথী-

নীরে কি প্রাণ যাবে? তাওত বিশ্বাস হ'চ্চে না। আমি যে দুঃখসাগরে ভাস্‌ছি, দেহ মগ্ন না হ'লে ত প্রাণান্ত হয় না, এ দেহতো জলে ডুব্‌বে না, —তবে এক্ষণে আমি সেই সর্ব্ব-দুঃখ-বিনাশক হুতাশনের স্মরণ লই। হে ভুবন-পাবন-কারি পাবক! এ পাপ জীবনকে পবিত্র কর, আমাকে আশ্রয় দেয়, ত্রিভুবন মধ্যে এমন আর কেহ নাই। তোমার কাছে ত কিছু অপবিত্র থাকে না, আর তুমি কাহাকেও ত্যাগ কর না, তুমি সর্ব্বভুক্, সেই জন্য তোমার আশ্রয় নিলাম, এ পাপমতিকে ত্রাণ কর।

গীত।

যদি তোমার কৃপাতে ত্রাণ পাই।
লয়েছি স্মরণ, হুতাশন,
তোমা বিনে নরাধমের ধরাধামে কেহ নাই॥
আমার পরশনে যেন হে নির্ব্বাণ হয়ো না;
হ'য়ে কৃপাবান্, হও হে বলবান্, চিতানলে—
চিন্তানলের জ্বালা জুড়াই।
করি ঘোর পাতক, আমি তনয়-ঘাতক,
পাব কি পাবক তব কোলে ঠাঁই॥

পুনঃ যোগীর প্রবেশ।

যোগী। (উচ্চৈঃস্বরে) কে ও—কোন্ নরাধম আত্মহত্যার নিমিত্ত অগ্নিকে স্মরণ ক'র্‌ছে? শান্তি দেবীর ভবন সদৃশ এই বন মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত ক'র্‌লে যদি দাবানল হয়, তা হ'লে কি আশ্রমবাসী পশুপক্ষিকুল প্রাণ ধারণ ক'র্‌তে পার্‌বে? পাপাত্মা আপনিও আত্মহত্যা ক'র্‌বে আবার আশ্রম পীড়া জন্মাবে! বোধ হয় ঐ মহাপাপী গতকল্যাবধি এই কানন মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে, আমরা সেই কারণে আহারীয় ফল পর্য্যন্ত

পাইনি, সব লুপ্ত হ'য়েছে, এখন বুঝি সেই নারকী আবার আত্মবিনাশে উদ্যত! আমি উচ্চৈঃস্বরে ব'লছি, যে দুরাশয় স্বীয় দেহ দাহনে কৃত-সংকল্প হ'য়েছে, সে আমার বাক্য শ্রবণ মাত্রেই এ স্থান হ'তে প্রস্থান করুক, নতুবা বিষম ব্রহ্মশাপে তাকে চিরদগ্ধ ক'র্‌বে। কুলাঙ্গার আপনিও বিনষ্ট হবে, আবার অন্যকেও নষ্ট ক'র্‌বে,—বজ্র উর্দ্ধদেশ হ'তে আপনিও পতিত হয়, আবার পর্ব্বত, তরু, অট্টালিকা ও প্রাণিবর্গকে নষ্ট করে। এখনও ব'ল্‌ছি, সে দুরাত্মা দূর হউক, এ কানন হ'তে দূর হউক।

জয়সেন। (স্বগত) এ সন্ন্যাসী ত আমাকেই লক্ষ্য ক'রে এ সব ব'ল্‌ছেন, আমার আসাতে কি বনের ফল পর্য্যন্ত লুপ্ত হ'লো! আমার জন্যে আশ্রমবাসী পর্য্যন্ত উপবাসী। উঃ কি পাপ কার্য্যই ক'রেছি। জীবন বিনাশ ক'রে এ যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হ'ব, বিধাতা তাতেও প্রতিবাদী! আমাকে এ যন্ত্রণা দিয়ে বিধাতার উদ্দেশ্য কি সাধন হবে! যদি আমি লোকালয়ে থাক্‌তেম, তা হ'লেও জনসমূহে আমার দুর্গতি দেখে কেহ আর পুত্র সত্ত্বে পুনঃ দার পরিগ্রহ ক'র্‌তো না। সন্তান সত্ত্বে পুনঃ ভার্য্যা গ্রহণে যে কি ফল, কি দুর্গতি, কি নরক, তার প্রধান প্রমাণের স্থল আমি,—তা হ'লে কি হবে, আমার অবস্থা ত কারও নয়ন-গোচর হ'লো না যে, তাই দেখে লোকে সতর্ক হবে। হে বিধাতঃ! যদি আমাকে দিয়েই সমাজ শোধনে তোমার ইচ্ছা ছিল, তবে আমাকে বনে আস্‌তে মতি দিলে কেন? দেশে দেশে ভ্রমণ ক'র্‌তেম, লোকে আমার দুর্গতির কারণ জান্‌তে ইচ্ছা ক'রলেই ব'ল্‌তেম, পুত্র থাক্‌তে দ্বিতীয় দার গ্রহণ ক'রে, আমার এই দুরবস্থা। তবে তোমার ইচ্ছা ফলবতী হ'তো। বোধ হয় আমার দুর্গতি কা'কেও দর্শন ক'র্‌তে দেবে না, কারণ দুরাত্মাকে দেখ্‌লেও জীবের পাপ জন্মাবে, এই ব্যাপারটী জীবকে শ্রবণ করাবে মাত্র, তা হ'লেই কেহ আর এমন কার্য্য ক'র্‌বে না, যদি তোমার ইহাই ইচ্ছা হয়, তবে আমি এই স্থান হ'তেই উদ্দেশে সমস্ত দেশের লোককে উপদেশের ছলে ব'ল্‌ছি, পুত্র থাক্‌তে কেহ যেন সামান্য রিপু দমনের নিমিত্ত পুনঃ দার-গ্রহণ না করেন। নারীর সঙ্গ-সহবাসেই ঘোর নরক তবে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে

ভার্য্যা" এ প্রমাণে পুত্রের জন্যই ভার্য্যা গ্রহণ ক'র্‌বে, তাতে পুত্র হয় উত্তম, না হয়, আর যেন বিবাহ না করে'। যিনি একেবারে নারী-মুখ দর্শন না ক'রে কুমারাখ্যাতেই দিন যাপন করেন, তিনিই ধন্য, তিনিই সুখী, তিনিই ভগবানের প্রিয়পাত্র। যাঁরা জন্মাবধি নারীর মুখ দেখেন নাই, তাঁদের তুল্য মহাত্মা আর কি কেহ আছে ? নারীর জন্যই যখন নরের এত দুর্গতি, তখন জেনে শুনে এ পাপ ফাঁদে লোকে পড়ে কেন ? নারীই ত নরের নরকের ঘর।

(গীত)

নর কে দিতে নরকে—রমণী ॥
জেনেও ত নারীকে নরে করে শিরোমণি।
যে না করে নারী-সঙ্গ, নারীর প্রেম প্রসঙ্গ,
তারি সুখের প্রেম তরঙ্গ, বহে দিবা রজনী ;
বিশ্ব মাঝে সুখী ভীষ্ম শুক নারদ মুনি ॥

যোগী। তুমি কেহে, একা একা বাতুলের ন্যায় নানা বিষয় তর্ক বিতর্ক ক'রে ভুল ক'রে ভুল্‌ছো ? কখন জলে ডুবে ম'র্‌তে যাচ্ছ, কখন নারী নিন্দা ক'র্‌ছো, তোমার পরিচয় দেও। আমরা আশ্রমবাসী,—পরনিন্দা পরগ্লানি শুনতে ইচ্ছা করিনে, যদি নিজ মঙ্গল প্রার্থনা কর, শীঘ্র আত্মপরিচয় দেও।

জয়। মহাভাগ ! এ দুরাত্মার পরিচয় আর শ্রবণ করায় কাজ নাই, এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অচিরাৎ ধরাধাম হ'তে আমার পরিচয় লোপ পায়। কোন ব্যক্তির পরিচয় শুন্‌লে পাপ ক্ষয়, আবার কোন ব্যক্তির বৃত্তান্ত শ্রবণে পাপপঙ্কে লিপ্ত হ'তে হয়, আমিও তদ্রূপ শেষোক্ত এক দুরাত্মা।

যোগী। কেন ? তুমি ত আর সে জয়পুরের বর্ত্তমান দুর্ম্মতি ভূপতির মত দুরাত্মা নও ! যখন সে ধরাধমের পরিচয় এখনও ধরাধামে বর্ত্তমান,

তখন তুমিত তার কাছে তুচ্ছ। তার নাম ক'র্‌লে দুরদৃষ্ট জন্মায় ব'লে ক্ষান্ত থাক্‌লেম।

জয়। (স্বগত) হা পাপ জীবন! এখনও দেহে আছিস্? আশ্রমবাসী মুনি ঋষিগণও শুনেছেন যে, আমিই একমাত্র দুরাত্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হা দেব দশরথ! তুমি রামকে বনে দিয়েছিলে, কিন্তু সেই শোকে দেহত্যাগ ক'রে জগতে কি কীর্ত্তিই স্থাপন ক'রেছ! কই জগতে কেহত তোমার প্রতি দোষারোপ করে না। আমার জীবন যে গেল না,—কৃতান্তও কি আমাকে গ্রহণ ক'র্‌তে পাপজ্ঞান ক'র্‌লেন! হাঁ, বুঝ্‌লাম, আমার এ দেহ ব্যতীত এ পাপের স্থানই বা কোথা? কাজে কাজেই কৃতান্তের ইচ্ছা নয় যে, আমার দেহান্ত হয়। উঃ আর যে সয় না!

যোগী। কিহে ভাব্‌ছো কি? পরিচয় দিলে না?

জয়সেন। ভগবন্! আপনাদের অজ্ঞাত কি আছে? আমার পরিচয় আর কি দিব, আমিই সেই জয়পুরের দুরাত্মা, আমিই সেই বিজয়বসন্ত-অন্তকারী। আগে জান্তে পারিনি যে, কামরূপিণী দুর্জ্জয়মরী আমাকে কামপাশে বদ্ধ ক'রে এমন সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে। আমি যে, দুষ্কর্ম্ম ক'রেছি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, এক্ষণে কিসে আমার পাপপূর্ণ দেহ লয় প্রাপ্ত হয়, তার উপদেশ দেন। আমার বিজয় বসন্ত যে পথে গিয়েছে আমিও সেই পথে যাই, আমি অনেক অন্বেষণ ক'রেছি কিন্তু কৈই সে পথ পেলেম না, তা পাবই বা কিরূপে? অগ্নি উত্তেজিত হ'লেই জল দ্বারা নির্ব্বাপিত হয়, কিন্তু দাড়বানলকে আর কি দিয়ে নির্ব্বাণ ক'র্‌বে! পাপেই দেহকে নাশ করে, কিন্তু যে দেহ পাপেই গঠিত, তার পতন আর কিসে হবে?

যোগী। কি, কি, তুমি কি সেই রাজা! তবে সন্ন্যাসীর বেশ কেন? এ পবিত্র আশ্রমকে দূষিত করা কেন? দুষ্ট লোকেরাই ত কতক গুলি পবিত্র পথকে কণ্টকাকীর্ণ ক'রেছে, নতুবা গৃহস্থগণ ভিক্ষুক ও অতিথির উপরে অবিশ্বাস ক'র্‌বে কেন? হে সৎপথবর্জ্জিত নরাধম! শীঘ্র এ বেশ পরিত্যাগ কর, নতুবা তোমার মঙ্গল নাই। জান না, ত্রেতাযুগে রামের

রাজত্ব সময়ে জনৈক শূদ্র তপস্যায় রত হ'য়েছিল ব'লে অকালে দ্বিজপুত্র বিনষ্ট হয়। রামচন্দ্র সেই শূদ্রকে বিনাশ ক'রে দ্বিজতনয়কে জীবিত করেন। অতএব তোমার অনধিকারচর্চ্চা কর্ত্তব্য নয়, শেষে সেই শূদ্রের ন্যায় গতি প্রাপ্ত হবে। শ্মশানে যাও, চণ্ডালবৃত্তি অবলম্বন কর; মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য বস্তুতেই তোমার অধিকার।

জয়সেন। প্রভো! আর না, অনেক হ'য়েছে, যন্ত্রণা যতদূর পেতে হয় তা পাচ্ছি, আমার যে শ্মশানেও স্থান হবে না, আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম! এক্ষণে ভবাদৃশ ব্যক্তি ব্যতীত আমার ন্যায় পাপাত্মাগণের আর উপায় নাই। রত্নাকর মহাপাপী ছিল, কিন্তু দেবর্ষি নারদ তার প্রতি কৃপা ক'রে উপদেশ দান পূর্ব্বক মুনিশ্রেষ্ঠ ক'রেছেন, এক্ষণে কৃপা ক'রে আমাকে এই উপদেশ দেন যাতে আমি বিজয় বসন্তের কাছে যেতে পাই।

যোগী। (স্বগত) হ, এখনত বিলক্ষণ জ্ঞান দেখ্ছি,—কুহকিনী রমণীগণ না ক'র্‌তে পারে কি! তা যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, শেষে উপপতিও ম'লো—আপনিও ম'লো, যাক্ এখন বিজয় বসন্তের জীবিত সংবাদ জয়সেনকে দিতে হ'ল, নতুবা যেরূপ শোকার্ত্ত হ'য়েছে, তায় বোধ হয় জীবনকে রাখ্‌তে পাবে না। জগজ্জনে দেখুক যে, যে জয়সেনের দর্পে ত্রিভুবন কম্পবান্, সেই ব্যক্তি এই। কোথা বা সে রাজ্য, কোথা বা সে ঐশ্বর্য্য, কোথা বা সে বলবীর্য্য! এখন তৃণ হ'তেও ক্ষুদ্র! ঠেকেই লোকের শিক্ষা হয়, দেখ্‌লে কি হয় না? দেখুক্ ভাল ক'রে দেখুক্, আর কি জন্য কি হ'য়েছে তার পর্য্যালোচনা করুক। (প্রকাশ্যে) ওহে মহারাজ! ব্যাকুল হ'ও না, তোমার বিজয় বসন্ত মরে নাই, জীবিত আছে, তাদের কালী-বাড়ীতে বলি দিতে ব'লেছিলে, তা তারা কি মরবার ছেলে, না অন্যে কেহ তাদের প্রাণ নষ্ট ক'র্‌তে পারে!

(গীত)

মরিবার ছেলে কি সে বিজয় বসন্ত কুমার।
তারা তো নয় তোমার কুমার, প্রিয়তম পুত্র উমার,

পাপ পত্নীর উপদেশে, পুত্রে বধিবার উদ্দেশে,
পাঠাইলে বধ্যদেশে, এই কি হে ধর্ম্ম পিতার ॥
মাতৃহীন দুটী তারা, সজল নয়ন তারা,
নগরপালের ভয়ে সারা, কাঁপে অনিবার।
কাল কোটাল কর বাঁধে, রাহু যেন গ্রাসে চাঁদে,
তারা তারা ব'লে কাঁদে, তারা এসে করেন উদ্ধার ॥

জয়সেন। পূজ্য-পাদ! কি বল্লেন? বিজয় বসন্ত বেঁচে আছে, তারা কি বেঁচে আছে? এ দুরাত্মা জয়সেনের কঠিন অশ্রদ্ধাপাশ ছেদন ক'রে তারা কি মুক্তিলাভ ক'রেছে? করুণাধার! তবে কৃপা ক'রে ব'লে দেন্, কোথা গেলে তাদের চন্দ্রবদন দেখ্‌তে পাই! আমি কয়েক বৎসর হ'লো বৎসদের নিয়ত অন্বেষণ ক'র্‌ছি, কোথাও সন্ধান পেলেম না, আপনার বাক্য ত মিথ্যা হবে না, এ দাসের প্রতি কৃপাবলোকন ক'রে বিজয় বসন্তের তত্ত্ব ব'লে দেন্।

যোগী। তারা যে এখন কোথায় আছে তা ব'ল্‌তে পারি না। জয়কালীর বাটী হ'তে তোমার দুখে নামে নগরপাল তাদের সঙ্গে ক'রে এই বনে আসে, এখানে বসন্ত বিষফল ভক্ষণ ক'রে অচেতন হয়।

জয়সেন। কি ব'ল্লেন! বিষফল ভক্ষণ! হাঁ বুঝ্‌লেম, প্রবল বায়ুতে অর্ণবযান সমুদ্র মধ্যে মগ্ন হ'লে আরোহিগণ যদি কোন উপায়ে কূল প্রাপ্ত হয়, তা হ'লেই যে জীবনাশঙ্কা যায়, তা নয়, দুরন্ত হাঙ্গর কুম্ভীরাদি জল-জন্তুর করাল বদন হ'তে নিস্তার পাওয়া আরও সুকঠিন! যদি বলি হ'তে ত্রাণ পেল, আবার বিষফল ভক্ষণ! কেবল আমি নই—তাদের প্রতি বিধাতাও প্রতিবাদী! হে শান্তির আশ্রয়! সেই বিষফলে কি বসন্তের জীবনান্ত হ'লো?

যোগী। বিষে কি বসন্তের দেহকে জীর্ণ ক'র্‌তে পারে? তারা যে দুর্গানাম শিখেছে, যে দুর্গানাম ক'রে মহাদেব সমুদ্র-মন্থনোত্থিত গরলরাশি

পান ক'রে জীর্ণ ক'রেছেন, তারা সেই দুর্গানাম ক'রেছিল। সামান্য বিষে তাকে ধ্বংস ক'রবে! বসন্তের কর্ণমূলে যেই দুর্গা ব'লেছি অমনি সুস্থতা লাভ ক'রেছে। সে দিন আমার আশ্রমেই ছিল, পরদিবস দুই ভ্রাতায় গমন করে, আমি অনেক বারণ ক'ল্লেম, কেবল তোমার ভয়েই পলা-য়ন ক'রলে।

জয়সেন। হা ধিক্! হা আমার রসনাকে ধিক্! স্রষ্টা যে রসনাকে কোমল ক'রবার জন্য অস্থিশূন্য ক'রে সৃষ্টি ক'রেছেন, আমি সেই রসনাকে এত কঠিন ক'রেছি যে তার উপমার যোগ্য কঠিন বস্তু জগতে দ্বিতীয় নাই! প্রাণাধিককে দূর হ ব'লে ঠেলে ফেলে দিয়েছি, মশানে বলি দিতে ব'লেছি, উঃ—কি সর্ব্বনাশ! আমার পাপ রসনা সহস্রাধিক খণ্ডে বিভক্ত হ'য়ে মৃত্তিকার সঙ্গে মিলিত হ'লেই মঙ্গল। পৃথ্বী এত ভার সহ্য ক'রেছেন, এইটী পারবেন না! হে শান্তস্বভাব! তার পর তারা কোথা গেল?

যোগী। তার পর তারা বনে বনে ভ্রমণ ক'রতে লাগলো, একদিন মধ্যাহ্ন-কালে বসন্ত অত্যন্ত পিপাসায় কাতর হ'লে বিজয় জল অন্বেষণার্থে গমন ক'রলে, পথিমধ্যে একটী হস্তীতে তাকে শুণ্ডের দ্বারায় আকর্ষণ ক'রে তুলে নিয়ে গেল, বসন্ত সেই কানন মধ্যে পিপাসায় ত্রাহি ত্রাহি ক'রতে লাগলো।

জয়সেন। আর না, আর শোনা যায় না! অগ্নিতে যখন অঙ্গ দগ্ধ হয় তখন তত জ্বালা বোধ হয় না, যত পরে হয়; ভাল, আমিই যেন পাষণ্ড, বিধাতা ত অবিবেচক নন, তাঁকে ত আর কোন কারণে মুগ্ধ ক'রতে পারে না, তবে তিনি বালককে এত যন্ত্রণা দিচ্ছেন কেন? বুঝ্লাম এই বার তাদের জীবনান্ত হ'লো; বসন্তের আশ্রয় বিজয়, বিজ-য়ের অবলম্বন বসন্ত, দুটীতে মিলন-তরুর ছায়া অবলম্বন ক'রে দুঃখ-রবির উত্তাপ কথঞ্চিৎ নিবারণ ক'চ্ছিল, দারুণ বিধাতার প্রাণে তাও সহ্য হ'লো না, কোথা হ'তে প্রাণান্তকারিণী পিপাসা-পিশাচিনীকে পাঠিয়ে দিয়ে মিলন-তরুটী ভঙ্গ ক'রে দিলেন। হে তপস্বিন্! করীতে বিজয়ের, আর পিপা-সায় কি বসন্তের জীবনান্ত হ'লো?

যোগী। কার সাধ্য তাদের জীবন হরণ করে? করীতে তাকে পদতলে ফেলে নষ্ট ক'রবে কি,—সেইটি যেন ইষ্টপূরণ জন্য ভবানী-ভক্তের পদযুগল মস্তকে ধারণ ক'রে নাচ্‌তে লাগ্‌লো! পরে শান্তিনগরের রাজসিংহাসনে বসালে; বিজয় শান্তিনগরের রাজা হ'লো, পরে সেই রাজকন্যা কলাবতীর সঙ্গে তার বিবাহ হ'য়ে পরম সুখে কাল যাপন কর্‌তে লাগ্‌লো। বোধ হয় বিজয়ের দুঃখ দূর ক'রতে মাতা মাতঙ্গীই সেই মাতঙ্গকে পাঠিয়েছিলেন।

জয়সেন। তাপসশ্রেষ্ঠ! তার কনিষ্ঠ বসন্তের কি হ'লো? সে কি সে দায় হ'তে নিস্তার পেয়েছে? রাঘব-তাড়িত মৎস্য যেমন প্রাণভয়ে পলায়ন ক'র্‌তে লম্ফ প্রদান ক'রে শুষ্ক মৃত্তিকায় পতিত হ'য়ে প্রাণ হারায়, বসন্তের কি তাই হ'লো? না সে মীন ভূমিতে লুণ্ঠিত হ'তে হ'তে আবার জল প্রাপ্ত হ'লো? মহাভাগ! আপনি যে কি সর্ব্বনাশের কথা ব'ল্‌বেন, তাই ভেবে প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে?

যোগী। মহারাজ! আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, অস্ত্রাঘাতে কাহাকেও আহত ক'রে পরে তার যন্ত্রণা দেখে আহা উঁহু করা সেটা কি শঠের কার্য্য নয়?

জয়সেন। তপোধন! আর ও কথা কেন? আমি যদি হতভাগ্যই না হব, তবে কি হেমবতী ভার্য্যাকে হারিয়ে সেই পাপীয়সীর কর গ্রহণ করি! আপনারা কি জানেন না যে, হতভাগ্যগণ সব ক'র্‌তে পারে, তাদের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই, এক্ষণে কৃপা ক'রে বসন্তের সমাচার দেন।

যোগী। আর কি সমাচার দিব? পিপাসায় কাতর হ'য়ে আর ব'সে থাক্‌তে পাল্লে না, মৃত্তিকায় শয়ন ক'র্‌লে; কে যেন নবীন পল্লবিত দুই তিন বৎসরের আম্র গাছটীর মূলচ্ছেদন ক'রে দিলে, হেলে প'ড়্‌লো, সূর্য্যের সুতীক্ষ্ণ করে ক্রমেই ম্লান হ'তে লাগ্‌লো। যত পিপাসায় প্রাণ যায় যায় হয়, ততই দাদা জল দেও, দাদা জল দেও ব'লে ডাকে; কে জল দিবে? দাদা কি সেখানে আছে? দাদা এলো না, ক্রমে বাক্‌শক্তি রহিত, জীবন কণ্ঠাগত, বায়ুতে শুষ্ক পত্রাদি মর্ মর্ করে, বসন্ত ভাবে, দাদা

বুঝি আমার জন্যে জল নিয়ে আস্‌ছে, অমনি মুখ ব্যাদান করে ; উঃ ব'ল্‌তেও লোমহর্ষণ হ'চ্চে!

জয়সেন। জল পায়নি, তবে জল পায়নি, জলাভাবে প্রাণ গেল! হা পাপিনি দুর্জ্জয়ি! তুই প্রাণ ত্যাগ ক'রেও পিপাসা রূপে বসন্তের কাছে গিয়ে তাকে বিনাশ ক'রলি? কর্ণ বধির হও, আর শোনা যায় না ; অঙ্গ-রুধির জল হও, বসন্তকে বাঁচাও, আমার বসন্ত জলাভাবে ম'লো! যে বনে আমার বসন্ত জলাভাবে ত্রাহি ত্রাহি ক'র্‌ছে, সেইখানে গিয়ে তাকে বাঁচাও! (রোদন)

যোগী। ওহে কপট সন্ন্যাসী! তোমার ও পাপদেহের রুধির জল হ'লেই কি সে তা পান ক'র্‌বে? বিজয়কে যখন হস্তীতে লয়ে যায়, তখন যে সে কেবল কেঁদে কেঁদে ব'লেছে, মাতঃ দুর্গে! আমি ত ম'লাম, দেখো মা! তুমি মা থাক্‌তে আমার বসন্ত যেন জলাভাবে না মরে! ভগবতী শিবের কথা লঙ্ঘন ক'র্‌তে পারেন, কিন্তু সেই ভক্তবৎসলা ভক্তের কথা ঠেল্‌তে পারেন না ; অমনি তিনিই যেন সদোদার মুনিকে পাঠিয়ে দিলেন, মুনি এসে জলদানে তার প্রাণ রক্ষা ক'র্‌লেন ; পরে আশ্রমে লয়ে গিয়ে তাকে প্রতি-পালন ও বিদ্যাদান ক'র্‌লেন, পরে বীরনগরের বীরকেশরী রাজার কন্যা সত্যার সঙ্গে তার বিবাহ হ'লো ; বীরকেশরী আনন্দে পরিপূর্ণ, জামাতাকে রাজ্যদান ক'রে সস্ত্রীক সদোদার মুনির আশ্রমে এসে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন।

জয়সেন। তবে ত আমি বীরনগরে আর শান্তিনগরে গমন ক'র্‌লেই তাদের দেখ্‌তে পাব।

যোগী। সন্দেহ।

জয়সেন। আবার সন্দেহ কেন?

যোগী। তারা বোধ হয় রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে এক্ষণে বনচারী।

জয়সেন। কেন,—আবার রাজ্য পরিত্যাগ কেন?

যোগী। বিজয় ভার্য্যাসহ উদ্যান বিহার ক'র্‌ছিল, নিশীথকালে কে যেন তাকে ব'লেছিল যে, পাপমতে! তুই বিষয়-মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে কালযাপন ক'চ্ছিস, তোর সেই পিপাসাতুর ভ্রাতা বাঁচ্‌লো কি ম'লো দেখ্‌লিনে? সে

সেই কথায় ভার্য্যাকে পরিত্যাগ ক'রে "হাই বসন্ত কোথায় রে" ব'ল্তে বল্‌তে বনে প্রস্থান ক'রে নানা স্থানে ভ্রমণ ক'চ্ছে; বসন্তও তদ্রূপ আকাশ-বাণীতে তিরস্কৃত হ'য়ে বনে বনে ভ্রমণ ক'চ্ছে, এখন কোথায় আছে তার স্থিরতা নাই।

জয়সেন। ভগবন্! তবে কি আর তাদের দেখ্‌তে পাব না?

যোগী। হাঁ পাবার সম্ভব, এই বিপদ্-সাগর পার হ'তে যদি সর্ব্বতাপ-হারিণী তারিণীর চরণ-তরণী আশ্রয় ক'র্‌তে পার, তবে কালে বাসনা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা, নচেৎ সহস্র বৎসর অন্বেষণ ক'র্‌লেও তাদের দেখ্‌তে পাবেনা!

জয়সেন। গুরো! আপনি যেরূপ আজ্ঞা ক'র্‌লেন, আমি তাই ক'র্‌বো, আপনার বাক্য শিরোধার্য্য, চ'ল্লেম।

যোগী। আচ্ছা, আমিও আশ্রমে চ'ল্লেম; দুর্গা, দুর্গা, তারা! পতিতপাবনী নাম ধারণ ক'রে পতিতকে আর কাঁদিও না।

গীত।

শুনি মা মহিমা পতিতে স্থান পায় পায়।
তবে কেন না রাখিবে বিপদে আমায় মায়॥
বলি তাই ও সুরেশ্বরি, দেখিলাম অসুরে স্মরি,
তারা তারা পদ পাসরি, তোমায় বিনাশিতে চায়;
কেন উদ্ধারিলে তবে এত শত্রুতায় তায়॥

[যোগীর প্রস্থান।

এক জন দূতের সহিত শান্তিনগরের
মন্ত্রীর প্রবেশ।

জয়সেন। ও—কে আস্‌ছে? দুটী লোক নয়, তাইত বটে! এই দিকেই আস্‌ছে নয়! হাঁ, ভাল দেখা যাক্, তারার মনে কি আছে

(মন্ত্রী ও দূতের নিকটে আগমন) আপনারা কে মহাশয়? কোথা হ'তে আস্‌ছেন? অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাব, আবার রাগচিহ্ন বোধ হ'চ্ছে, সুবর্ণ কোন কারণে মলিন হ'লেও নিজ জ্যোতির কিয়দংশেই দর্শককে পরিচয় দেয়, আপনি যে কোন রাজ-কুলোদ্ভব কি তত্তুল্য কোন ব্যক্তি, তাতে আর সন্দেহ নাই, শীঘ্র আপনার পরিচয় দিয়ে আমাকে সুস্থ করুন।

মন্ত্রী। পবিত্রদর্শন! আমি শান্তিনগরের রাজমন্ত্রী, আমাদের বর্ত্তমান রাজা মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র রায়বাহাদুর, কিছুদিন সস্ত্রীক উদ্যান বিহার ক'চ্ছিলেন, অদ্য তিন দিবস হ'লো রজনীযোগে উভয়ে গোপনে কোথায় গমন ক'রেছেন তার নির্ণয় নাই; আমরা তাঁদেরই অন্বেষণার্থে স্থানে স্থানে ভ্রমণ ক'র্‌ছি। কেবল আমরা দুইজন মাত্র নই, শত সহস্রাধিক ব্যক্তি এইরূপ দিগ্‌ দিগন্তরে ভ্রমণ ক'চ্ছে। মহাশয়! আমাদের বর্ত্তমান রাজা ও রাণীর গুণে রাজ্যের আপামর সাধারণ সকলেই বাধ্য, তাঁদের অদর্শনে সকলে যেন পিতৃ-মাতৃ-হীনের ন্যায় রোদন ক'চ্ছে, মহিষীর মাতা বড় রাণী কন্যা ও জামাতার বিরহে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে দিবা রাত্রি রোদন ক'চ্ছেন, যে শান্তিনগর প্রকৃতই শান্তিনগর ব'লেই পরিগণিত ছিল, এক্ষণে তাহার সে কান্তি নাই, কা'ন্তেই লোকের দিন যাচ্ছে, সম্পূর্ণ ভ্রান্তিনগর ব'লে বোধ হচ্চে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি ত সন্ন্যাসী, কোথায় কি এক বিশালবক্ষ, আজানুলম্বিতবাহু, প্রশস্ত-ললাট, বিশাল-নেত্র সুবর্ণ-নিন্দিত-বর্ণ, অল্পবয়স্ক,—প্রায় ২৪।২৫ বৎসরের যুবা পুরুষকে তদনুরূপ রূপশালিনী ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা ভার্য্যাসহ ভ্রমণ ক'র্‌তে দেখেছেন? তা হ'লে বলুন, আমরা তথায় গমন ক'রে তাঁদের আনয়ন করি।

জয়সেন। (স্বগত) যোগী যা ব'লেছেন ঠিক্ মিলেছে। আমি যদি এক্ষণে নিজের পরিচয় দিই, তা হ'লেত এদের করুণাতেই আমাকে আরও আচ্ছন্ন ক'র্‌বে। নিজ পরিচয় না দিয়ে এদের সঙ্গে আমাকেও তাদের অন্বেষণ ক'র্‌তে হ'লো। আমার বিজয় যে নিরুদ্দেশ হ'য়েছে, আমি এদের সঙ্গে তার অন্বেষণ ক'র্‌লে কেবল আমারই ভাগ্যদোষে হয় ত এরা পর্য্যন্ত বিফলমনোরথ হবে। না,—আমার এদের সঙ্গে থাকা হবে না। যদি

দীনতারিণী দিন দেন, অবশ্যই দেখতে পাব। (প্রকাশ্যে) মহাশয়! আমি কোথাও ভবদীয় বর্ণিত রূপবান্ ব্যক্তিকে দেখি নাই, তবে এই আশ্রমবাসী জনৈক যোগীর কাছে শুন্‌লেম যে বিজয় নামে শান্তিনগরের রাজা অনুদ্দেশে কালযাপন ক'চ্ছেন। ভাল—অন্বেষণ করুন, অবশ্যই আশা পূর্ণ হবে। কি সেই যোগীকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে তিনি যোগ বলে ব'ল্‌তেও পারেন।

মন্ত্রী। মহাজনের আজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য, এক্ষণে আমরা চল্লেম, প্রণমামি। (প্রস্থান)

জয়সেন। এইত সব শুন্‌লেম্, যাই আমিও তাদের অন্বেষণ করিগে। (প্রস্থান।)

কলাবতীর প্রবেশ।

কলাবতী। হা নাথ! কোথায় গেলে? আমি দ্রুতবেগে তোমার সঙ্গে আস্‌তে পাল্লেম না ব'লেই কি এ দাসীকে পরিত্যাগ ক'র্‌লে? নাথ! তুমি যেখানেই যাও না কেন, আমার হৃদয়ছাড়া ত হ'তে পার্‌বে না। হা! হৃদয়! তুমি ব্যাকুল হ'চ্ছো কেন, নাথ তো তোমাকে ছেড়ে যাননি,—তবে ব'ল্‌বে, নাথ তোমাকে বিদীর্ণ ক'র্‌তে উদ্যত। হৃদয়রে! যদি তাই হয়, তবে ত আর যন্ত্রণা থাক্‌লো না। স্রোতস্বতী নদীর স্রোত অত্যন্ত কুটিল হ'য়ে বক্র স্থানকেই ভগ্ন করে, কারণ সে সেই বেগকে বদ্ধ ক'র্‌তে যায়, কিন্তু বক্র কূল ভঙ্গ হ'লে আর ত জল কুটিল থাকে না, তখন সরল রূপেই গমন করে। তুই ত কাজে কাজেই ভগ্ন হবি! (বক্ষে করাঘাত) হৃদয়! করাঘাতে তুই কি বিদীর্ণ হবি? নাথই তোকে বিদীর্ণ ক'র্‌তে পার্‌লেন না। যখন এমন বজ্রাঘাতে দ্বিধা হ'লিনে তখন তোর পতন কই? বুঝ্‌লাম শোকানলে তুই নিজেই দগ্ধ হবি, নাথকেও দগ্ধ ক'র্‌বি। হৃদয়রে। ভাবিসনে যে শোকানলে নাথ দগ্ধ হবেন; বিশুদ্ধ কাঞ্চন আর মিশ্র কাঞ্চনের অগ্নিতেই পরীক্ষা, বিশুদ্ধ স্বর্ণ স্বভাবতঃ কোমল কিন্তু অগ্নিতে শীঘ্র দ্রবীভূত হয় না, মিশ্র স্বর্ণ স্বভাবতঃ অতি কঠিন কিন্তু অগ্নিতে সহজেই দ্রব হ'য়ে যায়। হৃদয়রে! তুইও তেমনি নাথকে স্থান দিয়ে মিশ্র হ'য়েছিস্, শোকাগ্নিতে সহজেই গ'লবি, কিন্তু নাথের হৃদয়ে অন্য কেউ স্থান পায়নি, সে হৃদয়কে শোকাগ্নিতে গলাতে

পারবে না। তা তুই বা কই সহজে দ্রব হ'লি? তবে তুইও কি বিশুদ্ধ কাঞ্চন? বিশুদ্ধই বটে, বিশুদ্ধ কাঞ্চনে আর বিশুদ্ধ কাঞ্চনে যোগ হ'লে সে ত বিশুদ্ধই হবে, তবে আর কিসে দ্রব হবি? হাঁ শুনেছি স্বর্ণ সোহাগায় শীঘ্র গলে, তা তোর সোহাগা কি বিষ? কারণ সোহাগার বিষ গুণ, তবে তোর পক্ষে বিষ, সোহাগা হবে না কেন? বিষ পাব কোথা? তা বিষেরই বা অভাব কি, নাথের অদর্শনে সংসারের সকল পদার্থকেই ত বিষবৎ জ্ঞান হ'চ্ছে। কই, এ বিষ প্রয়োগেও ত গ'লে গেলিনে! তবে বুঝ্‌লাম, অল্প ভাগে কোনও বস্তু প্রয়োগ ক'র্‌লে তার গুণ প্রকাশ হয় না, আতপতাপিত ব্যক্তিকে কর দ্বারা আচ্ছাদন ক'র্‌লে কি তার তাপ নিবারণ হয়! ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তির কি নিশ্বাস বায়ুতে ঘর্ম্ম যায়! এ সামান্য বিষে কি তোর পতন হয়? হায়! তবে আর আমার উপায় নাই, নাথের দর্শন ব্যতীত আর উপায় নাই, কোথা যাই, কোথা গেলে তাঁকে দেখ্‌তে পাই, কোন্ পথে গেলেন, কাকে জিজ্ঞাসা করি? পথ যদি পরিষ্কার হ'তো তা হ'লে আমার হৃদয়ের ন্যায় নাথের পদচিহ্ন ধারণ ক'রে রাখ্‌তো, এ সকল পথই যে অপরিষ্কৃত, কুশাঙ্কুরাবৃত। হা কুশাঙ্কুর! তুমি যেমন আমাকে যেতে দিচ্ছ না, তেম্‌নি এ অভাগিনীর নাথকে বারণ ক'র্‌তে পারনি? আমার পদতল যে ক্ষত ক'রে রক্তাক্ত ক'রেছ, আর চল্‌তে পাচ্ছিনে, নাথকে কেন এই রূপে গতিহীন ক'ল্লে না? আ,—আমি কি প্রার্থনা ক'র্‌ছি! উঃ কি পাপেচ্ছা? আমার প্রাণান্ত অনায়াসে সহ্য ক'র্‌বো, নাথের পদতলে কুশাঙ্কুর ফুট্‌বে তাতো সহ্য হবে না! কুশাঙ্কুর! উত্তম ক'রেছ, যদি তুমি আমার নাথের পদ শিরে ধারণ ক'রে থাক, তবে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য তুমিই ক'রেছ, এস তোমাকে আলিঙ্গন করি। (পতন)

সত্যার প্রবেশ।

সত্যা। আর কোথায় যাব, কোথা অন্বেষণ ক'র্‌বো? আবার কি নাথের দর্শন পাব? এ হতভাগিনীর ভাগ্যে যদি তাই হবে, তবে নাথকে হারাব কেন? হা নাথ! দাসী তোমার শ্রীচরণে কি অপরাধ ক'রেছিল যে আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় একাকিনী বনমধ্যে রেখে নির্দ্দয় হৃদয়ে চ'লে

গেলে! নাথ! একি রহস্য? যদি তাই হয় তবে আর না, অনেক হ'য়েছে, ভয়ে মলেম, দেখা দেও, দাসীর কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে মার্জ্জনা কর। ঐ যে তুমি বৃক্ষের অন্তরালে লুকায়ে আছ, আমি এত ব্যাকুলা হ'য়েছি, উচ্চৈঃস্বরে হা নাথ হা নাথ ব'লে রোদন ক'চ্ছি, শুনেও কি দয়া হ'চ্ছে না। তুমি কি নিষ্ঠুর! একবার অধীনীর সম্মুখে এসে বল প্রিয়ে কেঁদ না, আমি এসেছি। কই এলে না, সত্যই কি তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রে গিয়েছ? যদি তাই হয়, তবে তুমি বন পর্য্যটনে ক্লান্ত হ'লে কে তোমার শুশ্রূষা ক'র্‌বে? অঞ্চলের দ্বারায় বায়ু ব্যজন ক'রে কে তোমার ঘর্ম্ম নিবারণ ক'র্‌বে? তোমার ক্ষুধার সময়ে কে ফল পরীক্ষা ক'রে তোমাকে ভক্ষণ করাবে? হায়! হয়ত ক্ষুধায় ব্যাকুল হ'য়ে পূর্ব্বের মত আবার বিষফল খেয়ে জীবন হারাবে! হায়! অযত্নে তোমার জীবন যাবে; নাথ! আমাকে হিংস্রক পশুতেই বিনষ্ট করুক কি সর্পেই দংশন করুক, কি জল মধ্যেই প্রবিষ্ট হ'তে হ'ক্, তাতে বিন্দু মাত্রও ক্লেশ নাই, কেবল এই দুঃখ, আমি এমন কি পাপ কর্ম্ম ক'রেছিলাম যে বন মধ্যে আমাকে অনাথা হ'য়ে বিনষ্ট হ'তে হ'লো! হায় কুহকিনি নিদ্রে! ক'র্‌লি কি? আমার যে নয়ন নাথের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাকে সে কার্য্য হ'তে অবসর ক'রে সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি! তুই কেন অঙ্গ মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌লি? যদি এলি, এসেই বা আবার গেলি কেন? তুই কি গিয়েছিস্? না আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি,—না স্বপ্ন নয়; নিদ্রে! তুই আমার কাল হ'য়ে এই কার্য্য ক'র্‌লি! নয়ন! তুই ক'র্‌লি কি? তোকে যে চিরকাল যত্ন ক'ল্লেম, সেই যত্নের ফল কি এই? আমি ত সেই স্বপ্নলব্ধ ধনকে তো হ'তেই পরীক্ষা ক'রে নিয়েছিলাম, আবার তো হ'তেই হারালাম। তুই আমারি হ'য়ে এমত বিশ্বাসঘাতক হ'লি? কেন এমন কালনিদ্রাকে এনেছিলি? তোর অযত্নেই আমি সেই জগতের মধ্যে একমাত্র তেজোময় পুত্তলিকাকে হারালাম! আর দর্শন শক্তি নাই—সব অন্ধকার দেখ্‌ছি। দারুণ বিধে! তোমার কি এই কার্য্য? অবলা কুলবালাকে অনাথিনী ক'রে তোমার কি সুসার হ'লো? দুঃখিনীর কান্তধনে এনে দেও; যদি বল সে জীবিত নাই, ব্যাঘ্রাদিতে ভক্ষণ ক'রেছে; তা হ'লে তার কারণ তুমি সেরূপ না লিখ্‌লে ও

এমন হ'তো না। বিধাতঃ! তাঁকে যেখানেই রাখ, দাসীর এই কথা রেখ, তিনি যেন কষ্ট না পান; পিপাসার সময় জল দিও, ক্ষুধার সময় ফল দিও, অযত্ন ক'র না, তিনি আমার বড় যত্নের ধন, তা তোমাকে ব'ল্লে কি হবে? তুমি এখন তোমার লিখনাধীন; তবে এ বিপদ্ সময়ে যদি সেই বিপদ-হারিণী হব-হৃদয়-চারিণী তারিণী কৃপা ক'রে দাসীর দুর্গতি দূর করেন, নতুবা ত নিস্তার নাই। ওমা নিস্তারিণি! নৃত্যকালিকে! নিত্যরূপে! মা এ নিঃসহায়া রমণীর প্রতি কি কৃপাদৃষ্টি হবে না?

(গীত)

কিঙ্করীরে দয়া কর মা শঙ্করি।
প'ড়ে ঘোরাপদে তারা-পদে এই প্রার্থনা করি।
কথা কব কি জগজ্জননি, এ রমণী, যেন মণিহারা ফণী গো,
হারায়েছি গুণমণি, দিবসে দেখি রজনী,
(আমার হৃদয়াকাশে যে চাঁদ ছিল) (কোন্ রাহুতে গ্রাসিল)
(সে চাঁদ বিনে আঁধার কে নাশিবে)
(আমার অন্য ধন আর নাই গো শিবে)
বিনে চাঁদে বাঁচে কি চকোরী! শঙ্করী॥
আমি ভারতে শুনেছি মা যে, বনমাঝে,
হারাইয়ে নলরাজে গো,
দময়ন্তী ঊর্দ্ধ করে, ডেকেছিল উচ্চৈঃস্বরে,
(ত্রাহি দুর্গে দুর্গতিহারিণি) (তোমা বিনে কেহ নাই তারিণি)
(দেহি পতি পতিতপাবনি) (তোমার দয়াময়ী নামটী শুনি)
আমি তাই তব পদ স্মরি। শঙ্করি॥

আমি নিদ্রায় হারায়েছি পতি, গো পার্ব্বতি ;
হর মা দাসীর দুর্গতি গো,
পতিধনে দে মা তারা, হারা হ'লেম নয়নতারা,
(যদি দুর্গানাম ক'রে আমি) (একান্ত হারাই মা-স্বামী গো)
(তবে ও নামে কলঙ্ক হবে) (ভবে দুর্গানাম আর কে লবে)
তারা তরাও নইলে কিসে তরি। শঙ্করি ॥

হায়! কত অন্বেষণ ক'ল্লেম, কোথাও তাঁকে দেখ্তে পেলেম না আর "পাবও না," তিনি নাই, নিশ্চয়ই ব্যাঘ্রাদিতে গ্রাস ক'রেছে।—না, তাই বা কেমন ক'রে সম্ভব! কোন মাংসাশী পশুতে তাঁকে যদি গ্রাস ক'র্তো তা হ'লে ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ ক'রে লয়ে যেত, আমার মস্তক ত তাঁর ঊরুদেশেই ছিল, অবশ্য মস্তকে আঘাত লাগ্তো, নিদ্রাও ভঙ্গ হ'তো, কিছু না কিছু চিহ্ন দেখ্তে পেতেম, কই তাতো কিছুই না। তবে কাহাকে জিজ্ঞাসা করি? হা অশোক বৃক্ষ! এ দুঃখিনীর পতির সমাচার দিয়ে আমাকে শোকহীনা কর, নীরবে থেক' না, বল বল, অশোকনামের সার্থকতা সম্পাদন কর। (দূরে দৃষ্টিপাত) ও কি ধরাতলে প'ড়ে? মেঘভ্রষ্টা সৌদামিনী! তা হ'লে স্থির কেন? না, স্বর্ণলতা; লতা হ'লে মৃত্তিকায় কেন? হাঁ বুঝেছি, ও যে বৃক্ষটীকে আশ্রয় ক'রেছিল, বুঝি সে বৃক্ষটী কেহ ছেদন ক'রে নিয়ে গিয়েছে। দেখি দেখি, (নিকটে গমন) একি দেবী না কি, দেবী হ'লে ভূতলে কেন? তবে কি মায়াধারিণী রাক্ষসী মায়াধারী হ'লে শুনেছি তার ছায়া থাকে না; তবে মানবী, এ দশা কেন? এ ত সামান্যা নারী নয়, বোধ হয় কোন রাজকন্যা, রূপে যে বন আলো ক'রেছে! আহা! সর্ব্বাঙ্গে ধূলা লেগেছে তবু কত শোভা, যেন শুক্ল বস্ত্রে সোণার গাছ ঢেকে রেখেছে! জীবন আছে কি? (নাসারন্ধ্রে হস্ত প্রদান) এই যে নিশ্বাস প্রশ্বাস হ'চ্ছে, আহা, এঁর অবস্থা দেখে বোধ হ'চ্ছে ইনি আমারই মত কোন হতভাগিনী, নতুবা এমন যৌবনাবস্থায় বনে আস্বার তাৎপর্য্য কি? ভাল, চেতন কর্বার চেষ্টা করি, যদি চৈতন্য হয় তবে

অবশ্যই শুন্‌তে পাব, বোধ হ'চ্ছে দীনতারিণী দুর্গা বুঝি এ হতভাগিনীর একটী সঙ্গিনী ক'রে দিলেন; চেতন করবার আর ত কোন উপায় নাই, অঞ্চলের দ্বারায় বায়ু ব্যজন করি। (ব্যজন)

কলাবতী। (চৈতন্যোদয়ে উঠিয়া কাতর স্বরে) হা নাথ! আবার কোথা গেলে, বঞ্চনা করাই কি তোমার স্বভাব? যন্ত্রণা দিতেই কি ভালবাস? হায় হায়! আমি যে আমার প্রাণনাথের চরণ সেবা কচ্ছিলাম, কে আমাকে সে সুখে বঞ্চিত ক'র্‌লে? (সত্যার প্রতি) তুমি কে গো আমার কাছে ব'সে? তোমার মুখখানিও যে মলিন দেখ্‌ছি, আমাকে বাতাস ক'চ্ছ কেন? শীঘ্র তোমার পরিচয় দেও, তুমি বনদেবী, নতুবা এত রূপের মাধুরী আর কার হবে?

সত্যা। দেবি! আমি বনদেবী নই, একটী দুর্ভাগিনী মানবী, এখন এই মাত্র পরিচয়। (রোদন)

কলাবতী। কেন কেন, কাঁদ্‌তে লাগ্‌লে কেন? বল বল, অনেক বুঝেছি, পতিহারা, বোধ হ'চ্ছে আমার মত পতিহারা, (অঞ্চলের দ্বারায় নয়ন মার্জ্জনা করাইয়া) কেঁদ না—কেঁদ না ব'ল্‌ছি বটে, কিন্তু বোধ হ'চ্ছে আমার মত অনেক কাঁদ্‌তে হবে। এখন বল তুমি কে, আর কি জন্যেই বা এ ভাবে বনমধ্যে বিলাপ ক'র্‌ছো?

সত্যা। দেবি! সে দুঃখের কথায় আর কাজ নাই; ব'ল্‌তে বুক ফেটে যাচ্ছে, আপনি যা ভেবেছেন তাই বটে, কপোত-হারা কপোতীর ন্যায় আমি পতি-হারা দুর্ভাগ্যবতী।

কলাবতী। তা আর ব'ল্‌তে হবে কেন, তুমি না ব'ল্‌তেই ত ব'লেছি! তরণী নিয়ত ঘূর্ণায়মানা হ'য়ে যদি স্রোত অবলম্বন ক'রে গমন করে; তা দেখে কে না জান্তে পারে যে এতে কর্ণধার নাই! আহা! তোমার মধুমাখা কথা শুনে আমার তাপিত হৃদয় অনেক শীতল হ'লো, বোধ হ'চ্ছে যেন তুমি আমার চির পরিচিত, অধিক কি তোমাকে যেন আমার সহোদরা ভগ্নী ব'লে বোধ হ'চ্ছে। এমন মন হ'চ্ছে কেন? যা হ'ক্ তোমাকে ভগ্নী ব'লেই ডাক্‌বো।

সত্যা। আপনাকে দেখে যেন আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় ভক্তি হ'চ্ছে।

আপনার ভগ্নীর কাছে কি সখীর কাছে দুঃখের কথা ব'ল্লে যেমন অনেক দুঃখের লাঘব হয়, আপনাকে দুঃখের কথা বলা দূরে থাক্, দেখেই যেন বোধ হ'চ্ছে আমার মনোবেদনা অনেক নিবারণ হয়েছে, আজ অবধি আপনি আমার বড় দিদি! (পদে প্রণাম ও রোদন)

কলাবতী। ভগ্নি! (বসনে নয়ন মার্জ্জনা করাইয়া) কেঁদ না কেঁদ না, যদি আমার পতিপদে মতি থাকে, আর যদি আমি সতী হই, আমি কায়মনোবাক্যে ব'ল্‌ছি, যেমন তুমি আমাকে বড় দিদি ব'ল্লে আর ছোট বুনের মত আমার পায়ের ধূলো নিয়ে আনন্দিত ক'র্‌লে, আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি, তুমি জন্মায়তি হও। ভগ্নি! এক্ষণে বল তুমি কার কন্যা, নাম কি, আর কার পত্নী?

সত্যা। দিদি! আমি বীরনগরের বীরকেশরী রাজার কন্যা, এ হতভাগিনীর নাম সত্যা, আমার—(অধোবদন)

কলাবতী! কেন নীরবে থাক্‌লে যে! পতির নাম ক'র্‌তে লজ্জা হ'চ্ছে যা প্রকারান্তরে ব'ল্‌বার উপায় থাকে, তাই বল।

সত্যা। ঋতুরাজের মূল যে নাম তাই, এই বর্ত্তমান ঋতু—

কলাবতী। ঋতুরাজের মূল নাম ত বসন্ত, আর এও ত বসন্ত ঋতু, তবে কোন্ বসন্ত? জয়পুরের কনিষ্ঠ রাজকুমার যে, সেই বসন্তকুমার?

সত্যা। হাঁ।

কলাবতী। (উচ্চৈঃস্বরে) হা নাথ! কোথায় আছ, তুমি যে ভাই বসন্তের জন্যে পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে বন-পাথারে ভ্রমণ ক'র্‌ছো, তোমার সেই ভাই বসন্ত তোমার মত পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে বোধ হয় তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হ'য়েছে। প্রাণেশ্বর! তোমার পত্নী আর বসন্তের পত্নী এক যোগ হ'য়েছে, তোমরা কি উভয়ে মিলন সুখ ভোগ ক'র্‌ছো? জগতের সকলেই বসন্তকে পেয়েছে, তুমি কি বসন্তকে পাও নাই?

সত্যা। দিদি গো! আপনার কথা শুনে আমার অসহ্য জ্ঞান হ'চ্ছে, আপনি কার কন্যা, আপনার নাম কি, আর কার পত্নী, কৃপা ক'রে বলুন।

কলাবতী। সত্যে! আমি শান্তিনগরের শান্তীশ্বর রাজার কন্যা, আমার

নাম কলাবতী, আমার পতির নাম, দুর্গার দুটী সখী, একটীর নাম জয়া আর একটীর নাম যা তাই, তবে সে আকারে নয়, ইনি পুরুষ।

সত্যা। দিদি! তবে ত যথার্থই আপনি আমার বড় দিদি!

কলাবতী। ভগ্নি! যথার্থ না হ'লে প্রাণ কাঁদবে কেন? (উভয়ে গলা ধরাধরি ক'রে স্কন্ধোপরে স্কন্ধ স্থাপন) ভগ্নি সত্যে! আমার চিত্তে আর কোন দুঃখ নাই, তোমাকে পেয়ে আমার সকল শোক যেন নিবারণ হ'লো।

সত্যা। দিদি! আমি তোমার কোল পেয়ে, বোধ হ'চ্ছে যেন আমি মার কোলে এসেছি।

কলাবতী। ভগ্নি চল। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ তাঁদের অন্বেষণ করি, কপালে যা থাকে তাই হবে।

সত্যা। দিদি! তাই চল. কিন্তু আমরা উভয়েই যুবতী, এ বেশে থাকলে পদে পদে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। তুমি কি শোন নাই, পতিহারা দময়ন্তী পতির অন্বেষণ জন্যে অরণ্যে ভ্রমণ ক'চ্ছিলেন, তাঁর রূপ দর্শনে মুগ্ধ হ'য়ে কোন ব্যাধ তাঁর সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট ক'রতে উদ্যত হয়েছিল, তবে ধর্ম্ম তাঁর ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছিল বটে। তাই ব'লছি পূর্ব্বে সতর্ক হ'য়ে থাকলে বিপদ্ সম্ভাবনা নাই, তা এ বেশ ত্যাগ ক'রে সেই বিঘ্নবিনাশিনী কাত্যায়নীর আরাধনা করি, যদি তাঁর কৃপা হয়, তবে সব অসাধ্য কার্য্য সুসাধ্য হবে।

(গীত)

বনে প্রবেশ কর যদি পতির অন্বেষণে।
কাজ নাই আর আমাদের এ বসন ভূষণে॥
ত্যজে অঙ্গের রূপা সোণা, কর কালীর উপাসনা
শবাসনা যদি পূরাণ গো বাসনা, তবে মিলিব পতিধনে॥
সন্ন্যাসীর বেশ ধর ধর, বস্ত্রে বাঁধ পয়োধর,
মাথার কেশ জটা কর, মুখে ব'লে বোম বোম হর,
কাল হর গো, আর মনে বল দেহি দুর্গে দুঃখিনীর পতিধনে॥

কলাবতী। আহা ভগ্নি! তোমার বুদ্ধি-কৌশল কি চমৎকার! যা ব'লে এতে সকল দিক্ রক্ষা হবে, তাতে আর সন্দেহ নাই, চল তাই করিগে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনের অন্যতম প্রদেশে।

নেপথ্যে।

হে অরণ্যবাসিগণ! তোমরা কে কোথায় আছ—
আমরা যা যা বলি মনোযোগ ক'রে শ্রবণ কর।

জয়সেনের প্রবেশ।

জয়সেন। ওকি শব্দ, আমার অনতিদূরেই কে যেন ব'লছে নয়, যে "হে অরণ্যবাসিগণ, তোমরা কে কোথায় আছ, মনোযোগ ক'রে শ্রবণ কর", ভাল কি বলে শোনা যাক্।

নেপথ্যে। হে অরণ্যবাসিগণ, হে অরণ্যবাসিগণ, তোমরা শোন—"শান্তি-নগরের রাজা শান্তীশ্বরের কন্যা কলাবতী ও বীরনগরের রাজা বীর-কেশরীর কন্যা সত্যা, এরা উভয়ে বনমধ্যে পতিত্যক্তা হ'য়েছেন, বনমধ্যে অনেক অন্বেষণ ক'রেও পতি প্রাপ্ত হন নাই, এক্ষণে তাঁরা পুনঃ স্বয়ম্বরাভিলাষিণী, যাঁর যাঁর সে কন্যা লাভে ইচ্ছা থাকে, তিনি শান্তিনগরে গমন করুন, আগামী পরশ্ব তারিখে স্বয়ম্বর হবে।

জয়সেন। কেহে—তোমরা বনমধ্যে কি প্রচার ক'রছো? আমার নিকটে এসে বল, আমি স্পষ্ট বুঝ্তে পাচ্ছিনে।

চারিজন দূতের প্রবেশ।

দূত। ঠাকুর, আমরা সকলে আপনাকে প্রণাম করি।

জয়। এস এস, কল্যাণমস্তু, তোমরা কি ব'ল্‌ছো ?

দূত। আমরা বল্‌ছি, শান্তিনগরের রাজা শান্তীশ্বরের কন্যা কলাবতী, ও বীরনগরের রাজা বীরকেশরীর কন্যা সত্যা, তাঁরা উভয়ে বনমধ্যে পতিত্যক্তা হ'য়ে অনেক দিন পতির অন্বেষণ ক'রেছেন, পতিকে না পাওয়াতে এক্ষণে পুনঃ স্বয়ম্বরাভিলাষিণী, যাঁর ইচ্ছা হয়, তিনি শান্তি-নগরের রাজবাটীতে গমন করুন, আগামী পরশ্ব স্বয়ম্বর সভা হবে।

জয়সেন। হাঁহে দূতগণ! তোমাদের একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি কলাবতীর পতির নাম ও সত্যার পতির নাম কি ?

দূত। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কলাবতীর পতির নাম বিজয়চন্দ্র আর শুনেছি সত্যার পতির নাম বসন্তকুমার।

জয়সেন। (স্বগত) শান্তীশ্বরের মন্ত্রীর প্রমুখাৎ শ্রুত হয়েছি যে, বিজয় বনমধ্যে ভার্য্যাকে পরিত্যাগ ক'রে, বসন্তের অন্বেষণে গমন ক'রেছে, আবার অন্য দূত মুখে শুন্‌ছি যে বিজয় বসন্তের স্ত্রী এরা তাঁদের দর্শনাভাবে পুনঃ স্বয়ম্বরের ইচ্ছা ক'রেছে, তাদের এ অভিলাষের ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। তা হ'তেও পাবে, দময়ন্তী পতিকে পুনঃ-প্রাপ্তির জন্য এইরূপ কৌশল ক'রে নলকে প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন। তবে নারী জাতিকে কিছুতেই বিশ্বাস নাই, পাপিনী রমণীগণ সকলই ক'র্‌তে পারে, ভাল, তারা যে কি ভাবে আছে, দূতগণকে জিজ্ঞাসা করি না। (প্রকাশ্যে) দূত! বল দেখি, রাজকুমারীদ্বয় বন হ'তে বাটী গিয়ে কি ভাবে কালযাপন ক'চ্ছেন্ ?

দূত। মহাশয়! সে দুঃখের কথা কেমন ক'রে ব'ল্‌বো ? তাঁদের অবস্থা দেখ্‌লে পাষাণও দ্রব হয়, দিবারাত্রি রোদন, কিছুতেই ক্ষান্ত হ'চ্ছেন্ না।

(গীত)

সে দুঃখের কথা আর ক'ব কারে।

আ মরি আ মরি, সুকুমারী রাজকুমারী,

যেন প'ড়ে আছেন শবাকারে॥

স্বর্ণবর্ণ তাঁদের হ'য়েছে বিবর্ণ, নগরবাসিগণেও অতি জীর্ণ শীর্ণ

হায় বিজয়চন্দ্র ভিন্ন সব ছিন্ন ভিন্ন,

যেন হারায়ে রাম, কাঁদিছে অবিরাম,

অযোধ্যাবাসী হাহাকারে॥

জয়সেন। (স্বগত) সে যা হউক, এক্ষণে আমার শান্তিনগরে গমন করাই কর্ত্তব্য, আমার জীবন-সর্ব্বস্বধন বিজয় বসন্ত যদি জীবিত থাকে, আর এ সংবাদ যদি তাদের কর্ণগোচর হয়, তা হ'লে অবশ্যই স্বয়ম্বর-সভাস্থলে উপস্থিত হবে, কখনই স্থির হ'য়ে থা'ক্‌তে পার্‌বে না, এ সংবাদ শ্রবণে অনেকেই দর্শনোৎসুক হয়ে শান্তিনগরে গমন ক'র্‌বে। যদ্যপি সে স্থানে তাদের দর্শন না পাই, তবে নিশ্চয় বুঝ্‌লাম, তারা এ ধরাধাম পরিত্যাগ ক'রেছে; যা'হ'ক আর কালক্ষয় না ক'রে গমন করি। (দূতের প্রতি) ওহে রাজকিঙ্করগণ। তোমাদের বক্তব্য বিষয় সকলি শ্রুত হ'লেম; যদ্যপি সময়ে উপস্থিত হ'তে পারি অবশ্যই সভা দর্শন ক'র্‌বো।

দূতগণ। যে আজ্ঞা, আমাদেরও প্রচারকার্য্য সমাধা হ'য়েছে, আমরাও শান্তি-নগরে চল্লেম। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শান্তিনগরের রাজসভা,—সভ্যগণ উপবিষ্ট।

মন্ত্রী। (করযোড়ে) হে সভাস্থ সভ্যমহোদয়গণ! আমি বিনয় সহকারে আপনাদিগের নিকট নিবেদন ক'র্‌ছি, বেলা অধিক হ'লো, বোধ

হয় আর কোন নরাধিপ আগমন ক'র্‌বেন না; যাঁরা সমাগত হ'য়েছেন, তাঁরা যদ্যপি অনুমতি করেন, তবে সেই কন্যাদ্বয়কে সভাস্থলে আনয়ন করা যায়।

কীর্ত্তিমতী দাসীর প্রবেশ।

কীর্ত্তিমতী। মন্ত্রিবর! রাজকুমারী আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন, আর ব'লেছেন পরিষ্কাররূপে এই পত্রখানি আপনি সভামধ্যে পাঠ করেন, পরে পত্রাভাস শ্রবণ ক'রে সভ্যগণ যেমন অনুমতি ক'র্‌বেন, তাই আবার আমার কাছে শুনে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধার্য্য ক'র্‌বেন।

মন্ত্রী। কি, আমাদের রাজকুমারী এই পত্র সভাসমীপে পাঠ ক'র্‌তে ব'লেছেন? তাঁর আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, দেও পত্র দেও (পত্র গ্রহণ)

পত্র পাঠ।

"হে সভাস্থ মহাতেজস্বী, ধত্যধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ! হে সন্ন্যাসিগণ! হে দ্বিজগণ! আপনাদের চরণে দাসী কলাবতী ও সত্যা উদ্দেশে প্রণাম ক'র্‌ছে। হে বিদেশস্থ মহাপরাক্রমশালী রাজন্যগণ! এ রমণীদ্বয় উদ্দেশে আপনাদের চরণ বন্দনা ক'র্‌ছে। হে আপামর সাধারণ সভাস্থগণ! আপনাদের নিকটে এই কুলবতী নারীদ্বয় প্রার্থনা ক'রছে শ্রবণ করুন্।

এ সভায় কলাবতীর পরিচয়ে প্রয়োজন নাই, আমার দেবর বসন্তকুমারের ভার্য্যা সত্যা, রমণীকুলরত্ন—যে রত্নটী আমি বনমধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছি, সেটি এক্ষণে আমার গলার হারে গাঁথা। তিনি বীরনগরের রাজা বীরকেশরীর কন্যা, তাঁর পতির নাম বসন্তকুমার, আমার পতির নাম আর ব'ল্‌তে হবে না, যিনি এই দেশের রাজা, এঁরা উভয়েই জয়পুরের শেষ রাজকুমার। বোধ হয় আমার শ্বশুরের নাম সকলেই শুনেছেন, যিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ ক'রে পত্নীর বাক্যে প্রথম পক্ষের সন্তান দুটীকে মশানে ছেদন ক'র্‌তে অনুমতি দেন, এই জন্যেই বর্ত্তমানা সময়ে তিনি জগদ্বিখ্যাত; আবাল বৃদ্ধ বনিতার মধ্যে তাঁর নাম না

শুনেছে এমন কেহ নাই। সে সকল বৃত্তান্ত ব্যক্ত করায় আবশ্যক নাই, কেননা তা কারও অজ্ঞাত নাই; এক্ষণে সেই বসন্তকুমার ও তাঁর জ্যেষ্ঠ উভয়ে ভ্রাতৃবিচ্ছেদশোকে অভিভূত হ'য়ে আপন আপন পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে নিরুদ্দেশে কালযাপন ক'র্ছেন? রমণীজাতির পতি ভিন্ন গতি নাই; আমরা যে জন্য পুনঃস্বয়ম্বর ঘোষণা ক'রেছি, আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে সে বাসনা পূর্ণপ্রায়, এক্ষণে সভাস্থ সমস্ত মহোদয়গণের অনুমতি হয় ত আমরা উভয়ে সভামধ্যে গমন ক'রে আপন আপন মনোভীষ্ট পূর্ণ করি। বিনয় সহকারে প্রার্থনা, আপনাদের বৃথা কষ্ট দিলাম ব'লে যেন আপনারা ক্রোধান্বিত হ'য়ে কোন অনিষ্ট উৎপাদন না করেন। আমরা অবলা, নানা কারণে দোষান্বিতা হ'লেও সকলের নিকটে ক্ষমার যোগ্য। এ পতিহীনা রমণীদ্বয় কেবল আপনাদের অনুমতি অপেক্ষা ক'র্ছে। ইতি"
(পাঠান্তে মন্ত্রী দণ্ডায়মান)

জনৈক সভ্য।

সভ্য। হে গুণিগণাগ্রগণ্য মন্ত্রিবর! গুণবতী কলাবতীর প্রার্থনা শ্রবণ ক'রে আমিও যার পর নাই প্রীতি লাভ ক'র্লাম, আমি প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি ক'র্ছি, আপনি কলাবতী ও সত্যাকে সভামধ্যে আগমন ক'র্তে বলুন।

দ্বি, সভ্য। অমাত্য! আমারও ঐ মত, স্ত্রীলোকের ইচ্ছামত স্বয়ম্বর প্রথা যদিও এ প্রদেশে প্রচলিত আছে, আমার মতে সেটী যুক্তিসঙ্গত নয়, রমণী জাতিতে পত্যন্তর গ্রহণ করা নিতান্ত ঘৃণিত কার্য্য ও শ্রুতিকটু। রাজকুমারীদ্বয় যদ্যপি পতি প্রাপ্তির আশায় এ কার্য্য ক'রে থাকেন, তা হ'লে এ উত্তম সঙ্কল্প; অদ্যাবধিও সেই সতীধর্ম্মের ধ্বজা পাতিব্রত্যজ্ঞান রূপ বায়ুবলে প্রশস্ত রূপে উড্ডীয়মানা, তা সকলে দেখুক্, যে রমণীগণ না দেখেছে তারা শুনেও শিক্ষা-করুক; আপনি সেই সতীকুলগৌরব কামিনীদ্বয়কে সভায় আনয়ন ক'রে সফলকামনা হ'তে বলুন।

তৃ, সভ্য। আমরা কর্ণেই শ্রবণ ক'রেছি যে দময়ন্তী পুনঃস্বয়ম্বর

রটনা ক'রে, নলরাজাকে লাভ ক'রেছিলেন, কিন্তু আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! সেই পতিভক্তি-পরায়ণা দময়ন্তী-সমা দুটী রমণীকে স্বচক্ষে দর্শন ক'রে নয়ন ধারণের সার্থকতা সম্পাদন ক'র্‌বো; আপনি শীঘ্র তাঁদের সভামধ্যে আনয়ন করুন।

মন্ত্রী। প্রথমে কাশীপতি আমার প্রার্থনায় অনুমতি দিলেন, পরে মথুরারাজ, তৎপরে কোশলাধিপতিও প্রসন্ন মনে আজ্ঞা দিলেন, বোধ হয় সমস্ত সভ্যেরই এই মত।

সকলে। হাঁ—হাঁ—একমত।

মন্ত্রী। কীর্ত্তিমতি! তবে তুমি অন্তঃপুর মধ্যে গমন ক'রে, রাজকুমারী-দ্বয়কে বল যে, সভামধ্যে এসে আপন আপন অভীষ্ট পূর্ণ করুন। তাঁদের প্রার্থনা শ্রবণ ক'রে বিদেশস্থ রাজন্যগণ অনুমতি দিয়ে অনুমোদন ক'রেছেন।

কীর্ত্তিমতী। যে আজ্ঞা, আমি চ'ল্লেম, তাঁদের নিয়ে আসি। বাদ্যকরগণ আনন্দের সময় নিস্তব্ধ হ'য়ে থাকে কেন, বাজাক্। (প্রস্থান)

মন্ত্রী। আমাদের এক্ষণে বাদ্যোদ্যম সহকারে আনন্দ-প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। (বাদ্য আরম্ভ)

সভার একপার্শ্বে ছদ্মবেশী বিজয় বসন্ত দণ্ডায়মান, কীর্ত্তিমতীর সঙ্গে কলাবতী ও সত্যার প্রবেশ।

কলাবতী। পত্রে যে সকল মহাত্মগণকে উদ্দেশে প্রণাম ক'রেছিলাম, এক্ষণে তাঁদের চরণে প্রণাম ক'চ্ছি। (সত্যার প্রতি) ভগ্নি সত্যে, সকলকে প্রণাম কর।

সত্যা। আমি সকল মহাত্মগণের চরণে প্রণাম করি।

কলাবতী। (অঙ্গুলি দ্বারায় দর্শান') ঐ যে সভার একপার্শ্বে দীন-বেশে দণ্ডায়মান, উনিই এই দেশের রাজা, উনিই এই হতভাগিনীর জীবন-সম্বল; আর স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পাচ্ছিনে, আতপতাপিত ব্যক্তি

যেমন ছায়া দর্শনমাত্রেই সেই স্থানে যেতে ব্যগ্র হয়, আমারও তাপিত হৃদয় তদ্রূপ পতিপদাশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে ব্যগ্র হয়েছে। চল্লেম,—এতে যেন কেহ আমাকে লজ্জাহীনা ব'লে ঘৃণা না করেন। (গমন ও বিজয়ের প্রতি) নাথ! এসেছেন, এ অধীনীকে কি মনে প'ড়েছে? তেমনি ক'রেই কি বনের মাঝে ফেলে পালাতে হয়? এলেন এলেন, ছদ্মবেশে কেন? এ দাসীকে কি পরীক্ষা করবার জন্য? আপনি কি মনে ক'রেছেন, এ পাপিনী অন্যকে বরণ ক'র্‌বে? কান্ত! পূর্ব্বে যে দাসী আপনার গলদেশে মাল্য প্রদান ক'রেছে, আজ্ সেই দাসী করপুষ্পে আপনার চরণকে বরণ ক'র্‌ছে। (পদ ধারণ) দাসী আর ও পদকে পরিত্যাগ ক'র্‌বে না, আর ও পদকে দ্রুতবেগে গমন ক'র্‌তে দেবে না।

বিজয়। প্রাণপ্রণয়িনি! (হস্ত ধারণ করিয়া উত্তোলন) উঠ উঠ, আর আমাকে লজ্জা দিও না, সকলি দৈব ঘটনা, নতুবা এমন হবে কেন? যা হ'ক্ আজ তোমার পতিভক্তি দর্শন ক'রে আমি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ ক'র্‌লাম; এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, আর যেন আমাদের কোন বিপদে প'ড়্‌তে না হয়। আমি বন মধ্যে ভাই বসন্তকে পেয়েছি, এই আমার সেই জীবনধন, তোমার দেবর; সীতার যেমন লক্ষ্মণ, তোমারও তেমনি বসন্ত।

বসন্ত। (কলাবতীকে প্রণাম) মা! দাস বসন্ত আপনাকে প্রণাম ক'চ্ছে, আমি আপনার সন্তান, মাতৃহীনতার দুঃখ আজ্ আমার দূর হ'লো।

কলাবতী। বৎস বসন্ত! আজ্ আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেলেম, এক্ষণে বোধ হ'চ্ছে চাঁদ আকাশে থাকে ব'লেই রাহুতে তাকে মধ্যে মধ্যে গ্রাস করে, চাঁদ ভূতলে এলে রাহু জান্‌তেও পারে না, গ্রাসও ক'র্‌তে পায় না; আর তোমার কোন বিপদ্ নাই। (সত্যার প্রতি) ভগ্নি সত্যে! স্থির হ'য়ে থাক্‌লে যে! এমন সুখের দিন কি আর পাবে? এখনও লজ্জা! এস, (হস্ত ধারণ ক'রে) তোমার পতির পদধূলি গ্রহণ ক'রে মস্তকে ধারণ কর।

সত্যা। (বসন্তের প্রতি) নাথ! স্বর্ণাদি নির্ম্মিত ভূষণ নারীর অঙ্গে থেকে যে পরিমাণে শোভা সম্পাদন করে, লজ্জাভরণে রমণীকে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে শোভিতা করে, তা সেই অলঙ্কারটী আমি হারিয়েছি। গবাক্ষদ্বার দিয়ে যখন আপনাকে দর্শন ক'ল্লেম, তখনই আপনার মোহিনীমূর্ত্তি আমাকে প্রিয়সখী ভাবে সঙ্গিনী ব'লে মোহিত ক'রে অজ্ঞাতসারে আমার লজ্জাভরণটী হরণ ক'রে নিয়ে এসেছে, যে হরণ করে সেই চোর, আমি চোর ধ'র্‌তে এসেছি, চোর পাছে পালায় ব'লে এই পদ ধারণ ক'ল্লেম। (পদধারণ) দেখি চোর কেমন ক'রে পলান।

বসন্ত। বীরকেশরি-নন্দিনি। উঠ উঠ, লজ্জা দিও না, আমি দৈব-বাণীতে শুন্‌লেম যে, দাদা আমার বসন্ত ব'লে বনে বনে রোদন ক'চ্ছেন, তাই সেই শোকে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তোমাকে নিদ্রিতাবস্থায় বনমধ্যে রেখে প্রস্থান ক'রেছিলাম; সকলই দৈবের কার্য্য, আমাকে লজ্জা দিও না।

কলাবতী। দেবর! আমাকে লজ্জা দিও না ব'ল্লে হবে কেন? বাঁধা চোর যদি পলায়, পরে সেই চোর ধরা প'ড়্‌লে রাজায় তাকে পূর্ব্ব সাজার দ্বিগুণ কি তিনগুণ সাজা দেন; তুমিও ত সেই বাঁধা চোর পলাতকা, ব'ল্‌বে না কেন? (বসন্তের অধোবদন)

জয়সেন। জগতের লোকে যে জয়সেনকে অভাগা, দুরাত্মা ব'লে জেনে-ছিলেন, আজ তাঁরাই দেখুন সেই জয়সেন কত বড় ভাগ্যবান্, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই, পরমানন্দ! হৃদয়! সঙ্কুচিত হও কেন? প্রশস্ত হও, আনন্দকে স্থান দেও, তাও না দিতে পার হানি নাই, তার অনেক স্থান আছে, সেই আনন্দ লাভে জগজ্জন প্রার্থী। আহা! নয়ন! অশ্রুবারি বিসর্জ্জন কর কেন? কিঞ্চিৎ অবসর গ্রহণ কর; আমি নয়ন ভ'রে আমার বিজয় বসন্তের চাঁদবদন দেখে নেই। নয়ন! তারা নাই ব'লে সব অন্ধকার দেখ্‌ছিলে, এখন তারা পেয়েছ, দেখ দেখ ঐ আমার দুই নয়নতারা। বাহু! অবশপ্রায় কেন? রাহু-

চণ্ডাল যেমন চন্দ্রকে গ্রাস ক'রে পরে আবার ত্যাগ করে, তুইও তেমনি বসন্তকে ধারণ ক'রে ঠেলে ফেলে দিয়েছিস্! অরে রাহুসদৃশ বাহুচণ্ডাল! আর তুই ও অঙ্গস্পর্শ ক'র্‌তে পাবিনে ব'লেই কি অবশ হ'চ্ছিস্! কেননা বিজয়বসন্তও আর আমাকে পিতা ব'লে ডেকে কাছে আস্‌বে না, তুইও ধারণ ক'রে বক্ষে তুল্‌তে পাবিনে, তা নাই হউক, দেখ্‌লাম, বেঁচে আছে জান্‌লেম, আমার কুলপবিত্রকারিণী বধূ মাতাদ্বয়কে দেখ্‌লেম ধন্য হ'লেম।

বিজ, বসন্ত। কি—কি—কি, আপনি কি এই হতভাগ্যদের পিতা মহারাজ জয়সেন? (পিতঃ পিতঃ পিতঃ! বলিতে বলিতে জয়সেনের পদধারণ)

জয়সেন। বাপ বিজয়! বাপ বসন্ত! উঠ্‌রে বাপ উঠ, কার পায়ে পড়্‌ছিস্, ওরে আমি নরাধম, উঠ, (উত্তোলন) বৎস বসন্ত! যখন বন্ধনা-বস্থায় আমার কোলে উঠ্‌তে এসেছিলে, তখন আমি দূর হ দুর্ব্বৃত্ত ব'লে দূর ক'রে দিয়েছি, একবার তখনকার মত "বাবা আমার বড় ভয় হ'চ্ছে আমাকে কোলে কর" ব'লে আমার কোলে আয়। (ক্রোড়ে ধারণ)

(গীত)

একবার উঠে আয় বসন্ত তোর দুরাত্মা পিতার কোলে।
(যখন বন্ধনদশায় উঠ্‌তে এলি।
আমি ফেলে দিয়েছি রে তোরে দূর হ দুর্বৃত্ত ব'লে।
একবার পিতা ব'লে ডাক, জীবন জুড়াক,
(আমি অনেক দিন শুনি নাই বাপ)
তোরা জল দে রে এই শোকানলে॥
দুর্জ্জয়মরী পাপীয়সী, ঘৃণাতে লইয়ে অসি, দিয়েছি গলে।

আর নাই রে সে পাপ, তাপ গেছে বাপ,
(তোদের পুরী কণ্টকহীন হ'য়েছে)
এখন সব শুভ তোদের আমি ম'লে ॥

মগধরাজ। (সভায় দণ্ডায়মান হইয়া) সকলের বাসনাই পূর্ণ হ'লো, কিন্তু আমি এমনি হতভাগ্য যে আমার দুঃখের বিরাম হ'লো না। জ্বর ক্ষেত্রে কম্প যেমন বস্ত্রে, অগ্নির উত্তাপে, কি আতপতাপে কিছুতেই যায় না, তেমনি হতভাগ্যের দুঃখ যত্নে, পরিশ্রমে, কি দেবসাধনে কিছুতেই নিবারণ হয় না।

বিজয়। আপনার আবার দুঃখ কি ?

মগধ। আমার দুঃখের কথা কি ব'ল্‌বো! আমিও জয়পুরের রাজার মত পুত্রধনে বঞ্চিত হ'য়েছি। আমার প্রথম পক্ষের পুত্রের নাম জ্যোতী-শ্বর, সে মাতৃহীন, আমার দ্বিতীয় পক্ষের একটী সন্তান হয়, সেই কারণে দুষ্টাভিলাষিণী মহিষী জ্যোতীশ্বরকে বিনষ্ট ক'র্‌বার জন্য বিষমিশ্রিত দুগ্ধ দেয়, কিন্তু "ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম"; আমার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র সেই দুগ্ধ পান ক'রে হত হ'লো, কিন্তু আমি তাতে জ্যোতীশ্বরকে কিছুই বলি নাই, বোধ হয় মনের ঘৃণায় কি আতঙ্কে আমার বংশধর পুরী পরিত্যাগ ক'রে কোথায় গমন ক'রেছে, আমি ত অন্বেষণ ক'র্‌লেম কোথাও তার সন্ধান পেলেম না, এখানে এসেও বঞ্চিত হ'লেম।

বিজয়। কি ব'ল্লেন জ্যোতীশ্বর, হাঁ এতক্ষণে অনেক বুঝ্‌লাম।

মগধ। কি বুঝ্‌লে, কোথাও কি তোমার সঙ্গে তার দেখা হ'য়েছিল ?

বিজয়। কোথায় কি, তিনি আমাদের প্রাণদাতা; বোধ হয় এই জন্যেই ছদ্মবেশে জয়পুরের কোটালি স্বীকার ক'রেছিলেন, তখন তাঁর নাম দুখে ছিল, পরে কোন কারণে জা'ন্‌লেম জ্যোতীশ্বর!

মগধ। তার পর সে কোথায় গেল ?

বিজয়। আমাদের বনে আন্‌লেন, পরে কোথায় গেলেন জানিনে।

মগধ। তবে বনমধ্যে ব্যাঘ্রাদিতে তাকে ভক্ষণ ক'রেছে, সে আর জীবিত নাই। হা পুত্র জ্যোতীশ্বর! আমি ত নিরপরাধ, তবে কেন আমাকে পরিত্যাগ ক'রলে? আর কি দেখা পাব না? জয়সেন পুত্রগণের প্রতি এরূপ কঠিন আচরণ ক'রেও পুত্রদ্বয়কে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হ'লেন আর আমি তোমাধনে বঞ্চিত হ'লেম?

জ্যোতীশ্বর। (স্বগত) তবে ত আমার পিতা আমার প্রতি ক্রোধ করেন নাই, আমি ত তবে অকারণে পরম দেবতা পিতাকে এত যন্ত্রণা দিয়েছি! হায়! আমি কি ঘোর নারকী! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হবে? পিতার পদধূলি অঙ্গে লেপন ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। (দ্রুতপদে গমন) পিতঃ! আপনার দুরাত্মা পুত্র জ্যোতীশ্বর মরে নাই, আমি অকারণে আপনার মনঃপীড়া দিয়েছি, কুপুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

মগধ। কিরে, তুই কি আমার জ্যোতীশ্বর? হারে বেঁচে আছিস্? বাপ (উত্তোলন) উঠে চাঁদমুখে পিতা ব'লে ডাক্

বিজয়। হাঁ, ইনি আমাকে জলমগ্ন নিবারণ ও বসন্তকে বিষদায় হ'তে উদ্ধার ক'রেছিলেন নয়? তাই ত বটে (জ্যোতীশ্বরের প্রতি) মহাশয়! আপনিই কি আমাদের সেই দুখে দাদা?

জ্যোতীশ্বর। হা ভাই, আমিই সেই হতভাগা।

বিজয়। দাদা—দাদা—(আলিঙ্গন)

মন্ত্রী। আহা! আজ্ আমাদের কি আনন্দের দিন। পতিতপাবনী গঙ্গা শতমুখী হ'য়েও যেমন সাগরে মিলিতা হ'য়ে জীবকে উদ্ধার ক'রেছেন, তেমনি আমাদের আনন্দ শতধা হ'য়ে স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত হ'য়েছিল, আজ্ আবার একস্থানে মিলিত হ'য়ে সকলকে সুখী ক'ল্লে।

(গীত)

শুভদিনে বন্ধুগণে বদন ভ'রে দুর্গা দুর্গা বল সকলে।
কি অপূর্ব্ব মিলন আজি হ'লো (রে এই সভাস্থলে॥

প্রার্থনা আমার সম্প্রতি, নবদম্পতির প্রতি
আশীর্ব্বাদ ছলে বল জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা
মতি দুর্গানাম যেন না ভোলে ॥

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। মহারাজ। একটী স্ত্রীলোক সিংহদ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আজ্ এই শুভ দিন ব'লে আমাদের বড় মা অনুমতি দিয়েছেন যে, অকাতরে ধন বিতরণ ক'রে আমার রাজ্যের ও অনাহূত সমস্ত দীনের দুঃখ দূর কর; এক্ষণে কোষাধ্যক্ষ মহাশয় স্বয়ং সেই কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছেন কিন্তু সে রমণী কিছুই চায় না, কেবল এদিক্ ওদিক্ চায়, আর বিজয়রে বসন্তরে ব'লে কাঁদে।

বিজয়। প্রতিহারী! তার নাম জিজ্ঞাসা করা হ'য়েছে কি ?

প্রতিহারী। আজ্ঞা, শুনলেম তার নাম শান্তা।

বিজয়। কি ব'ল্লে—তার নাম শান্তা, হারে! আমার শান্তা আয়ি কি এসেছেন ? (বসন্ত প্রতি ভাই বসন্ত! আমাদের শান্তা আয়ি বুঝি এসেছেন; চল চল, আহা! আয়ি আমার কত দুঃখই পেয়েছেন! (গমন)

শান্তা। ভাই বিজয়! ভাই বসন্ত! একবার দেখা দিয়ে যা, আমি অন্য ধনের ভিখারিণী নই, কেবল তোদের চাঁদ মুখ দর্শনের কাঙ্গালিনী—(রোদন)

বিজয়। আয়িগো! এখনও বেঁচে আছিস্ আয়ি! এ হতভাগারা তোরে কত কষ্টই দিয়েছে।

শান্তা। ভাই, তোরা আর কি কষ্ট দিবি, দারুণ বিধাতার মনে যা ছিল তাই হ'লো, আর সে কথায় কাজ নাই, আয় একবার অভাগিনীর বুকে আয়, (উভয়কে বক্ষে ধারণ) হৃদয়! আর ব্যাকুল কেন, সুস্থ হও। (মোহ প্রাপ্তি ও শয়ন)

বিজয়। একি হ'লো আয়ি কথা কইতে কইতে অচেতন হ'লেন কেন ?

বসন্ত। দাদা! অতিশয় ক্ষুধার পর অতি ভোজন ক'রলে জীবন বিনাশের সম্ভাবনা, আর্য্য আমাদের বড় ভাল বাস্তেন, পরে একবারে আমাদের সেই দুর্দ্দশা, এতদিন হা বিজয় হা বসন্ত ব'লে কাস্তে কাস্তেই গিয়েছে, আজ আবার তাঁর এই আনন্দ, বোধ হয় মোহ প্রাপ্ত হ'য়েছেন, শুশ্রূষা করা যাক। (বাস্বাজন)

শান্তা। কই বিজয় বসন্ত আমার কই? আবার ফাঁকি দিলি?

বসন্ত। আর্য্য উঠ, আমরা তোমার কাছেই আছি।

শান্তা। হৃদয়ের ধন! (গাত্রোত্থান) শুনেছি তোরা নাকি বিবাহ ক'রেছিস্, সে খঞ্জনা পক্ষিণী দুটী কই? আমার নয়ন পদ্মে তারা নৃত্য করুক, আমি দেখে দুঃখ রাজ্য হ'তে সুখ রাজ্যের অধিকারিণী হই।

বিজয়। আর্য্যিগো তাদের পদধূলি দেও যদি এস, অন্তঃপুর মধ্যে এস। (গমন ও কলাবতীর হস্ত ধরিয়া) আর্য্যিগো! এই তোমার দাসী কলাবতী, (কলাবতীর প্রতি) প্রিয়ে। ইনি আমাদের আর্য্যি, এর পরিচয় আর তোমাকে দিতে হবে না, প্রণাম কর, আর্য্যির পদধূলা তোমার শিরে সিন্দূর হ'ক।

কলাবতী। (শান্তাকে প্রণাম)।

বসন্ত। (সত্যার হস্ত ধরিয়া) আর্য্যিগো! এই নেও তোমার আর একটী দাসীকে এনে দিলাম।

সত্যা। (শান্তাকে প্রণাম)।

শান্তা। (উভয়ের শিরে চুম্বন করিয়া) এস এস বুন, তোমাদের যে দেখ্‌বো, সে আশা আমার স্বপ্নেও হয়নি, কেবল তোমাদের পুনঃস্বয়ম্বর ঘটনাই এ সুখের কারণ, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি জন্মায়তি হ'য়ে থাক; দুঃখের কথা শুনতে বাকি নাই, আমি বাঁধা থাকলেম, বিজয় বসন্তকে মশানে কাট্‌তে নিয়ে গেল, তার পর কি হ'লো কিছুই জানিনে, কেবল রাত দিন কেঁদেছি এতদিনে বিধাতা আমার দুঃখ বুঝি দূর ক'ল্লেন।

বিজয়। আর্য্যি! কেন তুমি মশানে এসে নগরপালকে বিনষ্ট ক'রে আমাদের রক্ষা ক'র্‌লে, বন্ধন খুলে দিলে, আবার দুঃখ দাদাকে ব'ল্লে যে এদের

নিয়ে অন্য দেশে যাও, তবে ব'ল্‌ছো কেন যে বন্ধনে থা'ক্‌লেম্‌, তার পর কিছুই জানিনে, সব কি ভুলে গিয়েছ?

শান্তা। হারে বিজয়! আমি আবার মশানে কখন গেলেম, আবার ব'ল্‌ছিস্‌ নগরপালকে নষ্ট ক'রলেম, বন্ধন খুলে দিলাম, ও আবার কি কথা আমি কি যথার্থ তোদের কাছে আছি, না পূর্ব্বের ন্যায় পাগলিনী হ'য়ে আছি, তাই এরূপ দেখ্‌ছি, এরূপ কথা শুন্‌ছি!

বসন্ত। না আয়ি, দাদা যা ব'ল্‌ছেন তা মিথ্যা নয়।

শান্তা। হাঁরে বল্‌ দেখি, মশানে কি ব'লে ডেকেছিলি?

বিজয়। আয়ি! তুমি যা ব'লে দিয়ে ছিলে তাই, কেবল দুর্গা দুর্গা ব'লে ডেকেছিলাম।

শান্তা। ওবে! আর ব'ল্‌তে হবে না বুঝেছি, সেই বিপদ-হারিণী তারিণী এই হতভাগিনীর বেশ ধারণ ক'রে তোদের রক্ষা ক'রেছেন! হায় হায়! মহামায়া মায়া ক'বে এসেছিলেন বুঝ্‌তে পারিস্‌নি? হায়! একবার তাঁকে দেখ্‌তে পেলেম্‌ না!

বিজয়। আয়ি! দেখ্‌তে পাবে না কেন? তিনি যে ব'লে গেলেন, তোরা যেখানে আমাকে ডাক্‌বি সেই খানেই দেখা দেব, তাঁকে ডাক্‌লেইত আস্‌বেন।

শান্তা। হারে সত্যি! তবে একবার দুর্গা ব'লে ডাক্‌ এ হতভাগিনীকে সেই রূপ খানি দেখা!

বসন্ত। দাদা! দুখে দাদাকে ডাক, নইলে তিনি কি আস্‌বেন? তিনি ত দুখে দাদাকেই ও কথা ব'লেছিলেন, দুখে দাদা ত উপস্থিত, তাঁকেই ডাক্‌তে বলুন।

বিজয়। ভাই বেশ ব'লেছো, (জ্যোতীশ্বরের প্রতি) দাদা! এমন সুখের দিন ত আর হবে না, এ সময়ে একবার সেই সর্ব্ব-দুঃখহারিণী শর্ব্বাণীকে ডাকুন, এমন দিনে তাকে পূজা না ক'র্‌লে এ দিনই বৃথা।

জ্যোতীশ্বর। ভাই! তিনি ত তোমাদেরই বাঁধা, তোমাদের কৃপায় আমিও ধন্য, এস সকলে মিলে ডাকি।

(গীত)

বিপদে শ্রীপদে রেখেছ শঙ্করি।
স্বরূপে গো বিশ্বরূপে দেখা দেও কৃপা করি ॥
তখন শাস্তার বেশে, শ্মশান মাঝেতে এসে,
উদ্ধারিয়ে গেলে শেষে, অরি-প্রাণ হরি,
মায়া ছাড়ি মহামায়া এস গৌরী রূপ ধরি
একবার এই পুরে, কৃপা ক'রে আয় ত্রিপুরে,
পদ শোভিত নূপুরে নয়নেতে হেরি,
রাখ্‌তে মতি হৃদে পূরে বাসনা এই মহেশ্বরি ॥

বিজয়ার সহিত ভগবতীর প্রবেশ।

দুর্গা। বাপ! আবার আমাকে ডাকছো কেন? আর ত তোমাদের কোন বিপদাশঙ্কা নাই।

বিজয়। মা, তোমাকে যে পেয়েছি কেবল আমার আয়ির গুণে কোটাল যখন আমাদের বন্ধন ক'রে মশানে কাট্‌তে নিয়ে যায়, তখন আয়ি ব'লে দিয়েছিলেন যে, মশানে দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকিস্, তা হ'লেই তোদের সকল বিপদ্ যাবে, আমাদের সেই গুরু শান্তা আজ তোমাকে দেখ্‌তে চেয়েছেন তাই ডাক্‌ছি।

দুর্গা। বাপ! শান্তা আর আমি কি ভিন্ন? আমিত এসেছি, তোমার শান্তা আয়ি দেখুন।

বিজয়। আয়ি! দেখ মা এসেছেন।

শান্তা। ওরে! ঐ রূপই বটে, কিন্তু গণেশ কোলে কই?

দুর্গা। হাঁ বুঝেছি, শান্তা যে সেই রূপেই পাগল, (বিজয়ার প্রতি) বিজয়ে! আমার গণেশকে কোলে ক'রে লয়ে এস।

বিজয়া। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান।

বাদ্যোদ্যম।

বিজয়ার গণেশকে লইয়া প্রবেশ ও ভগবতীকে প্রদান, ভগবতী গণেশকে লইয়া উপবেশন, সকলের গণেশজননী রূপ দর্শন।

গীত।

কি অপরূপ দেখ নয়নে।
সিদ্ধি-দাতা গণপতি সিদ্ধেশ্বরীর কোলে।
পাইনে রূপের সীমা যে স্থবর্ণ সরসী মাঝে,
যদি রক্তোৎপল সাজে মতি কি তায় ভোলে।